মাতৃকাভেদতন্ত্রম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ
রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় (মহাচার্য বিভাগ), কলিকাতা
সম্পাদিত

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

মাতৃকাভেদতন্ত্রম্

মাতৃকাভেদতন্ত্রম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ
রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় (মহাগাধ্য বিভাগ), কলিকাতা
সম্পাদিত
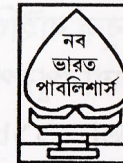
নবভারত পাবলিশার্স
৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ, ১৩৮৫

দ্বিতীয় নবভারত সংস্করণ, ১লা বৈশাখ ১৪২০

ঃ গ্রন্থসত্ব ঃ

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

ঃ প্রকাশক ঃ

শ্রীমতী রত্না সাহা ও সুজিত সাহা

ঃ মুদ্রক ঃ

সুবোধ চন্দ্র দে

৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী

ঃ বাইণ্ডিং ঃ

মা সারদা বুক বাইণ্ডিং

৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী

কোলকাতা - ১১৮

মূল্য ৫০ টাকা

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধির্যথা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বথঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্॥

—মৎস্যসূক্তে

যদ্‌গৃহে নিবসেত্তন্ত্রং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ॥
নির্জ্জনে চ জলে ঘোরে শ্বাপদৈঃ পরিভূষিতে।
মাহাত্ম্যাত্তস্য দেবেশি চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে॥

—বৃহন্নীলতন্ত্রে

অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং, ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ, পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি॥

নিবেদন

এই মাতৃকাভেদতন্ত্রটী ইতিপূর্ব্বেও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। মেট্রো-পলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ হইতেও ইহার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারা তিনখানি হস্তলিখিত ও দুইখানি পূর্ব্বমুদ্রিত, মোট পাঁচ-খানি পুস্তক হইতে পাঠান্তরাদি সংকলনপূর্ব্বক পুস্তকটী মুদ্রিত করিয়াছিলেন। আমরা ঐ পুস্তকই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া এবং ঐ পাঠান্তর হইতে কোথাও কোথাও কোন পাঠ বিশুদ্ধ মনে হওয়ায় তাহা মূলে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

এই তন্ত্রে প্রসঙ্গতঃ কৃত্রিম স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী কথিত হওয়ায় একদা ইহা খুবই আকর্ষণজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রণালী খুব সহজ নহে এবং সাধন-সাপেক্ষ।

তন্ত্রটীর মাতৃকাভেদ এই নাম-করণের সার্থকতা আমাদের আদর্শ পুস্তকের সম্পাদক মহাশয় খুঁজিয়া পান নাই। আমার মনে হয়, ইহার সর্ব্বত্রই এই নামের সার্থকতার বীজ রহিয়াছে। 'মাতৃকা' শব্দে একটী প্রকৃতি বা কারণী-ভূত বস্তু ধরা যাইতে পারে এবং তাহার ভেদ বলিতে বিকৃতি বা কার্য্য-বস্তু ধরা যাইতে পারে।

এখানে একটী তাম্ররূপ প্রকৃতি বা কারণবস্তু বিভিন্ন বস্তু সহযোগে প্রক্রিয়া-ভেদে স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থে পরিণতি লাভ করিতে পারে—ইহা দেখান হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা হইয়াছে।

যে-ভোগ লালসার বর্দ্ধক বলিয়া সর্ব্বত্র নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য বলা হইয়াছে, 'ত্যাগাৎ শান্তিঃ' বলিয়া যাহার ত্যাগকেই অমৃতত্ব লাভের উপায়রূপে সর্ব্বত্র অভিহিত করা হইয়াছে, এখানে সেই ভোগকেই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়-রূপে কীর্ত্তন ও তাহা সমর্থন করা হইয়াছে। তৃতীয় পটলের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে—

> ভোগেন লভতে যোগং ভোগেন কুলসাধনম্।
> ভোগেন সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥

ইহাকেও মাতৃকাভেদ বা একই কারণের কার্য্য-বৈচিত্র্য কিংবা একই কার্য্যের কারণ-বৈচিত্র্যরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এইরূপ, দশম পটলে যে গুরু, মন্ত্র ও দেবতার ঐক্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেও একই মাতৃকার

(তন্ত্রের) গুরু, মন্ত্র ও দেবতারূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের কথাই পাওয়া যায়। বহিঃপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশের বিভিন্নতা থাকিলেও মাতৃকা বা মূলতত্ত্বের অভেদ এইরূপ অর্থেও 'মাতৃকাভেদ' শব্দটীর প্রয়োগ হইতে পারে।

যাহাই হউক, এই প্রাচীন তন্ত্রটীর অনুবাদে যদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য যথাযথ প্রকাশ পাইয়া থাকে তবেই আমার শ্রম ও প্রকাশকের অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। নবভারত পাবলিশার্সের কর্তৃপক্ষ তন্ত্র-পুরাণাদি ও নানা সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশনায় ব্রতী হইয়া সংস্কৃতানুরাগী ও তন্ত্রার্থ-বুভুৎসু জনগণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের এই সাধুপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক এই প্রার্থনা করি এবং ত্রুটীবিচ্যুতির জন্য বিদ্বৎসমাজের ক্ষমা লাভের আশা করি।

বিনীত
শ্রীহেমন্ত কুমার তর্কতীর্থ

সূচীপত্র

ওঁ নমঃ শিবায়

মাতৃকাভেদতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ নমো দেব্যৈ

কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্নোপশোভিতে।
পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা ভৈরবং পরমেশ্বরম্ ॥ ১

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

ত্রিপুরাপূজনং নাথ স্বর্ণরত্নৈর্বিশেষতঃ।
কলিকালে স্বর্ণরূপ্যং গুপ্তভাবং তথা [1]মণিঃ ॥ ২
কেনোপায়েন দেবেশ স্বর্ণরূপ্যাদি লভ্যতে।
তদ্ বদস্ব বিশেষেণ যথা রত্নাদিকং ভবেৎ ॥ ৩
যন্নোক্তং সর্ব্বতন্ত্রেষু তদ্ বদস্ব দয়ানিধে ॥ ৪

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি যথা রত্নাদিকং ভবেৎ।
মন্তেজসা পারদেন কিং রত্নং নহি লভ্যতে? ॥ ৫

একদা নানারত্ন পরিশোভিত রমণীয় কৈলাসশিখরে দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ১

দেবী বলিয়াছিলেন—হে নাথ! ত্রিপুরাদেবীর আরাধনা বিশেষভাবে স্বর্ণ-রত্নাদি দ্বারা করিতে হয়। কলিকালে সোনা, রূপা ও রত্ন ইহাদের অস্তিত্ব অতিশয় গুপ্ত বা বিরল। ২

হে দেবেশ্বর! কি উপায়ে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি পাওয়া যাইতে পারে তাহা কোন তন্ত্রে বলেন নাই। হে কৃপানিধি! যে উপায়ে রত্নাদি পাওয়া যাইতে পারে তাহা বিশেষভাবে বলুন। ৩-৪

শঙ্কর বলিলেন—হে দেবি! যাহাতে রত্নাদি পাওয়া যাইতে পারে তাহা

১। মণিম্ ইতি সর্ব্বত্র পাঠো দৃশ্যতে।

তথা সামুদ্রকেনৈব [১]শুভ্রসম্বলকেন চ ।
[২]সম্বলস্য প্রকারং হি শৃণু দেবি প্রযত্নতঃ ॥ ৬
চীনতন্ত্রানুসারেণ পূজয়েৎ সিদ্ধকালিকাম্ ।
অথবা পূজয়েদ্ দেবীং দক্ষিণাং কালিকাং পরাম্ ।
কালীতন্ত্রোক্তবিধিনা সপ্তাহং জপপূজনম্ ॥ ৭
সত্যে চৈকন্তু ত্রেতায়াং দ্বিগুণং দ্বাপরে ত্রয়ম্ ।
এবং সর্ব্বত্র জানীয়াচ্চতুর্গুণজপঃ কলৌ ॥ ৮
আনীয় বহুযত্নেন সম্বলং তোলকদ্বয়ম্ ।
[৩]বসুরাদ্যং শিবং চাদ্যং মায়াবিন্দুবিভূষিতম্ ॥
বীজত্রয়ং চাষ্টশতং প্রজপেৎ সম্বলোপরি ॥ ৯
অশীতিতোলকং মানং কৃষ্ণধেনুসমুদ্ভবম্ ।
দুগ্ধমানীয় যত্নেন চাষ্টোত্তরশতং জপেৎ ॥ ১০
[৪]বস্ত্রযুক্তেন সূত্রেণ দুগ্ধমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ ।
উত্তাপং জনয়েদ্ ধীমান্ মন্দমন্দেন বহ্নিনা ॥ ১১

বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার বীর্য্য পারদ, তাহার সাহায্যে এবং সামুদ্রিক লবণ ও শুভ্র সম্বলের (দারমুচ্) সাহায্যে কোন্ রত্ন না পাওয়া যায়? সম্বলের [শোধন] প্রণালী শ্রবণ কর। ৫-৬

চীনতন্ত্রানুসারে সিদ্ধকালিকার পূজা করিবে। অথবা কালীতন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে দক্ষিণা কালিকার পূজা করিবে। সপ্তাহকাল পূজা ও জপাদি করিবে। ৭

সত্যযুগে একগুণ, ত্রেতায় দ্বিগুণ, দ্বাপরে তিনগুণ ও কলিকালে চতুর্গুণ জপ কর্ত্তব্য। ৮

যত্নপূর্ব্বক দুই তোলা 'সম্বল' আনিয়া তদুপরি ক্লীঁ স্ত্রীঁ ক্লীঁ এই বীজত্রয় ১০৮ বার জপ করিবে। ৯

কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ ৮০ তোলা আনিয়া তদুপরি ১০৮ বার জপ করিবে।

১। সুশুভ্রলবণেন চ ইতি পাঠান্তরম্।
২। 'দারমুচ্' ইতি যস্য প্রসিদ্ধিরিত্যেবং কচিৎ টিপ্পণ্যাং সম্বলশব্দস্যার্থকথনং দৃশ্যতে।
৩। কচিৎ টিপ্পণ্যাং ক্লীঁ স্ত্রীঁ ক্লীঁ ইত্যেষ মন্ত্রো লিখিতঃ।
৪। 'রক্তবস্ত্রযুক্তেনে'তি কচিৎ টিপ্পণ্যামুক্তম্।

বিন্দু[১]বেদাঙ্গপর্য্যন্তমর্দ্ধ[২]শেষং ভবেদ্ যদা ।
তদৈবোত্তোল্য তদ্ দ্রব্যং তোয়মধ্যে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১২
ততঃ পরীক্ষা কর্ত্তব্যা প্রদদ্যাৎ পাবকোপরি ।
নির্ধূমং পাবকে দ্রব্যং দৃষ্ট্বা উত্থাপ্য যত্নতঃ ॥
তত্রৈব প্রজপেন্মন্ত্রং সর্ব্ববন্দ্য-নবাত্মকম্ ॥ ১৩
আনীয় বহুযত্নেন শুদ্ধং তাম্রং মনোহরম্ ।
সার্দ্ধেন তোলকং তাম্রং বহ্নিমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১৪
যথা বহ্নিস্তথা তাম্রং দৃষ্ট্বা উত্থাপ্য যত্নতঃ ।
গুঞ্জাপ্রমাণং তদ্দ্রব্যং তৎক্ষণাদ্ যদি যোজয়েৎ ।
সত্যং সত্যং হি গিরিজে রৌপ্যং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৫

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

কারণং দুগ্ধরূপং বা কেন রূপেণ শঙ্কর ।
তৎপ্রকারং মহাদেব কৃপয়া বদ শঙ্কর ॥ ১৬

পরে রক্তবস্ত্রে সূত্রদ্বারা ঐ সম্বল দুগ্ধমধ্যে নিক্ষেপ করিবে (ঝুলাইয়া দিবে)। মৃদু অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিবে। একদণ্ড অর্থাৎ ২৪ মিনিট পর্যন্ত জ্বাল দিবে। যখন দুগ্ধের অর্দ্ধেক অবশিষ্ট থাকিবে তখন ঐ বস্তু তুলিয়া লইয়া জলে নিক্ষিপ্ত করিবে। ১০-১২

তারপর উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। অগ্নির উপরে উহা প্রদান করিলে যদি ধূম নির্গত না হয় তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক উহা তুলিয়া লইয়া সকলের বন্দনীয় নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। ১৩

বিশুদ্ধ তাম্র আনিয়া দেড়তোলা তাম্র অগ্নিমধ্যে ক্ষেপণ করিবে। ঐ তাম্র যখন ঠিক আগুনের ন্যায় হইবে তখন উহা তুলিয়া লইয়া এক রতি পরিমিত সেই বস্তু সংযোজিত করিলে উহা রৌপ্যে পরিণত হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। ১৪-১৫

পার্ব্বতী প্রশ্ন করিলেন—হে শঙ্কর! হে জগতের কল্যাণকর! মদ্য কি প্রকারে দুগ্ধ হইয়া যায় কৃপাপূর্ব্বক তাহা বলুন। ১৬

১। বেদান্ত।
২। শোষং।

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

টঙ্গনম্ আনয়েদ্ ধীমান্ তোলকস্তু চতুষ্টয়ম্ ।
বহ্নিযোগেন গিরিজে ! লাজরূপঞ্চকার হ ॥ ১৭
আম্রপুষ্পং তদ্দ্বিগুণং পিষ্ট্বা মিলনমাচরেৎ ।
তস্যোপরি জপেন্মন্ত্রং মহামায়াং হি চণ্ডিকে ॥ ১৮
এতত্তু গুটিকাং কৃত্বা মিলনং কারয়েদ্ যদি ।
তদৈব দুগ্ধরূপং স্যাৎ সত্যং সত্যং হি শৈলজে ॥ ১৯

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

গন্ধহীনং ভবেন্মদ্যং কেনোপায়েন শঙ্কর ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ২০

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শিবং বহ্নিসমারূঢ়ং বামনেত্র-বিভূষিতম্ ।
বিন্দুনাদ-সমাযুক্তং গন্ধমাদায় সংলিখেৎ ॥ ২১
উদ্ধৃতাং পদমুচ্চার্য্য চাষ্টোত্তরশতং যদি ।
প্রজপেৎ সাধকশ্রেষ্ঠো দুর্গন্ধাদিবিনাশনম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে শিবপার্ব্বতীসংবাদে প্রথমঃ পটলঃ ॥ ১

শঙ্কর বলিলেন—চারিতোলা পরিমাণ সোহাগা আনিয়া অগ্নিসংযোগে ঐ সোহাগার খৈ প্রস্তুত করিবে। তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮ তোলা আম্রপুষ্প (আমের মুকুল) একত্র বাটিয়া মিশ্রিত করিবে। তদুপরি মহামায়ার বীজমন্ত্র (হ্রীঁ) জপ করিবে। ১৭-১৮

ইহার গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মদ্যের সহিত মিশাইলে ঐ মদ্য তৎক্ষণাৎ দুগ্ধে পরিণত হইয়া যাইবে ইহা সুনিশ্চিত। ১৯

চণ্ডিকা বলিলেন—কি উপায়ে মদ্য গন্ধহীন হইতে পারে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। শিব বলিলেন—উত্তম সাধক ব্যক্তি যদি উহার উপর গন্ধনাশক মন্ত্র (হ্রীঁ গন্ধ উদ্ধৃতাম্) ১০৮ বার জপ করিয়া দেন তাহা হইলেই মদ্যের দুর্গন্ধ নষ্ট হইতে পারে। ২০-২২

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের প্রথম পটল সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

বদ ঈশান সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্ববিদাং বর ।
যৎ ত্বয়া কথিতং নাথ মম সঙ্গে বিহারতঃ ॥ ১
কথং বা জায়তে পুত্রঃ শুক্রস্য কুত্র সংস্থিতিঃ ।
বর্দ্ধমানং সদা লিঙ্গং প্রবেশো বা কথং ভবেৎ ॥ ২
ভীতিযুক্তা হ্যহং নাথ ! ত্রাহি মাং দুঃখসঙ্কটাৎ ॥ ৩

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

মণিপূরং মহাপদ্মং সুষুম্ণামধ্যসংস্থিতম্ ।
তস্য নালেন দেবেশি নাভিপদ্মং মনোহরম্ ॥ ৪
বক্রত্রয়সমাযুক্তং সদা শুক্রবিভূষিতম্ ।
ঊর্দ্ধং নালং সহস্রারে অতঃ শুক্রবিভূষিতম্ ॥ ৫
তস্মাদেব স্তনদ্বন্দ্বং বর্দ্ধমানং দিনে দিনে ॥ ৬
মধ্যনালং সুষুম্নান্তং বৃত্তাকারং সুশীতলম্ ।
আযোন্যগ্রমধোনালং *সদানন্দময়ি শিবে ॥ ৭
শৃণু চার্ব্বঙ্গি ! সুভগে তন্মধ্যে লিঙ্গতাড়নাৎ ।
যদ্রূপং পরমানন্দং তন্নাস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৮

দেবী পার্ব্বতী বলিলেন—হে ঈশান ! হে সর্ব্বজ্ঞ ! সমস্ত তত্ত্ব আপনার অধিগত। হে স্বামিন্ ! যে কথা আপনি বলিয়াছিলেন, তাহা বলুন। আমার সঙ্গে বিহার হইতে পুত্রোৎপত্তি হইবে কিরূপে ? শুক্র কোথায় থাকে ? হে নাথ ! আমার ভয় হইতেছে। এই সংকট হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ১-৩

শঙ্কর বলিলেন—হে দেবি ! সুষুম্ণা নাড়ীর মধ্যে মণিপুর নামক যে পদ্মটি অবস্থিত উহার নালের সহিত নাভিপদ্মটি সংযুক্ত। উহা বক্রত্রয়যুক্ত এবং সর্ব্বদা শুক্রপূর্ণ। ঐ নালটি ঊর্দ্ধদিকে সহস্রার পর্যন্ত বিস্তৃত। উহাতেই শুক্রের অবস্থান। তাহা হইতেই স্তনযুগল দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মধ্যভাগটী সুষুম্নার সহিত সংযুক্ত হইয়া বৃত্তাকারে (অথবা বৃন্তাকারে) অবস্থিত

---

*। 'সদানন্দময়মিতি পাঠো যুক্তঃ। দৃশ্যতে চ পরন্তাৎ তাদৃশঃ পাঠঃ।

নাভিপদ্মং তু যদ্রূপং তচ্ছৃণুষ্ব সমাহিতা।
বিন্দুস্থানং মধ্যদেশে সদা পদ্মবিরাজিতম্ ॥ ৯
বাহ্যদেশে চাষ্টপত্রং চতুরস্রং তু তদ্বহিঃ।
চতুর্দ্দ্বারসমাযুক্তং সুবর্ণাভং সবৃন্তকম্ ॥ ১০
তৎপত্রেণ ভবেৎ পুষ্পং বৃন্তযুক্তং ত্রিপত্রকম্।
প্রফুল্লে তু ত্রিপত্রারে বাহ্যে রুধিরদর্শনম্ ॥ ১১
এতন্মধ্যে মহেশানি যদি স্যাল্লিঙ্গতাড়নম্।
পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সন্ততিস্তেন জায়তে ॥ ১২
পুরুষস্য তু যচ্ছুক্রং শক্তে রক্তাধিকো ভবেৎ।
তদা কন্যা ভবেদ্ দেবি বিপরীতে পুমান্ ভবেৎ ॥ ১৩
উভয়োস্তুল্যশুক্রেণ ক্লীবং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৪
শৃণু চার্বঙ্গি সুভগে পুষ্পমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
মধ্যে তচ্ছুক্রসংযোগে বর্দ্ধতে তৎ দিনে দিনে ॥ ১৫
এবং দিঙ্ মাসসম্প্রাপ্তৌ তৎপুষ্পে বৃন্তসংযুতে।
গলিতে পরমেশানি ব্যক্তা ভবতি সন্ততিঃ ॥ ১৬

এবং অধোভাগ যোনি পর্য্যন্ত সমাগত। নাভিপদ্মটীর বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। উহার মধ্যদেশে কর্ণিকাতে শুক্রের স্থান। পদ্মটী তদ্দ্বারা সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে। বহির্ভাগে আটটী দল, তাহার বাহিরে একটি চতুষ্কোণ এবং উহার চারিটি দ্বার আছে। উহার সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ এবং ঐ পদ্মটী একটি বৃত্ত (কিংবা বৃন্ত) যুক্ত। ৪-১০

তাহার পত্রের (পাঁপড়ির) সহিত যুক্ত হইয়া তিনটি দল ও বৃত্তযুক্ত পুষ্প হইয়া থাকে। ঐ ত্রিদল পুষ্পটি বিকশিত হইলেই বাহিরে রুধির দৃষ্ট হয়। ঐ পদ্ম মধ্যে পুংশুক্রপ্রবিষ্ট হইলে তাহাতে সন্ততি জন্মে। ১১-১২

পুরুষের শুক্র অপেক্ষা রমণীর রক্তের আধিক্য ঘটলে কন্যা জন্মে। ইহার বৈপরীত্যে পুত্র হয়। এবং উভয়ের শুক্রের তুল্যতা ঘটিলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে। ১৩-১৪

সেই পুষ্পের এইরূপ বৈশিষ্ট্য যে, তন্মধ্যে সেই শুক্রসংযোগ ঘটিলে তাহা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। দশম মাস উপস্থিত হইলে বৃন্তযুক্ত সেই পুষ্পটী খসিয়া পড়ে। তাহাতেই সন্তানটি বাহির হইয়া আসে। ১৫-১৬

শ্রীদেব্যুবাচ—

কিঞ্চিদ্রোগাদি-সম্ভূতে কৃমিকীটাদিসম্ভবে।
তস্মাজ্জীবাঃ প্রণশ্যন্তি সা নারী জীব্যতে কথম্ ॥ ১৭

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

অস্য পুষ্পস্য মাহাত্ম্যং কিং বক্তুং শক্যতে ময়া।
বিন্দুস্থানসহস্রং তু পুষ্পমধ্যে প্রিয়ংবদে ॥ ১৮
বুদ্বুদা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্রৈব সন্ততির্ভবেৎ।
এবং ক্রমেণ দেবেশি সহস্রং সন্ততির্যদি।
বর্দ্ধমানং মহাপুষ্পং পীড়া কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥ ১৯
ময়া সার্দ্ধং মহেশানি বিহারং কুরু যত্নতঃ।
বিহারে যো ভবেৎ পুত্রো গণেশঃ স হি কীর্ত্তিতঃ ॥ ২০
অপরে পরমেশানি! তব পুত্রপ্রসাদতঃ।
পৃথিব্যাং জায়তে সৃষ্টি র্নির্ব্বিঘ্নেন যথোচিতম্ ॥ ২১
এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবী মদনানলবিহ্বলা।
শিবেনালিঙ্গিতা দেবী শিবাকারেণ বৈ তদা ॥ ২২

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে শিবপার্ব্বতীসংবাদে
দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ ২ ॥

দেবী বলিলেন—কিছু রোগ হইলে কিম্বা কৃমিকীটাদি জন্মিলে মধ্যস্থ জীব নষ্ট হইতে পারে। তাহাতে সেই নারী কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবে? ১৭

শঙ্কর বলিলেন—এই পুষ্পের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাতীত। পুষ্পমধ্যে শুক্রবিন্দু সঞ্চিত হইবার অসংখ্য স্থান আছে। যেখানে বুদ্বুদ্ অবস্থান করে সেখানেই সন্তান জন্মে। এইরূপে যদি অনেক সন্তানও জন্মে সেই পুষ্পটী বাড়িয়া বিশাল হইয়া উঠে। কোনরূপ পীড়া [-কর কৃমিকীটাদি] উপস্থিত হয় না। ১৮-১৯

হে মহেশানি! আমার সহিত সযত্নে বিহার কর। ইহাতে যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম হইবে গণেশ। ২০

হে পরমেশ্বরি! তোমার সেই পুত্রের অনুগ্রহে পৃথিবীতে নির্ব্বিঘ্নে সৃষ্টি-প্রবাহ অক্ষুন্ন থাকিবে। ২১

ইহা শুনিয়া এবং তৎপরে শিব কর্ত্তৃক দেহ দ্বারা আলিঙ্গিতা হইয়া দেবী শঙ্করী কামানলে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ২২

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত। ২

তৃতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

সর্ব্বত্রৈব শ্রুতং নাথ ভোগং[১] চেন্দ্রিয়পুষ্টিদম্।
ভোগেন মোক্ষমাপ্নোতি কথং বদসি যোগভৃৎ ॥ ১

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

ভোগেন লভতে যোগং ভোগেন কুলসাধনম্।
ভোগেন সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ২
তস্মাদ্ ভোগং সদা কার্য্যং বাহ্যপূজা যথেচ্ছয়া।
ভোজনস্য বিধানং যৎ তচ্ছৃণুষ্ব প্রিয়ংবদে ॥ ৩
মূলাধারে তু যা শক্তির্ভুজগাকাররূপিণী।
জীবাত্মা পরমেশানি! তন্মধ্যে বর্ত্ততে সদা ॥ ৪
ভোজনেচ্ছা ভবেৎ তস্মান্নির্লিপ্তো জীবসংজ্ঞকঃ।
সৈব সাক্ষাদ্ গুণময়ী নির্গুণো জীব উচ্যতে ॥ ৫
জীবস্য ভোজনং দেবি ভ্রান্তিরেব ন সংশয়ঃ।
গুণযুক্তা কুণ্ডলিনী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ৬

দেবী বলিলেন—হে নাথ! সর্ব্বত্রই শোনা যায় যে, ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি হইয়া থাকে। হে যোগিবর! ভোগের দ্বারা মুক্তি লাভ করে এ কথা আপনি কি করিয়া বলেন? ১

শঙ্কর বলিলেন—ভোগ দ্বারা যোগ লাভ করা যায়, কুলাচারীরা ভোগের দ্বারাই সাধনা করেন (অথবা ভোগের দ্বারাই বংশরক্ষা হয়।) ভোগের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ২

সুতরাং সর্ব্বদা ভোগ করা কর্ত্তব্য। তৎসহ ইচ্ছানুরূপ বাহ্য পূজা করিবে। ভোগ করিবার যেরূপ বিধান তাহা শ্রবণ কর। ৩

হে পরমেশ্বরি! মূলাধারে ভুজগাকারা যে কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন, জীবাত্মা সর্ব্বদা তাহার মধ্যেই অবস্থিত। তাহা হইতেই ভোজনের ইচ্ছা হইয়া থাকে, জীব এ বিষয়ে নির্লিপ্ত। সেই কুণ্ডলিনীই সাক্ষাৎ ত্রিগুণাত্মিকা, জীব নির্গুণ। ৪-৫

১। কর্ম্মোপাদানেঽপি ভাবে শিষ্টপ্রয়োগঃ সোঢ়ব্যঃ।

মূলাধারাচ্চ তাং দেবীমাজিহ্বান্তং বিভাবয়েৎ।
শোধিতান্ মৎস্যমাংসাদীন্ সম্মুখে স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥ ৭
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য জুহোমি কুণ্ডলীমুখে।
অনেন মনুনা দেবি প্রতিগ্রাসং সমাহরেৎ ॥ ৮
প্রতিগ্রাসে পরেশানি এবং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
তদৈব ব্রহ্মরূপোঽহংসৌ সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি ॥ ৯
ভুজ্যতে কুণ্ডলী দেবী ইতি চিন্তাপরো হি যঃ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জ্ঞানসিদ্ধির্ন চান্যথা ॥ ১০
এবং কৃতে ব্রহ্মরূপঃ শিবরূপঃ স্বয়ং হরিঃ।
যোগসিদ্ধির্ভবেত্তস্য চাষ্টসিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ১১
শত্রুভির্দীয়তে যৎ তু কৃত্রিমং দারুণং বিষম্।
ভক্ষণাৎ তৎক্ষণে দেবি হ্যমৃতং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২
মন্ত্রেণ শোধিতং দ্রব্যং ভক্ষণাদমৃতং ভবেৎ।
যদৈব কালকূটন্তু সমুদ্রমথনে প্রিয়ে ॥ ১৩
তদা চানেন মনুনা তৎক্ষণাৎ খাদিতং ময়া ॥ ১৪

হে দেবি! জীব ভোগ করে ইহা ভ্রান্তি মাত্র। তাহাতে সন্দেহ নাই। চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা এই কুণ্ডলিনীই গুণত্রয়োপেতা। ৬

জ্ঞানী ব্যক্তি মূলাধার হইতে জিহ্বার প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই কুণ্ডলিনী দেবীকে চিন্তা করিবেন এবং শোধিত মৎস্য মাংসাদি তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিবেন। ৭

মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'জুহোমি কুণ্ডলীমুখে' ('কুণ্ডলিনীর মুখে আহুতি দান করিতেছি') এই মন্ত্রে প্রতিটী গ্রাস আহার করিবে। হে পরমেশ্বরি! প্রতিগ্রাস এইরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইবে। ইহা অতি সত্য। ৮-৯

কুণ্ডলিনী দেবীই ভোগ করিতেছেন—এই চিন্তা যিনি করিতে পারেন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি ও জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না। ১০

এইরূপ করিলে সে ব্যক্তি স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ হইবে। তাহার যোগসিদ্ধি হইবে এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে। ১১

শত্রুগণ যে দারুণ বিষ প্রস্তুত করিয়া দেয়, ভক্ষণ করিলে তাহাও তৎক্ষণাৎ অমৃত হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। ১২

সর্পাকারা কুণ্ডলিনী যা দেবী পরমা কলা।
ভুজ্যতে সর্পরূপেণ তত্রৈব দারুণং বিষম্ ॥ ১৫
ইতি তে কথিতং কান্তে ভোজনস্য বিধানকম্।
এতৎ সর্ব্বং মহেশানি গোপ্তব্যং পশুসংকটে ॥ ১৬

শ্রীদেব্যুবাচ—

শৃণু নাথ পরানন্দ পরাপরকুলাত্মক!
বদ মে পরমেশান হোমকুণ্ডং তু কীদৃশম্ ॥ ১৭

শ্রীশিব উবাচ—

মণিপুরস্য বাহ্যে তু নাভিপদ্মং মনোহরম্।
অষ্টপত্রং তথা বৃত্তং তন্মধ্যে কুণ্ডদুর্লভম্ ॥ ১৮
চতুরস্রাদিকং দেবি তৎকুণ্ডং কামরূপকম্।
সর্ব্বকুণ্ডস্য দেবেশি বিপ্রঃ কর্ত্তা বিধীয়তে ॥ ১৯
বর্ত্তুলং বাহুজাতস্য বৈশ্যস্য চার্দ্ধচন্দ্রকম্ ॥ ২০
ত্রিকোণং পাদজাতস্য হোমকুণ্ডং সুরেশ্বরি।
এবং কুণ্ডং মহেশানি নালত্রয়বিভূষিতম্ ॥ ২১

মন্ত্রদ্বারা শোধিত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে তাহা অমৃতস্বরূপ হয়। হে প্রিয়ে! সমুদ্রমন্থনকালে কালকূট বিষ এই মন্ত্রদ্বারাই আমি তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিয়াছিলাম। পরমকলাস্বরূপা যে সর্পাকারা কুণ্ডলিনী দেবী ভোগ করেন, সর্পরূপে তাঁহার মধ্যেই দারুণ বিষ রহিয়াছে। ১৩-১৫

হে প্রিয়ে! এই ভোজনের বিধান তোমাকে বলিলাম। পশুসমাজে ইহা গোপন করিবে। ১৬

দেবী বলিলেন—হে নাথ! হে পরাপর-কুলরূপী পরমানন্দময় পরমেশ্বর! আপনি যে হোমের কথা বলিলেন সেই হোমের কুণ্ড কিরূপ তাহা বলুন। ১৭

মহাদেব বলিলেন—মণিপূরের বহির্ভাগে যে মনোরম অষ্টপত্র ও বৃত্তযুক্ত নাভিপদ্ম রহিয়াছে তাহার মধ্যেই সেই দুর্লভ কুণ্ড রহিয়াছে। ১৮

হে দেবি! সেই কুণ্ড ইচ্ছামত চতুরস্রাদিরূপ ধারণ করিয়া থাকে। হে সুরেশ্বরি! ব্রাহ্মণ সমস্ত কুণ্ডেই হোমকর্ত্তারূপে বিহিত। ক্ষত্রিয়ের বর্ত্তুলাকার ও বৈশ্যের অর্দ্ধচন্দ্রাকার কুণ্ড বিহিত এবং শূদ্রের ত্রিকোণাকার হোমকুণ্ড

ঊর্দ্ধনালং সহস্রারে পরামৃতবিভূষিতম্।
মধ্যনালং নাভিপদ্মে মূলাধারে চ সুন্দরি ॥ ২২
আলিঙ্গাগ্রমধোনালং সদানন্দময়ং শিবে।
হোমকুণ্ডমিদং দেবি সর্ব্বতন্ত্রে পরিষ্কৃতম্ ॥ ২৩
যেন হোমপ্রসাদেন সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
বিপ্রস্য চাহুতির্হোমং বিজ্ঞাতব্যং চতুষ্টয়ম্ ॥ ২৪
ক্ষত্রিয়স্য ত্রয়ং দেবি বৈশ্যস্য চাহুতিদ্বয়ম্।
শূদ্রস্যৈকাহুতির্দেবি মুক্তিশ্চাপি চতুর্ব্বিধা ॥ ২৫
মহামোক্ষং ব্রাহ্মণস্য সাযুজ্যং ক্ষত্রিয়স্য চ।
সারূপ্যং চোরুজাতস্য সালোক্যং শূদ্রজাতিষু ॥ ২৬
বাহ্যকুণ্ডং বাহ্যহোমে এবং হি সুরবন্দিতে।
জাতিভেদে কুণ্ডভেদং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ২৭
বাহ্যহোমে কাম্যসিদ্ধি র্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
জ্ঞানহোমে মোক্ষসিদ্ধির্লভ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮

বিহিত। হে মহেশ্বরি! এইরূপ কুণ্ডই সেখানে তিনটী নাড়ী দ্বারা অলংকৃত হইয়া রহিয়াছে। ১৯-২১

হে সুন্দরি! ঊর্দ্ধনাড়ীটি পরমামৃতপূর্ণ হইয়া সহস্রারে পৌঁছিয়াছে, মধ্যনাড়ীটি নাভিপদ্ম পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং নিম্ন নাড়ীটি মূলাধারে লিঙ্গপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং উহা সর্ব্বদা আনন্দময়। হে দেবি! এই হোমকুণ্ড সমস্ত তন্ত্রেই পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে—যে হোমের প্রসাদে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইতে পারা যায়। হে দেবি! ব্রাহ্মণের হোম চতুরাহুতি যুক্ত, ক্ষত্রিয়ের আহুতিত্রয় ও বৈশ্যের আহুতিদ্বয় এবং শূদ্রের একাহুতি বিহিত। মুক্তিও চারি প্রকার। ব্রাহ্মণের মহামুক্তি, ক্ষত্রিয়ের সাযুজ্য মুক্তি, বৈশ্যের সারূপ্য ও শূদ্রদিগের সালোক্য মুক্তি। ২২-২৬

হে সুরবন্দিতে! বাহ্য হোমে বাহ্য কুণ্ডের প্রকার এইরূপ। উত্তম সাধক জাতিভেদে কুণ্ডভেদ করিবেন। ২৭

বাহ্যহোমে, কাম্য কর্ম্মের সিদ্ধি হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই, জ্ঞানময় হোমে মোক্ষসিদ্ধি লাভ হইবে, ইহাতেও সংশয় নাই। ২৮

ইতি তে কথিতং কান্তে তন্ত্রাণাং সারমুত্তমম্ ।
ন বক্তব্যং পশোরগ্রে শপথো মে ত্বয়ি প্রিয়ে ॥ ২৯

শ্রীদেব্যুবাচ—

মদ্যপানে মহাপুণ্যং সর্ব্বতন্ত্রে শ্রুতং ময়া ।
জাতিভেদং ন কথিতমিদানীং তৎ প্রকাশয় ॥ ৩০

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

সর্ব্বযজ্ঞাধিপো বিপ্রঃ সংশয়ো নাস্তি পার্ব্বতি ।
সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে চত্বারো ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৩১
ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষং মদ্যপানে প্রিয়ংবদে ।
ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি যদি পানাদিকং চরেৎ ॥ ৩২
তৎক্ষণাচ্ছিবরূপোঽহসৌ সত্যং সত্যং হি শৈলজে ॥ ৩৩
তোয়ে তৌয়ং যথা লীনং যথা তেজসি তৈজসম্ ।
ঘটে ভগ্নে যথাকাশং বায়ৌ বায়ুর্যথা প্রিয়ে ॥ ৩৪
তথৈব মদ্যপানেন ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণি প্রিয়ে ।
লীয়তে নাত্র সন্দেহো পরমাত্মনি শৈলজে ॥ ৩৫

হে প্রিয়ে! তোমাকে তন্ত্রসমূহের এই উত্তম সারকথা বলিলাম। পশুভাবের সাধকগণের নিকট ইহা বলিবে না, তোমার প্রতি আমার দিব্য রহিল। ২৯

দেবী বলিলেন—মদ্যপানে মহাপুণ্য হয়, একথা আমি সর্ব্বতন্ত্রে শুনিয়াছি। জাতিভেদের কথা বলেন নাই, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করুন। ৩০

শঙ্কর বলিলেন—হে পার্ব্বতি! সমস্ত যজ্ঞেই ব্রাহ্মণের আধিপত্য বা অধিকার আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সৌত্রামণী যাগে ও কৌলিক আচারে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতিই অধিকারী। ৩১

মদ্যপানে ব্রাহ্মণের মহামুক্তি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যদি পানাদি আচরণ করে তবে তৎক্ষণাৎ সে শিবরূপে পরিণত হয় ইহা অতি সত্য কথা। ৩২-৩৩

জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, অগ্নি যেমন অগ্নিতে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, ঘট ভগ্ন হইলে আকাশ যেমন আকাশে মিশিয়া যায়, মদ্যপানে ব্রাহ্মণ তেমনি ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩৪-৩৫

সাযুজ্যাদি মহামোক্ষং নিযুক্তং ক্ষত্রিয়াদিষু ।
সা নারী মানবী মদ্যপানে দেবী ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬
সূক্ষ্মসূত্রে যথা বহ্নির্দেহমধ্যে [১]তথা শিবা ।
তপোরূপং বৃহৎ সূত্রং পূজারূপং তথা হবিঃ ॥ ৩৭
সংযুক্তং কারয়েদত্র বর্দ্ধমানো মহাঙ্কুশঃ ।
মদ্যপানং বিনা দেবি তজ্‌জ্ঞানং ন হি লভ্যতে ॥ ৩৮
অতএব হি বিপ্রেণ মদ্যপানং সদাচরেৎ[২] ॥
[৩]বেদমাতাজপেনৈব ব্রাহ্মণো নহি শৈলজে ।
ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৩৯
বেদানামমৃতং ব্রহ্ম তদিয়ং কৌলিকী সুরা ।
সুরত্বং ভোগমাত্রেণ সুরা তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪০
মন্ত্রত্রয়ং সদা পাঠ্যং ব্রহ্মশাপাদমোচনম্ ।
প্রকুর্য্যাত্তু দ্বিজেনৈব তদা ব্রহ্মময়ী সুরা ॥ ৪১

মদ্যপানে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির সাযুজ্যাদি মুক্তি হইয়া থাকে। মানবী মদ্যপান করিলে দেবী হইয়া যায় ইহাতে সংশয় নাই। ৩৬

সূক্ষ্মসূত্রে সংযুক্ত বহ্নি যেমন সূক্ষ্মাকারে থাকে দেহমধ্যে পরাশক্তি সেইরূপ অবস্থিত। তপস্যা বৃহৎ সূত্রস্বরূপ, পূজা হবিঃস্বরূপ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মহাঙ্কুশ ইহাদের সংযোগসাধক। মদ্যপান ব্যতিরেকে সেই জ্ঞানের উদয় হয় না। অতএব ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মদ্যপান সদাচার, উহা করিতে পারা যায়। ৩৭-৩৮

হে পার্ব্বতি! গায়ত্রী জপ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখনই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ৩৯

বেদসিন্ধু মন্থনোদ্ধৃত অমৃত ব্রহ্ম, কুলাচারপরায়ণ সাধকদিগের এই সুরা ব্রহ্ম। ইহা ভোগ করামাত্র সুরত্ব লাভ হয়, সেইজন্যই ইহা সুরা নামে খ্যাত। ৪০

১। 'যথা শিবঃ' ইতি পাঠান্তরম্।

২। বিপ্রেণ মদ্যপানং বিপ্রকর্ত্তৃকং যন্মদ্যপানং তৎ সদুত্তমম্ অতএব আচরেৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কৌলো বিপ্র ইতি শেষঃ।

৩। আবশ্যোঽহয়ং মাতা-শব্দঃ। বিশ্বেশ্বরাং বিশ্বমাতামিতিবৎ।

হবিরারোপনাত্রেণ বহ্নির্দীপ্তো যথা ভবেৎ।
শাপমোচনমাত্রেণ সুরা মুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ৪২
অতএব হি-দেবেশি ব্রাহ্মণঃ পানমাচরেৎ।
স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ ॥ ৪৩
বহু কিং কথ্যতে দেবি স এব ত্রিগুণাত্মকঃ ॥ ৪৪
মুক্তিমার্গমিদং দেবি গোপ্তব্যং পশুসঙ্কটে।
প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যান্নিন্দনীয়ো ন চান্যথা ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরগৌরীসংবাদে
তৃতীয় পটলঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্ম শাপাদি বিমোচনের মন্ত্র তিনটী সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের দ্বারা পাঠ্য। তাহা করিবে, তখন সুরা ব্রহ্মময়ী হইবে। ৪১

ঘৃত প্রক্ষেপ করামাত্রই অগ্নি যেমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে শাপমোচন করা-মাত্রই সুরা সেইরূপ মুক্তিপ্রদায়িনী হয়। ৪২

হে সুরেশ্বরি! এই জন্যই ব্রাহ্মণ ইহা পান করিবে। সে ব্রহ্মজ্ঞ সে বেদজ্ঞ সে অগ্নিহোত্রী সে দীক্ষিত, অধিক কি বলিব, সে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের সমষ্টি বা মিলনক্ষেত্র। ৪৩-৪৪

হে দেবি! মুক্তির এই পথটী পশুদিগের (পশ্বাচারীদিগের) নিকট গোপনীয়। প্রকাশ করিলে কার্য্যহানি হয়, নিন্দনীয় হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ৪৫

হর-গৌরীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের তৃতীয়পটল সমাপ্ত। ৩

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

কারণেন মহামোক্ষং নির্মাল্যেন শিবস্য চ।
শ্রুতং বেদে পুরাণে চ তব বক্ত্রে সুরেশ্বর ॥ ১
অগ্রাহ্যং তব নির্মাল্যমগ্রাহ্যং কারণং বিভো।
মৃষা বাক্যং মহাদেব কথং বদসি যোগভৃৎ ॥ ২

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তৎ তৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় ॥ ৩
চতুরশীতিলক্ষেষু যোনিগর্ত্তে তথৈব হি।
ভ্রমণং কুরুতে জীবস্ততো মোক্ষস্য ভাজনম্ ॥ ৪
এতন্মধ্যে মহাজ্ঞানং যদি স্যাদ্ বীরবন্দিতে।
তদা মোক্ষমবাপ্নোতি ভ্রমণং কেন বা ভবেৎ ॥ ৫
অতএব মহেশানি গুপ্তভাবং ময়া কৃতম্।
যস্য জন্ম ন পূর্ণত্বং স কথং মোক্ষভাজনম্ ॥ ৬

শ্রীচণ্ডিকা বলিলেন—হে সুরেশ্বর। শিবনির্ম্মাল্যভূত মদ্য দ্বারা [অথবা মদ্য দ্বারা ও শিবনির্ম্মাল্য দ্বারা] মহামুক্তিলাভ হয় ইহা শুনিলাম। আবার বেদে, পুরাণে ও আপনার মুখে শুনিয়াছি যে শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণযোগ্য নহে, মদ্যও অগ্রাহ্য। হে প্রভু! আপনি যোগী হইয়া মিথ্যাকথা বলিতেছেন কেন? ১-২

শঙ্কর বলিলেন—হে দেবি! শোন, বলিতেছি। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহার সমস্তই বলিব। অবহিত হইয়া অবধারণ কর। ৩

জীব ৮৪ (চুরাশি) লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মুক্তিলাভের যোগ্য হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে যদি মহাজ্ঞান লাভ হইয়া যায় তবে ত মুক্তি হইয়া যাইবে, ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ হইবে কি করিয়া? ৪-৫

হে মহেশ্বরি। এইজন্যই আমি গোপন করিয়াছি। যাহার জন্ম [-সংখ্যা] পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, সে কি করিয়া মোক্ষাধিকারী হইবে। ৬

যস্য পাপাধিকং দেবি স কথং স্বর্গভাজনম্।
অতএব মহেশানি গুপ্তভাবং ময়া কৃতম্।
নির্মাল্যেন ভবেৎ স্বর্গং নির্ব্বাণং সুরয়া ভবেৎ॥ ৭
পাপযুক্তো হি চাণ্ডালো নির্মাল্যং গৃহ্যতে যদা।
তদা মোক্ষমবাপ্নোতি শিবরূপী ন চান্যথা॥ ৮
মহাপাতকযুক্তোঽপি কারণং প্রপিবেদ্ যদি।
জ্ঞানান্মুক্তির্ভবেৎ সত্যং জাতিভেদাদিকং ন হি॥ ৯
সর্ব্বজাতিষু নির্ব্বাণং জ্ঞানেন পরমেশ্বরি।
অতএব মহেশানি গুপ্তভাবং ময়া কৃতম্॥ ১০
গুপ্তভাবার্থং যদ্ বাক্যং পরিহাসার্থমেব চ।
তদর্থমেব তদ্ বাক্যং ন মিথ্যা পরমেশ্বরি॥ ১১
নির্ব্বাণবিষয়ে দেবি মদ্যং পরমকারণম্।
মদ্যপানং বিনা দেবি মহামোক্ষো ন লভ্যতে॥ ১২

হে দেবি! যাহার পাপ অধিক সে কিরূপে স্বর্গ লাভের যোগ্য হইবে? এই জন্যই আমি গুপ্তভাব অবলম্বন করিয়াছি। নির্মাল্য দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, সুরাপানে মুক্তি হইয়া থাকে। ৭

নির্মাল্য যদি গৃহীত হয় তবে পাপিষ্ঠ চণ্ডালও মুক্তিলাভ করিবে, শিবরূপী হইবে, অন্যথা হইবে না। ৮

মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিও যদি মদ্য পান করে তবে জ্ঞানপ্রভাবে সত্যই মুক্তি লাভ করে, ইহাতে জাতিভেদাদি নাই। [ইহার প্রচ্ছন্নার্থ এরূপ হইতে পারে যে, যদি মদ পান করে তবে মহাপাতকগ্রস্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত। জ্ঞান হইতে মুক্তি হইয়া থাকে ইহা সত্য। তাহাতে জাতিভেদ নাই]। ৯

হে পরমেশ্বরি! সমস্ত জাতিতে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে। এই জন্য আমি গুপ্তভাব অবলম্বন করিয়াছি। ১০

হে পরমেশ্বরি! গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এবং পরিহাসের জন্য যে বাক্য বলা হয় গোপনীয়তাই সেই বাক্যের অর্থ সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে। ১১

হে দেবি! মোক্ষবিষয়ে মদ্য পরম কারণ। মদ্যপান ব্যতিরেকে মহামোক্ষ লাভ করা যায় না। ১২

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

গঙ্গায়াং জ্ঞানতো মোক্ষং তথৈব ম্রিয়তে যদি।
গঙ্গায়াশ্চাধিকং নাথ কারণং [১]দেবদুর্ল্লভম্॥ ১৩

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

পূর্ণব্রহ্মময়ী দেবি! সুরাদেবী ন চান্যথা।
তস্যাশ্চ ষোড়শাংশৈকা যা গঙ্গা সুরপূজিতা॥ ১৪
তথৈব তুলসীদেবী শতাংশৈকা সুরেশ্বরি।
বিমোক্ষার্থী চ যো মর্ত্ত্যস্তীর্থসেবাং ন চাচরেৎ॥ ১৫
যথৈব মালিকামধ্যে মহাশঙ্খং বিমোক্ষদম্।
তথৈব কারণং দেবি সদা মোক্ষপ্রদায়কম্॥ ১৬
কারণেন বিনা দেবি মোক্ষজ্ঞানাদিকং নহি।
মহাশঙ্খং বিনা দেবি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ॥ ১৭
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ী মালা মহাশঙ্খাখ্যয়া পুনঃ।
শিলাযন্ত্রে চ বৃন্দায়াং গঙ্গায়াং সুরপূজিতে।
নৈব স্পৃশেন্মহাশঙ্খং স্পর্শনাৎ কাষ্ঠবদ্ ভবেৎ॥ ১৮

চণ্ডিকা বলিলেন—হে নাথ! গঙ্গাতে জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হয়, যদি জ্ঞান-পূর্ব্বক মৃত্যু হয় তবেই। দেবদুর্লভ কারণ অর্থাৎ মদ্য গঙ্গা অপেক্ষাও অধিক। [গঙ্গা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ, ইহা দুর্লভ এরূপ অর্থও হইতে পারে]। ১৩

মহাদেব বলিলেন—হে দেবি! সুরাদেবী পূর্ণব্রহ্মময়ী, সুরগণের পূজিতা যে গঙ্গা, তাহা সুরার ষোড়শভাগের একভাগের সমান। ১৪

সেইরূপ তুলসী দেবীও উহার শতাংশের এক অংশের সমান। যে-ব্যক্তি মোক্ষপ্রার্থী তাহার তীর্থসেবারও প্রয়োজন নাই ১৫

মালার মধ্যে যেমন মহাশঙ্খের মালা মুক্তিপ্রদ, সেইরূপ মদ্যও সর্ব্বদা মুক্তি-দায়ক। ১৬

হে দেবি। মদ্য ব্যতিরেকে মুক্তি ও তদুপযোগী জ্ঞানাদি লাভ হয় না। মহাশঙ্খ ব্যতিরেকে মন্ত্রও সিদ্ধিদায়ক হয় না। ১৭

মহাশঙ্খাখ্য মালা সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী। শালগ্রাম, তুলসী ও গঙ্গাতে ঐ মালা স্পর্শ করাইবে না। স্পর্শ করাইলে কাষ্ঠের ন্যায় হইবে। ১৮

১। পরদুর্ল্লভম্—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

গঙ্গা তু কারণং বারি মদ্যং পরমকারণম্ ।
কারণস্পর্শমাত্রেণ মালাঃ শুদ্ধা ভবন্তি হি ॥ ১৯
গঙ্গাস্পর্শেন দেবেশ কাষ্ঠবন্মালিকা কথম্ ।
বদ মে পরমেশান ইতি মে সংশয়ো হৃদি ॥ ২০

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

কারণং দেবদেবেশি মোক্ষদং সর্ব্বজাতিষু ।
তথা স্বর্গাদিজনকং গঙ্গাতোয়ং ন সংশয়ঃ ॥ ২১
কারণে নিবসেদ্ দেবি মহাকালী পরা কলা ।
মহাবিদ্যা বসেন্নিত্যং সুরায়াং পরমেশ্বরি ॥ ২২
মহাশঙ্খে বসেন্নিত্যং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী ।
মহাবিদ্যা বসেন্নিত্যং মহাশঙ্খে চ সর্ব্বদা ॥ ২৩
গঙ্গাস্পর্শনমাত্রেণ গঙ্গায়াং লীয়তে প্রিয়ে ।
কাষ্ঠস্পর্শনমাত্রেণ কাষ্ঠে বহ্নিস্তৃণে যথা ॥ ২৪
গঙ্গাস্পর্শে তথা দেবি গঙ্গায়াং লীয়তে প্রিয়ে ।
তৎক্ষণে চ মহাশঙ্খঃ কাষ্ঠবন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫
শিলাযন্ত্রে তুলস্যাদৌ তথৈব পরমেশ্বরি ॥ ২৬

দেবী বলিলেন—হে পরমেশ্বর! গঙ্গা ও মদ্য দুইই ত জলময়। মদ্য পরম কারণ, যেহেতু তাহার স্পর্শমাত্রেই মালাসমূহ বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু গঙ্গাস্পর্শে মালা কাষ্ঠবৎ হয় কেন, ইহা বলুন, আমার মনে এই সন্দেহ হইতেছে। ১৯-২০

শঙ্কর বলিলেন—কারণ সর্ব্বজাতিতে মোক্ষপ্রদ এবং গঙ্গাজল স্বর্গাদিজনক, ইহাতে সংশয় নাই। কারণাখ্য মদ্যমধ্যে পরমকলারূপিণী মহাবিদ্যা মহাকালী নিয়ত অবস্থান করেন। পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী সেই মহাবিদ্যাই মহাশঙ্খেও সর্ব্বদা অবস্থান করেন। ২২-২৩

গঙ্গার সহিত সংস্পর্শ ঘটিলে সেই মহাবিদ্যা গঙ্গাতে বিলীন হইয়া যান। যেমন তৃণস্থ বহ্নি কাষ্ঠ স্পর্শমাত্রেই কাষ্ঠে সংক্রমিত হইয়া যায়, সেইরূপ গঙ্গার সহিত সংস্পর্শে গঙ্গাতেই তাহার বিলয় ঘটে এবং মহাশঙ্খ তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠবৎ হইয়া যায়। শালগ্রাম শিলা ও তুলসীতেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। ২৪-২৬

মহাশঙ্খাখ্যমালায়াং যো জপেৎ সাধকোত্তমঃ ।
অষ্টসিদ্ধিঃ করে তস্য স এব শম্ভুরব্যয়ঃ ।
মৌলৌ গঙ্গা স্থিতা যস্য গঙ্গাস্নানেন তস্য কিম্ ॥ ২৭
বারাণসী কামরূপং হরিদ্বারং প্রয়াগকম্ ।
গণ্ডকীং বদরিকাং দেবি গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্ ॥ ২৮
যস্য ভক্তির্মহাশঙ্খে তস্য দর্শনমাত্রতঃ ।
তীর্থস্নানফলং সর্ব্বং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯
ইতি তে কথিতং কান্তে সর্ব্বং পরমদুর্লভম্ ।
ন বক্তব্যং পশোরগ্রে প্রাণান্তে পরমেশ্বরি ॥ ৩০

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরগৌরী-সংবাদে
চতুর্থঃ পটলঃ ॥ ৪ ॥

যে মহাসাধক মহাশঙ্খ-মালায় জপ করেন অষ্টসিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত। তিনি সাক্ষাৎ শঙ্করস্বরূপ। মস্তকে যাঁহার গঙ্গা আছে তাঁহার গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন কি। ২৭

মহাশঙ্খের প্রতি যাহার ভক্তি আছে, তাহাকে দেখিলেই কাশী, কামাখ্যা, প্রয়াগ, হরিদ্বার, গণ্ডকী, বদরিকা, গঙ্গাসাগরসঙ্গম সমস্ত তীর্থস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে। ২৮-২৯

হে প্রিয়ে! তোমার নিকট এই সমস্ত পরম দুর্ল্লভ তত্ত্ব বলিলাম। ইহা প্রাণান্তেও পশ্বাচারীদের নিকট বলিবে না। ৩০

হর-গৌরীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের চতুর্থ পটল সমাপ্ত। ৪

পঞ্চমঃ পটলঃ

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

পারদং ভস্মনির্মাণং কেনোপায়েন শঙ্কর ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি ॥ ১

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

পারদে ভস্মনির্মাণে নানাবিঘ্নানি পার্ব্বতি ।
অতএব হি তত্রাদৌ শান্তিং কুর্য্যাদ্ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২
বরয়েৎ কর্ম্মকর্ত্তারং বক্ষ্যমাণবিধানতঃ ।
পূজয়েৎ ষোড়শং লিঙ্গং পার্থিবং পর্ব্বতাত্মজে ॥ ৩
ষোড়শেনোপচারেণ তোড়লোক্ত-বিধানতঃ ।
ভোগযোগ্যং প্রদাতব্যং মধুপর্কং সুরেশ্বরি ॥ ৪
পঞ্চামৃতেন দেবেশং স্নাপয়েচ্ছুদ্ধবারিণা ।
পুরুষস্য যথাযোগ্যং যুগ্মবস্ত্রং নিবেদয়েৎ ॥ ৫
চতুরঙ্গুলিবিস্তারং রৌপ্যনির্মাণপীঠকম্ ।
অলংকারং যথাযোগ্যং পুরুষস্য নিবেদয়েৎ ॥ ৬
অলক্তকযুতং বাপি দ[illegible]ন্মলয়[illegible]ং শিবে ।
ষড়ঙ্গধূপং দেবেশি প্রদদ্যাচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭

দেবী চণ্ডিকা বলিলেন—হে শঙ্কর! আমার প্রতি যদি আপনার কৃপা থাকে তবে কি উপায়ে পারদের ভস্ম নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

শঙ্কর বলিলেন—পার্ব্বতি। পারদভস্ম নির্ম্মাণে নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। এজন্য তাহার পূর্ব্বেই উত্তম ব্রাহ্মণ দ্বারা শান্তিকার্য্য করিতে হয়। ২

কর্ম্মকর্ত্তা ব্রাহ্মণকে বক্ষ্যমাণ বিধানমত বরণ করিবে। ষোড়শটি পার্থিব শিবলিঙ্গের ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ভোগযোগ্য মধুপর্ক প্রদান করিবে। ৩-৪

পঞ্চামৃত ও শুদ্ধ বারিদ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইবে। পুরুষের পরিধান-যোগ্য বস্ত্রযুগল নিবেদন করিবে। চারি অঙ্গুলি পরিমিত রজতাসন এবং পুরুষের পরিধানযোগ্য অলংকার প্রদান করিবে। ৫-৬

ঘৃতযুক্তং তথা দীপং দদ্যাৎ কল্যাণহেতবে ।
নৈবেদ্যং বিবিধং রম্যং নানাফলসমন্বিতম্ ॥ ৮
শর্করাসংযুতং কৃত্বা পায়সং বিনিবেদয়েৎ ।
দদ্যাৎ তোয়ং মহেশানি বিজয়াসংযুতং প্রিয়ে ॥ ৯
ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং গজান্তকসহস্রকম্ ।
প্রজপেৎ সাধকশ্রেষ্ঠস্ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১০
অথবা পরমেশানি ধনদাং ধনদায়িনীম্ ।
পূজয়েদ্ বহুযত্নেন ষোড়শেনোপচারতঃ ॥ ১১
দ্বাদশাহং যজেদ্ ধীমান্ দিক্‌সহস্রং ততো জপেৎ ।
তদ্দশাংশং মহেশানি হোমং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ১২
হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ ।
যদি প্রীতা ভবেৎ সা হি তদা কিং বা ন সিধ্যতি ॥ ১৩
প্রত্যহং পরমেশানি কুবেরো দীয়তে বসু ।
ভস্মনির্ম্মাণকং দেবি! বিচিত্রং তস্য কিং শিবে ॥ ১৪
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ যথাবিভববিস্তরৈঃ ।
ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫

চন্দন ও অলক্তক দান করিবে এবং পুনঃপুনঃ ষড়ঙ্গ ধূপ ও কল্যাণার্থে ঘৃত-যুক্ত দীপ দান করিবে। নানাফলযুক্ত রমণীয় বিবিধ নৈবেদ্য, শর্করাযুক্ত পায়স ও সিদ্ধিসংযুক্ত জল নিবেদন করিবে। ৭-৯

অনন্তর ষড়ক্ষর মহামন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র [অথবা অষ্টাবিংশতি সহস্র] সংখ্যক জপ করিবে। এইরূপ করিলে উত্তম সাধক নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ১০

হে পরমেশ্বরি! অথবা অতিশয় যত্ন সহকারে ধনদায়িনী ধনদাদেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত পূজা করিয়া অনন্তর দশ হাজার ধনদামন্ত্র জপ করিবে এবং তাহার দশাংশ সংখ্যক হোম করিবে। হোম করিতে অসমর্থ হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। যদি ধনদা দেবী প্রসন্না হন তবে কোন্ কার্য্যই বা সিদ্ধ না হয়। ১১-১৩

প্রতিদিন কুবের তাহাকে ধনদান করিবেন। পারদভস্ম নির্ম্মাণ করা তাহার পক্ষে আর বিচিত্র কি? বিভবানুসারে গুরুকে প্রচুর দক্ষিণা দান

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

বিধানং দেবদেবেশ ভস্মনির্ম্মাণকর্মণি।
সকৃৎ কৃতে যেন রূপেণ ভস্মসাজ্জায়তে বিভো॥ ১৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

আনীয় পারদং দেবি! স্থাপয়েৎ প্রস্তরোপরি।
তস্যোপরি জপেন্মন্ত্রং সর্ব্ববন্দ্যনবাত্মকম্॥ ১৭
সাষ্টং সহস্রং দেবেশি প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
স্বয়ম্ভুপুষ্পসংযুক্তে বস্ত্রে চারুণসন্নিভে॥ ১৮
সংস্থাপ্য পারদং দেবি মৃৎপাত্রযুগলে শিবে।
পুষ্পযুক্তেন সূত্রেণ বধ্নীয়াদ্ বহুযত্নতঃ॥ ১৯
মৃত্তিকয়া চ রজসা ধান্যস্য পরমেশ্বরি।
লেপয়েদ্ বহুযত্নেন রৌদ্রে শুষ্কং চ কারয়েৎ॥ ২০
পুনশ্চ লেপয়েদ্ ধীমান্ ততো বহ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ।
অষ্টমী-নবমী-রাত্রৌ ক্ষিপেন্নৈব সুরেশ্বরি॥ ২১
অথবা পরমেশানি মৃৎপাত্রে স্থাপয়েদ্রসম্।
বল্লীরসেন তদ্ দ্রব্যং শোধয়েৎ বহুযত্নতঃ॥ ২২

করিবে। মন্ত্রজপকারী ব্যক্তি তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ করিবে ইহাতে সংশয় করিবে না। ১৪-১৫

চণ্ডিকা দেবী বলিলেন—হে প্রভো! পারদ ভস্ম করিবার বিধান কি? যে প্রকারে একবার করিলেই পারদ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ১৬

শঙ্কর বলিলেন—হে দেবি! পারদ আনিয়া প্রস্তরোপরি স্থাপন করিবে। তদুপরি সকলের বন্দনীয় নবাক্ষরমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। পরে স্বয়ম্ভু পুষ্প-সংযুক্ত অরুণবর্ণ বস্ত্রে পারদ স্থাপন করিয়া দুইটি মৃৎপাত্রে ঐ পুষ্পযুক্ত সূত্রদ্বারা বহুযত্নে বন্ধন করিবে। ১৭-১৯

পরে উহা মাটি ও ধান্যের ধূলা দিয়া উত্তমরূপে লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং পুনরায় লেপন করিবে ও তৎপরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অষ্টমী ও নবমীর রাত্রিতে উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে না। ২০-২১

হে পরমেশ্বরি! অথবা মৃৎপাত্রে পারদ স্থাপন করিয়া উহা নাগবল্লীর রসে

ঘৃতনারীরসেনৈব তথৈব শোধনং চরেৎ।
এবং কৃতে তু গুটিকাং যদি স্যাদ্ দৃঢ়বন্ধনম্॥ ২৩
ধুস্তূরঞ্চ সমানীয় মধ্যে শূন্যং চ কারয়েৎ।
কৃষ্ণাখ্যতুলসীযোগে তথা ঘৃতকুমারিকা॥ ২৪
এবং কৃতে বহ্নিযোগে ভস্মসাজ্জায়তে কিল।
ভস্মযোগে ভবেৎ স্বর্ণং ধনদায়াঃ প্রসাদতঃ॥ ২৫
বিবর্ণং জায়তে দ্রব্যং যদি পূজাং ন চাচরেৎ॥ ২৬

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

স্বয়ম্ভু কীদৃশং নাথ কুণ্ডগোলস্ত কীদৃশম্?
স্বপুষ্পং কীদৃশং নাথ বজ্রপুষ্পং তু কীদৃশম্।
সর্ব্বকালোদ্ভবং নাথ কীদৃশং বদ শঙ্কর॥ ২৭

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

বিবাহরহিতা কন্যা প্রথমং পুষ্পসংযুতা।
তচ্ছোণিতং মহেশানি স্বয়ম্ভু নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৮
ভর্ত্তরি বিদ্যমানে তু যা কন্যা চান্যজা শিবে।
তদুদ্ভবং কুণ্ডপুষ্পং সর্ব্বকার্যার্থসাধকম্॥ ২৯
মৃতে ভর্ত্তরি দেবেশি যা কন্যা অন্যজা শিবে।
তদুদ্ভবং গোলপুষ্পং দেববশ্যকরং পরম্॥ ৩০

যত্নপূর্ব্বক শোধন করিবে। পরে ঘৃতকুমারীর রসে আবার শোধন করিবে। এরূপ করিলে যদি বেশ শক্ত গুটি বাঁধে তাহা হইলে ধুতুরার ফল আনিয়া তাহার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া কৃষ্ণতুলসী ও ঘৃতকুমারীর সহিত উহার মধ্যে অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ করিলে ভস্মীভূত হইবে। ঐ ভস্ম সংযোগ করিলে ধনদা দেবীর প্রসাদে স্বর্ণও হইতে পারে। যদি পূজা না করা হয় তবে ঐ দ্রব্য বিবর্ণ হইয়া যাইবে। ২২-২৬

চণ্ডিকা বলিলেন—হে নাথ! স্বয়ম্ভু পুষ্প কিরূপ? কুণ্ড পুষ্প, গোলপুষ্প, স্বপুষ্প, বজ্রপুষ্প ও সর্ব্বকালোদ্ভব পুষ্প কাহাকে বলে বলুন। ২৭

শঙ্কর বলিলেন—অবিবাহিতা কন্যার প্রথম পুষ্পদর্শনে অর্থাৎ প্রথম রজঃস্বলা বা ঋতুমতী হইলে সেই শোণিতকে স্বয়ম্ভু বলে। স্বামী বিদ্যমানে পরজাতা যে কন্যা তাহার পুষ্প কুণ্ডপুষ্প, ইহা সর্ব্বকার্য্যসাধক। স্বামীর মৃত্যুর পরে

বিবাহিতায়া কন্যায়াঃ প্রথমে ঋতুসম্ভবে।
তচ্ছোণিতং মহেশানি স্বপুষ্পং সর্ব্বমোহনম্ ॥ ৩১
বিবাহিতায়াঃ কন্যায়াঃ পুরুষস্য চ তাড়নাৎ।
যদি পুষ্পং সমুদ্ভূতং বজ্রং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩২
বিবাহিতায়াঃ কন্যায়াঃ প্রতিমাসে চ যদ্ ভবেৎ।
সর্ব্বকালোদ্ভবং পুষ্পং কথিতং বীরবন্দিতে ॥ ৩৩
সপ্তক্রোশং[১] বহ্নিমধ্যে স্থাপয়েদ্ বহুযত্নতঃ।
তত উত্থাপিতং দ্রব্যং স্বর্ণপাত্রে নিধায় চ ॥ ৩৪
প্রজপেৎ পরমেশানি প্রাসাদাখ্যং মহামনুম্।
ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রী নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ৩৫
এতন্মন্ত্রং মহেশানি গজান্তক-সহস্রকম্।
জপিত্বা পূজয়েৎ পশ্চাৎ পার্থিবং শিবলিঙ্গকম্ ॥ ৩৬
ততঃ পরীক্ষা কর্ত্তব্যা শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
শুদ্ধতাম্রং বহ্নিমধ্যে মৃৎপাত্রে তোলকং মিতম্ ॥ ৩৭
দ্রবীভূতে চ তাম্রে চ গুঞ্জামানং ক্ষিপেৎ যদি।
তৎক্ষণে পরমেশানি স্বর্ণং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮

অন্যজাতা যে কন্যা তাহার পুষ্প গোলপুষ্প। ইহা দেববশ্যকারক। বিবাহিতা কন্যার স্বাভাবিকভাবে প্রথম ঋতুদর্শনে সেই শোণিত স্বপুষ্প, ইহা সর্ব্বপ্রকার মোহন-কার্যের সাধক। বিবাহিতা কন্যার পুরুষের তাড়নার ফলে ঋতুদর্শন হইলে তাহা 'বজ্রপুষ্প' পদবাচ্য। বিবাহিতা কন্যার প্রতিমাসে স্বাভাবিক যে ঋতু হয় উহা সর্ব্বকালোদ্ভব পুষ্পরূপে কথিত। ২৮-৩৩

সপ্ত প্রহর যাবৎ বহ্নি মধ্যে উহা রাখিতে হইবে। পরে সেই দ্রব্য উত্তোলিত করিয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করতঃ প্রাসাদমন্ত্র (হৌঁ) জপ করিবে। তাহাতে মন্ত্র জপকারী ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিবে। আমার বাক্য অন্যথা হইবে না ॥ ৩৪-৩৫

এই মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্র (অথবা ২৮ হাজার) জপ করিয়া পরে পুনরায় পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা করিবে ॥ ৩৬

তারপর পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। পরীক্ষার প্রণালী শ্রবণ কর। বিশুদ্ধ

১। ক্রোশং প্রহরমিতি কস্মিংশ্চিৎ পুস্তকে টিপ্পণ্যামস্তি।

গুঞ্জাপ্রমাণং তদ্ দ্রব্যং ভোজনং কুরুতে যদি।
সর্ব্বরোগপরিত্যক্তো জায়তে মদনোপমঃ ॥
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য জায়তে চিরজীবিতা ॥ ৩৯
প্রত্যহং পরমেশানি শতনারীং রমেদ্ যদি।
বীর্য্যাদিরহিতং ন স্যাৎ তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্ ॥ ৪০
মরণং নৈব পশ্যামি যদি ব্যালযুতো ভবেৎ।
তস্য বিত্তং বিলোক্যৈব কুবেরোঽপি তিরস্কৃতঃ ॥ ৪১
গানেন তুম্বুরুঃ সাক্ষাদ্ দানেন বাসবো যথা।
মহেশ ইব যোগীন্দ্রো নির্ঋতিরিব দুর্দ্ধরঃ ॥ ৪২
মহাবলো মহাবীর্য্যো মহাসাহসিকঃ শুচিঃ।
মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশ্চ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতঃ।
বহু কিং কথ্যতে দেবি ! স এব গণনায়কঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরগৌরীসংবাদে
পঞ্চমঃ পটলঃ ॥ ৫ ॥

তাম্র এক তোলা মৃৎপাত্রে বহ্নিমধ্যে স্থাপন করিবে। ঐ তাম্র দ্রবীভূত হইলে (গলিয়া গেলে) ঐ তাম্র মধ্যে সেই দ্রব্য এক রতি পরিমাণে নিক্ষেপ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহা নিশ্চিত ॥ ৩৭-৩৮

যদি ঐ ভস্ম এক রতি পরিমাণ কেহ ভক্ষণ করে তবে তাহার কোন রোগ থাকিবে না। তাহার মদনের ন্যায় রূপলাবণ্য হইবে। মন্ত্রসিদ্ধি হইবে এবং সে ব্যক্তি চিরজীবী হইবে। প্রতিদিন শতনারী সংসর্গেও তাহার বল-বীর্য্যাদি অটুট থাকিবে। উহা অত্যন্ত তেজোবর্দ্ধক ॥ ৩৯-৪০

সাপের বিষেও তাহার মৃত্যু হইবে না। তাহার ধনৈশ্বর্য্যে কুবেরও পরাভূত হইবে। সঙ্গীতে সাক্ষাৎ তুম্বুরুস্বরূপ হইবে। দানে ইন্দ্রতুল্য, মহাদেবের ন্যায় যোগিরাজ, রাক্ষসের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইবে ॥ ৪১-৪২

সে ব্যক্তি মহাবলশালী, মহাসাহসী, উদার চরিত্র, দয়ালু, সরল, সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিরত হইবে। বেশী কি বলিব, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ গণপতি-স্বরূপ হইবে (অথবা জননায়ক হইবে।) ॥ ৪৩

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের পঞ্চম পটল সমাপ্ত ॥ ৫

ষষ্ঠঃ পটলঃ

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

বদ ঈশান সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্ববিদাং বর।
মহারোগে মহাদুঃখে মহাদারিদ্র্যসঙ্কটে ॥ ১
নানাব্যাধিগতে বাপি নানাপীড়াদি-সঙ্কটে।
রাজ্যনাশে রাজভয়ে কারাগারগতে পুনঃ ॥ ২
রাজদণ্ডে চ দেবেশ তথা চ গ্রহপীড়িতে।
কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ শঙ্কর ॥ ৩

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুভগে যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তত্তৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় ॥ ৪
যা চাদ্যা পরমা বিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা পরা।
তস্যাঃ প্রয়োগমাত্রেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ৫

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

রাহুশ্চাণ্ডাল-বিখ্যাতঃ সর্ব্বত্র পরমেশ্বর!
পুণ্যকালঃ কথং দেব তস্য স্পর্শে দিবাকরে ॥ ৬
নিশাকরে তথা নাথ ইতি মে সংশয়ো হৃদি।
কথয়স্ব পরানন্দ পশ্চাদন্যৎ প্রকাশয় ॥ ৭

চণ্ডিকা বলিলেন—হে সর্ব্বজ্ঞ। সমস্ত তত্ত্ব আপনার সুবিদিত। মহারোগ, মহাদুঃখ, মহাদারিদ্র্যজনিত নানাসঙ্কট, নানারোগের সাঙ্কর্য্য, কিংবা রাজ্যনাশ, রাজভীতি, কারাবাস কিংবা অন্যবিধ রাজদণ্ড, গ্রহপীড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার নিপীড়ন উপস্থিত হইলে কি উপায়ে লোকে তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে তাহা বলুন। ১-৩

শঙ্কর বলিলেন—হে সুভগে, তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তৎ সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ কর। কালিকানাম্নী যে আদ্যা মহাবিদ্যা—চামুণ্ডা যাঁহার অপর নাম, তাঁহার মন্ত্র প্রয়োগ করিলে পৃথিবীতে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ না হয়। ৪-৫

চণ্ডিকা বলিলেন—হে পরমেশ্বর! রাহু চাণ্ডাল বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুভগে গ্রহণঞ্চোত্তমোত্তমম্।
গ্রহণং ত্রিবিধং দেবি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-সংযুতম্ ॥ ৮
শক্তের্ল্ললাটকে নেত্রে বহ্নিস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
বামনেত্রে তথা চন্দ্রো দক্ষে সূর্য্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৯
শম্ভুনাথেন দেবেশি রমণং ক্রিয়তে যদা।
তদৈব গ্রহণং দেবি শক্তিযুক্তো যদা শিবঃ ॥ ১০
বামনেত্রে চুম্বনে তু শশাঙ্ক-গ্রহণং তদা।
দক্ষনেত্রে চুম্বনে তু ভাস্করগ্রহণং তদা ॥ ১১
ললাটে চুম্বনে চাগ্নিগ্রহণং পরমেশ্বরি।
শিববীর্য্যং যতো বহ্নিরতোঽদৃশ্যঃ সুরেশ্বরি ॥ ১২
রাহুঃ শিবঃ সমাখ্যাতস্ত্রিগুণা শক্তিরীরিতা।
শিবশক্ত্যোঃ সমাযোগো গ্রহণং পরমেশ্বরি ॥ ১৩
শিবশক্তি-সমাযোগ-কালো ব্রহ্মময়ঃ শিবে।
অতএব মহেশানি রাশ্যাদীন্ ন বিচারয়েৎ ॥ ১৪
তিথিনক্ষত্রযোগেন যদ্‌যোগং পরমেশ্বরি!
তদৈব পরমেশানি রাশ্যাদিগণনং চরেৎ ॥ ১৫

সূর্য্য বা চন্দ্রে তাহার স্পর্শ ঘটিলে তাহা পুণ্যকাল হয় কেন—এই সংশয় আমার মনে জাগিয়াছে। অগ্রে ইহা বলুন, পরে অন্য কথা বলিবেন। ৬-৭

শঙ্কর বলিলেন—শোন, গ্রহণ অতি উত্তম বস্তু। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির সহিত সংযোগে উহা তিন প্রকার। শক্তির ললাটনেত্রে সর্ব্বদা বহ্নি অবস্থিত। বামনেত্রে চন্দ্র এবং দক্ষিণনেত্রে সূর্য্যের অবস্থান। শক্তির সহিত শিবের সঙ্গমকালে এই ত্রিবিধ গ্রহণ ঘটিয়া থাকে। ৮-১০

বামনেত্রে চুম্বনকালে চন্দ্রগ্রহণ ; দক্ষিণনেত্রে সূর্য্যগ্রহণ এবং ললাটে চুম্বনকালে অগ্নিগ্রহণ হইয়া থাকে। অগ্নি যেহেতু শিববীর্য্য সেই হেতু উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। রাহু শিব এবং শক্তি গুণত্রয়বতী বলিয়া অভিহিত। শিব ও শক্তির সংযোগই গ্রহণ। শিব ও শক্তির সংযোগ কালটি ব্রহ্মময়। এজন্য ঐ সময়ে রাশ্যাদি বিচার করিতে নাই। যখন কেবল তিথি-নক্ষত্র সংযোগেই

শিবশক্তিসমাযোগাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
মাসপক্ষতিথীনাঞ্চ নোচ্চার্য্যং পরমেশ্বরি ॥ ১৬
দৃষ্টিমাত্রেণ জপ্তব্যং তদা সিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
তৎকালং পরমং কালং বিজ্ঞেয়ং বীরবন্দিতে ॥ ১৭
তত্র যদ্ যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলমীরিতম্।
পুরৈব কথিতং সর্ব্বং বহু কিং কথ্যতেঽধুনা ॥ ১৮
এতৎ সুগুপ্তভেদং হি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।
ন বক্তব্যং পশোরগ্রে ন বক্তব্যং সুরেশ্বরি ॥ ১৯
এতৎ তত্ত্বং প্রযত্নেন ব্রহ্মা জানাতি মাধবঃ।
প্রগোপ্তব্যং প্রযত্নেন স্বযোনিরিব শৈলজে ॥ ২০

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

চামুণ্ডায়া মহামন্ত্রং কীদৃশং পরমেশ্বর।
আরাধনং কীদৃশং বা তদ্ বদস্ব দয়ানিধে ॥ ২১

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুভগে চামুণ্ডামন্ত্রমুত্তমম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২২

গ্রহণের যোগটী ঘটে [প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয় না] তখনই রাখ্যাদি বিচার করিবে ॥ ১১-১৫

শিব ও শক্তির সাক্ষাৎ সংযোগে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়। তৎকালে মাস, পক্ষ, তিথিরও উল্লেখ অনাবশ্যক। দৃষ্টিমাত্রই সেই পরম শ্রেষ্ঠ কালটী ব্যাপিয়া জপ করিতে থাকিবে। তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত জানিবে। ১৬-১৭

এই সময়ে অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যের অনন্ত ফল। পূর্ব্বেই ত সমস্ত বলিয়াছি। এখন আর বেশী কি বলিব ॥ ১৮

এই অতি গোপনীয় বিষয়টী স্নেহবশতঃ তোমাকে বলিলাম। পশ্বাচারীর নিকট ইহা কদাপি প্রকাশ করিতে নাই। এই তত্ত্ব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অবগত আছেন। হে পার্ব্বতি! ইহা নিজযোনির ন্যায় গোপন রাখিবে ॥ ১৯-২০

চণ্ডিকা বলিলেন—কৃপাময়! এক্ষণে চামুণ্ডার মন্ত্র ও আরাধনার বিধান কি বলুন। ২১

কালীবীজযুগং দেবি কূর্চ্চবীজং ততঃ পরম্।
ত্র্যক্ষরী পরমা বিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা স্বয়ম্ ॥ ২৩
সপ্তাহং পূজয়েদ্ দেবীমুপচারৈশ্চ ষোড়শৈঃ।
পূজান্তে প্রজপেন্মন্ত্রং ত্রিসহস্রং বরাননে ॥ ২৪
রাত্রৌ তু পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
তথা রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রং কুলশক্তি-সমন্বিতম্ ॥ ২৫
যন্ত্রনির্ম্মাণযোগ্যং হি পীঠং দদ্যাৎ সুবিস্তরম্।
ভোগযোগ্যং প্রদাতব্যং মধুপর্কং যথোচিতম্ ॥ ২৬
শক্তের্যথা বিধেয়ং স্যাদ্ যুবত্যা পরমেশ্বরি।
তথা বস্ত্রং প্রদাতব্যং সর্ব্বকল্যাণহেতবে ॥ ২৭
অলংকারং যথাযোগ্যং তত্র তত্র নিযোজয়েৎ।
নৈবেদ্যং বিবিধং রম্যং নানাদ্রব্যসমন্বিতম্ ॥ ২৮
সামিষান্নং প্রদাতব্যং পরমান্নং সশর্করম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা বলিদানং ততঃ পরম্ ॥ ২৯

শঙ্কর বলিলেন—চামুণ্ডার মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহা জানা মাত্রই পুনর্জন্ম বন্ধ হইয়া যায়। দুইটী কালী-বীজের পরে একটী কূর্চ্চ বীজ যোগ করিলে চামুণ্ডার ত্র্যক্ষর মহামন্ত্র হইবে। ক্রীঁ ক্রীং হুঁ—এই মন্ত্র সাক্ষাৎ কালিকাস্বরূপ ॥ ২২-২৩

সপ্তাহ কাল প্রতিদিন ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে। পূজান্তে তিন হাজার করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। রাত্রিকালে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা করিবে এবং কুলশক্তির সহিত মন্ত্র জপ করিবে। যন্ত্রনির্ম্মাণ-যোগ্য বিস্তীর্ণ আসন দান করিবে। ভোগযোগ্য যথোচিত মধুপর্ক দিবে। যুবতী রমণীর যোগ্য বস্ত্র দান করিবে, তাহাতে সমস্ত কল্যাণ হইবে। যথাযোগ্য অলংকার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে। নানাদ্রব্য-সমন্বিত বিবিধ নৈবেদ্য, সামিষ অন্ন, শর্করাযুক্ত পরমান্ন প্রদান করিবে। পরমভক্তি সহকারে পূজা করিবে। তারপর বলিদান করিবে। অথবা প্রতিদিন আদি ও অন্তে বলিদান করিবে, কিংবা পূজা সাঙ্গ হইলেও বলিদান করিতে পারা যায়। এইরূপ করিলে

প্রত্যহং পরমেশানি চান্তে বা বলিং হরেৎ
সাঙ্গে জাতে মহেশানি চাথবা বলিমাহরেৎ ॥ ৩০
এবং কৃতে মহাসিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
ধনার্থী ধনমাপ্নোতি পুত্রার্থী পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ৩১
বিবাদে জয়মাপ্নোতি রাজদ্বারে জয়ী ভবেৎ।
সর্ব্বত্র বিজয়ী ভূত্বা দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ ॥ ৩২
রোগেভ্যো ঘোররূপেভ্যঃ পূজয়িত্বা প্রমুচ্যতে।
ইচ্ছাসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য সর্ব্বসিদ্ধির্ন চান্যথা ॥ ৩৩
কারাগারে গতে দেবি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
প্রয়োগং পরমেশানি সারং পরমদুর্লভম্ ॥ ৩৪
অতিস্নেহেন দেবেশি তব স্থানে প্রকাশিতম্ ॥ ৩৫
অথবা পরমেশানি! পঠেচ্চণ্ডীং সনাতনীম্।
পূজয়েচ্চণ্ডিকাং দেবীং সুগন্ধি-পুষ্পসংযুতৈঃ ॥ ৩৬
ধূপদীপেন গন্ধেন নৈবেদ্যেন সুরেশ্বরি।
অবশ্যং পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েচ্চণ্ডিকাং পরাম্ ॥ ৩৭
আদাবৃষ্যাদিসূক্তেন চার্ঘ্যান্তে পরমেশ্বরি।
পঞ্চতত্ত্বং সমানীয় শোধয়েচ্ছাস্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৩৮

মহতী সিদ্ধি লাভ হইবে। ধনার্থী ব্যক্তি ধন ও পুত্রার্থী পুত্র লাভ করিবে। বিবাদে বিজয়ী হইবে, রাজদ্বারে জয়লাভ হইবে। সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া ক্ষিতিতলে দেবীর পুত্রের ন্যায় হইবে। এইভাবে পূজা করিয়া ভয়াবহ রোগাবলী হইতে মুক্ত হইবে। ইচ্ছাসিদ্ধি ও সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। কারাগার-গত হইলে মুক্তি পাইবে, সন্দেহ নাই। হে পরমেশ্বরি! এই প্রয়োগ অত্যুৎ-কৃষ্ট, পরম দুর্লভ। অত্যন্ত স্নেহবশে তোমার কাছে প্রকাশ করিলাম॥ ২৪-৩৫

হে পরমেশ্বরি! অথবা চিরন্তন চণ্ডীপাঠ করিবে। সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ, গন্ধ, নৈবেদ্য ইত্যাদি দ্বারা দেবী চণ্ডিকার পূজা করিবে। অনন্তর অবশ্যই পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা করিবে। প্রথমে ঋষ্যাদি সূক্ত দ্বারা পূজা ও অর্ঘ্য দান করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পঞ্চতত্ত্ব আনয়নপূর্ব্বক শোধন করিবে। ৩৬-৩৮

তর্পণঞ্চ ততঃ কৃত্বা চার্ঘ্যপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ।
অর্ঘ্যোদকেন সম্প্রোক্ষ্য পূজয়েৎ পীঠ-দেবতাম্ ॥ ৩৯
প্রণবঞ্চ সমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং ততঃ পরম্।
প্রভাং মায়াং জয়াং সূক্ষ্মাং বিশুদ্ধাং নন্দিনীং তথা ॥ ৪০
সুপ্রভাং বিজয়াং সর্ব্বসিদ্ধিদাং পরিপূজয়েৎ।
বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় হুঁ ফড়িত্যন্ততন্ততঃ ॥ ৪১
নমোঽন্তেন তু দেবেশি আসনঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ।
গুরুপংক্তিং পূজয়িত্বা পুনর্ধ্যানং সমাচরেৎ ॥ ৪২
আবাহনং ততো মুদ্রাং জীবন্যাসং প্রপূজনম্।
ষড়ঙ্গেন তু সম্পূজ্য পরিবারান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৩
শঙ্খনিধিং পদ্মনিধিং তথা ব্রাহ্ম্যাদিকং যজেৎ।
ইন্দ্রাদীংশ্চৈব বজ্রাদীন্ পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৪৪
প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ।
পুনর্দ্দেবীং মহেশানি পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েৎ ॥ ৪৫
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা গুরুমন্ত্রেষ্টদেবতাম্।
ঐক্যং বিভাব্য দেবেশি! মূলমন্ত্রং জপেচ্ছতম্ ॥ ৪৬

তারপর তর্পণ করিয়া অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। অর্ঘ্যোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া পীঠদেবতার পূজা করিবে। প্রণব ও মায়াবীজ সহযোগে প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া, সর্ব্বসিদ্ধিদা, ইহাদের পূজা করিবে। পরে বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় হুঁ ফট্ নমঃ বলিয়া আসনের (সিংহের) পূজা করিবে। পরে গুরুপংক্তির পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিবে। আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা ও জীবন্যাস পূর্ব্বক পূজা সমাপন করিয়া ষড়ঙ্গ মন্ত্রে পূজা পূর্ব্বক পরিবারগণের পূজা করিবে। ৩৯-৪৩

শঙ্খনিধি, পদ্মনিধি, ব্রাহ্ম্যাদি, ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি! পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পুনরায় দেবীর পূজা করিবে। ৪৪-৪৫

তারপর প্রাণায়াম করিয়া গুরু, মন্ত্র ও ইষ্টদেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্র শতবার জপ করিবে। ৪৬

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা কারণাদীন্ সমাহরেৎ ।
তস্যৈ দত্ত্বা স্বয়ং পীত্বা পঠেচ্চণ্ডীং সুরেশ্বরি ॥ ৪৭
সাঙ্গে জাতে তু মাহাত্ম্যে পুনঃ পানং সমাচরেৎ ।
ততস্তু প্রপঠেদ্ ধীমান্ ক্রমেণ পানমাচরেৎ ॥ ৪৮
সমাপ্তে তু বিলোমেন পুনর্মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ৪৯
যদি ভাগ্যবশাদ্ দেবি শক্তিযোগং লভেন্নরঃ ।
তৎক্ষণে হি বিজানীয়াৎ সর্ব্বসিদ্ধিঃ করে স্থিতা ॥ ৫০
এবং কৃত্বা মহেশানি যদি পাঠং সমাচরেৎ ।
মাহাত্ম্যং তস্য পাঠস্য কিং বক্তুং শক্যতে ময়া ॥ ৫১
শতবক্ত্রং যদি ভবেৎ তদা বক্তুং ন শক্যতে ।
পঞ্চবক্ত্রেণ দেবেশি কিং বক্তুং শক্যতেঽধুনা ॥ ৫২
সকৃৎ পাঠেন দেবেশি কিং পুনর্ব্রহ্ম কেবলম্ ।
অবশ্যং লভতে শান্তিং সর্ব্বত্র পরমেশ্বরি ।
যদি শান্তিং ন লভতে মম বাক্যং মৃষা তদা ॥ ৫৩
ষোড়শেনোপচারেণ প্রথমং পূজনং চরেৎ ।
দ্বিতীয়ে পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েচ্চণ্ডিকাং প্রিয়ে ॥ ৫৪

অনন্তর পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া কারণাদি আহরণ করিবে। দেবতাকে দান করিয়া স্বয়ং পান করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিবে। এক একটী মাহাত্ম্য সাঙ্গ হইলে পুনরায় পান করিবে। তারপর ক্রমে ক্রমে পাঠ করিবে এবং পান করিবে। ৪৭-৪৮

সমাপ্ত হইলে পুনরায় নবাক্ষর মন্ত্র বিলোমক্রমে শতবার জপ করিবে। ৪৯

হে দেবি! যদি কেহ ভাগ্যবশে শক্তি-সাহচর্য্য লাভ করিতে পারে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত সিদ্ধি করায়ত্ত হইবে। ৫০

হে মহেশ্বরি! যদি এইরূপ করিয়া পাঠ করা হয় তবে সেই পাঠের ফল আমি কি বলিতে পারি? শতমুখ হইলেও বলা যায় না, পঞ্চমুখে আমি কি বলিব? এইভাবে একবার পাঠ করিলে ব্রহ্মকৈবল্যও তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া যায়। সর্ব্ববিষয়ে শান্তিলাভ অবশ্যই করিবে। যদি শান্তিলাভ না করে আমার বাক্য মিথ্যা হইবে। ৫১-৫৩

সহস্রাবৃত্তিপাঠেন যৎ ফলং লভতে নরঃ ।
সকৃৎ পাঠস্য দেবেশি কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥ ৫৫
ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥ ৫৬
ওঁ যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মাদিনী
যা ধূম্রেক্ষণ-চণ্ড-মুণ্ড-মথনী যা রক্তবীজাশনী ।
শক্তিঃ শুম্ভ-নিশুম্ভ-দৈত্যদলনী যা সিদ্ধিলক্ষ্মীঃ পরা
সা দেবী নবকোটি-মূর্ত্তি-সহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ॥ ৫৭
ধ্যানমেতচ্চণ্ডিকায়াঃ শৃণুষ্ব বীরবন্দিতে ॥ ৫৮
শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ত্রৈলোক্যেষু চ দুর্লভম্ ।
বেদাদ্যং বাগ্ভবং মায়াং কামবীজং ততঃ পরম্ ॥ ৫৯
স্থিরমায়াং মহামায়াং কামবীজং ততো নমঃ ॥
নবাক্ষরং মহামন্ত্রং জপেদাদৌ শতং প্রিয়ে ॥ ৬০
বিপরীতং মহামন্ত্রং পাঠান্তে তু শতং জপেৎ ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ঋষিচ্ছন্দঃ সুদুর্লভম্ ॥ ৬১

প্রথমে ষোড়শোপচারে ও দ্বিতীয় বারে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা করিবে। সহস্রাবৃত্তি চণ্ডীপাঠের যে ফল, এইভাবে একাবৃত্তিপাঠের ফল তদপেক্ষা ষোল গুণেরও অধিক। ৫৪-৫৫

যেরূপ ধ্যান করিয়া পাঠ করিতে হইবে সেই ধ্যান [এখানে] বলিব। ৫৬

যে চণ্ডী মধু ও কৈটভাদি দৈত্যকে বিদলিত করিয়াছেন, যিনি মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছেন, যিনি ধূম্রাক্ষ, চণ্ড, মুণ্ড ও রক্তবীজকে ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি শুম্ভ-নিশুম্ভের দলনকারিণী, যিনি পরমা সিদ্ধিরূপিণী ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী, নবকোটি মূর্ত্তি সমন্বিত সেই বিশ্বেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। হে বীরবন্দিতে! চণ্ডিকার এই ধ্যান শুনিয়া রাখ। ৫৭-৫৮

ত্রৈলোক্যে দুর্লভ মন্ত্রটী বলিব, শ্রবণ কর। প্রণব, বাগ্ভব, মায়া, কামবীজ, স্থিরমায়া, কামবীজ ও নমঃ যোগ করিলে 'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্লীঁ ত্রীঁ ক্লীঁ নমঃ' —এই মন্ত্র হয়। পাঠের আদিতে এই নবাক্ষর মহামন্ত্র একশতবার জপ করিবে এবং পাঠান্তে এই মন্ত্রই বিপরীত ক্রমে শতবার জপ করিবে। অতঃপর দুর্লভ ঋষিছন্দ বলিব শ্রবণ কর। ৫৯-৬১

ওঁ সপ্তশতীমহাস্তোত্রস্য মেধাতিথিঋর্ষির্গায়ত্র্যনুষ্টুব্-বৃহতী-পংক্তি-ত্রিষ্টুব্-জগত্যশ্ছন্দাংসি মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহাসরস্বতী দেবতা-স্তবকং ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বীজানি ক্ষ্রৌঁ শক্তিঃ মমামুককাম-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ ॥ ৬২

প্রণবেন মহেশানি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
ইতি তে কথিতং কান্তে চণ্ডীপাঠস্য লক্ষণম্ ॥ ৬৩
'সাবর্ণিঃ সূর্য্য' ইত্যাদি 'সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ'।
এতন্মাত্রং পঠেদ্দেবি কিঞ্চিন্ন্যূনাধিকং নহি ॥ ৬৪
বারত্রয়ং পঠেদ্দেবি সংজপ্যং তু দিনত্রয়ম্ ॥ ৬৫
মহারোগে মহাদুঃখে রাজপীড়াদি-দারুণে।
নানাব্যাধিগতে বাপি রাজ্যনাশে তথা ভয়ে ॥ ৬৬
গ্রহপীড়াদি-সংজাতে ব্রহ্মহত্যাদি-পাতকে।
এবং পাঠেন দেবেশি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৭
বহু কিং কথ্যতে দেবি সর্ব্বশান্তিং লভেন্নরঃ।
সর্ব্বশঙ্কাবিনির্ম্মুক্তো জায়তে মদনোপমঃ ॥ ৬৮

এই সপ্তশতী মহাস্তোত্রের মেধাতিথি ঋষি, গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী ছন্দ, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবতাবৃন্দ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ এই তিনটী বীজ, ক্ষ্রৌঁ এইটী শক্তি, সাধকের অমুক কামনা সিদ্ধিতে প্রয়োগ হইতেছে। ৬২

প্রণবদ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হয়। এই তোমার নিকট চণ্ডীপাঠের প্রণালী বলিলাম। "সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ" হইতে "সাবর্ণির্ভবতা মনুঃ" পর্য্যন্ত পাঠ করিবে। ইহার ন্যূনাধিক্য করিবে না। ৬৩-৬৪

প্রতিদিন তিনবার করিয়া তিনদিন ধরিয়া পাঠ করিবে। উৎকৃষ্ট ব্যাধি, ভয়ানক দুঃখ, দারুণ রাজপীড়া, নানাবিধ রোগ-সংকট, রাজ্যনাশ, মহাভীতি, গ্রহপীড়া, ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক, সমস্তই এই প্রকার পাঠ দ্বারা প্রশমিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। বেশী কি বলিব, এইরূপ পাঠ দ্বারা মানুষ সর্ব্ব-বিষয়ে শান্তিলাভ করিবে। সমস্ত আশঙ্কামুক্ত হইবে এবং কন্দর্পতুল্য হইবে। ৬৫-৬৮

এবং কৃতে মহেশানি যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরপার্ব্বতীসংবাদে
ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥ ৬ ॥

হে মহেশ্বরি। এইরূপ করিয়াও যদি ফললাভ না হয় পুনরায় সেইরূপে পূজা ও পাঠাদি করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ফললাভ হইবে। ৬৯

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের
ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত। ৬

ওঁ সপ্তশতীমহাস্তোত্রস্য মেধাতিথির্ঋষির্গায়ত্র্যনুষ্টুব্-বৃহতী-পংক্তি-ত্রিষ্টুব্-জগত্যশ্ছন্দাংসি মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহাসরস্বতী দেবতা-স্তবকং ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বীজানি ক্ষ্রোঁ শক্তিঃ মমামুককাম-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ ॥ ৬২

প্রণবেন মহেশানি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
ইতি তে কথিতং কান্তে চণ্ডীপাঠস্য লক্ষণম্ ॥ ৬৩
'সাবর্ণিঃ সূর্য্য' ইত্যাদি 'সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ'।
এতন্মাত্রং পঠেদ্দেবি কিঞ্চিন্ন্যূনাধিকং নহি ॥ ৬৪
বারত্রয়ং পঠেদ্দেবি সংজপ্যং তু দিনত্রয়ম্ ॥ ৬৫
মহারোগে মহাদুঃখে রাজপীড়াদি-দারুণে।
নানাব্যাধিগতে বাপি রাজ্যনাশে তথা ভয়ে ॥ ৬৬
গ্রহপীড়াদি-সংজাতে ব্রহ্মহত্যাদি-পাতকে।
এবং পাঠেন দেবেশি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৭
বহু কিং কথ্যতে দেবি সর্ব্বশান্তিং লভেন্নরঃ।
সর্ব্বশঙ্কাবিনির্ম্মুক্তো জায়তে মদনোপমঃ ॥ ৬৮

এই সপ্তশতী মহাস্তোত্রের মেধাতিথি ঋষি, গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী ছন্দ, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবতাবৃন্দ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ এই তিনটী বীজ, ক্ষ্রোঁ এইটী শক্তি, সাধকের অমুক কামনা সিদ্ধিতে প্রয়োগ হইতেছে। ৬২

প্রণবদ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হয়। এই তোমার নিকট চণ্ডীপাঠের প্রণালী বলিলাম। "সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ" হইতে "সাবর্ণির্ভবতা মনুঃ" পর্য্যন্ত পাঠ করিবে। ইহার ন্যূনাধিক্য করিবে না। ৬৩-৬৪

প্রতিদিন তিনবার করিয়া তিনদিন ধরিয়া পাঠ করিবে। উৎকৃষ্ট ব্যাধি, ভয়ানক দুঃখ, দারুণ রাজপীড়া, নানাবিধ রোগ-সংকট, রাজ্যনাশ, মহাভীতি, গ্রহপীড়া, ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক, সমস্তই এই প্রকার পাঠ দ্বারা প্রশমিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। বেশী কি বলিব, এইরূপ পাঠ দ্বারা মানুষ সর্ব্ব-বিষয়ে শান্তিলাভ করিবে। সমস্ত আশঙ্কামুক্ত হইবে এবং কন্দর্পতুল্য হইবে। ৬৫-৬৮

এবং কৃতে মহেশানি যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরপার্ব্বতীসংবাদে
ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥ ৬ ॥

হে মহেশ্বরি। এইরূপ করিয়াও যদি ফললাভ না হয় পুনরায় সেইরূপে পূজা ও পাঠাদি করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ফললাভ হইবে। ৬৯

হর-পার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের
ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত। ৬

সপ্তমঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ত্রিপুরামন্ত্রমুত্তমম্ ।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১
ত্রিপুরা ত্রিবিধা দেবি বালা প্রোক্তা পুরা শিবে ।
তথৈব ভৈরবী দেবী নিত্যাতন্ত্রে ময়োদিতা ॥
ইদানীং সুন্দরীং দেবীং শৃণু পার্ব্বতি সাদরম্ ॥ ২

শ্রীদেব্যুবাচ—

মহামন্ত্রং শ্রুতং নাথ ! বামকেশ্বরযামলে ।
প্রাতঃকৃত্যাদি দেবেশ আরাধনক্রমং বদ ॥ ৩

শ্রীশিব উবাচ-

প্রাতরুত্থায় মন্ত্রজ্ঞঃ সহস্রারে নিজং গুরুম্ ।
পূর্ব্বোক্তধ্যানমুচ্চার্য্য পূজয়েদ্ বহু যত্নতঃ ॥ ৪
তথাচ শ্রীগুরোর্ধ্যানং গুপ্তসাধনতন্ত্রকে ।
কথিতঞ্চ ময়া পূর্ব্বং মন্ত্রং শৃণু বরাননে ॥ ৫
বাগ্বীজঞ্চ মহামায়াং বিষ্ণুশক্তিং সমুচ্চরেৎ ।
হসখফ্রেঁ তথানন্দভৈরবস্য মনুং ততঃ ॥ ৬

শিব বলিলেন—অনন্তর ত্রিপুরাদেবীর উত্তম মন্ত্রটি বলিতেছি, যাহা জানিলেই আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১

হে দেবি ! ত্রিপুরা ত্রিবিধা ; ত্রিপুরা বালা ও ত্রিপুরা ভৈরবীর কথা পূর্ব্বে নিত্যাতন্ত্রে বলিয়াছি । এক্ষণে ত্রিপুরা-সুন্দরীর কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২

দেবী বলিলেন—হে নাথ ! বামকেশ্বর যামলে ত্রিপুরা দেবীর মহামন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে প্রাতঃকৃত্য হইতে আরাধনার প্রণালী বলুন ॥ ৩

শিব বলিলেন—মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্মে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নিজগুরুর পূজা করিবে । গুপ্তসাধনতন্ত্রে শ্রীগুরুর ধ্যান পূর্ব্বে বলিয়াছি । শ্রীগুরুর মন্ত্র শ্রবণ কর ॥ ৪-৫

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স খ ফ্রেঁ [এইটি গুরুমন্ত্র] হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ আনন্দ-

তস্য শক্তে র্মনুং পশ্চাৎ ততশ্চৈবং হসৌ স্মৃতঃ ।
শ্রীগুরোশ্চ তথা শক্তের্মন্ত্রমেতৎ সুরেশ্বরি ॥ ৭
শ্রীগুরোরানন্দনাথান্তে অথাতঃ শক্তিরীরিতা ।
বাগ্বীজাদীন্ সমুচ্চার্য্য অমুকানন্দনাথ চ ॥ ৮
শ্রীপাদুকাং সমুচ্চার্য্য পূজয়ামি নমস্ততঃ ।
বাগ্‌বীজঞ্চ শম্ভুপত্নীং তত্ত্বত্তরে হরিপ্রিয়াম্ ॥ ৯
ভূতবীজং সমুচ্চার্য্য প্রবদেচ্চ তদাত্মকম্ ।
সমর্পয়ামি দেবেশি পূজাবিধিরিতি প্রিয়ে ॥ ১০
ততশ্চাষ্টাক্ষরং মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেৎ ।
জপং সমর্পয়িত্বা তু নমেদঞ্জলিনা প্রিয়ে ॥ ১১

শ্রীদেব্যুবাচ—

স্তুতিঞ্চ কবচং নাথ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ।
শ্রীগুরোঃ কবচং স্তোত্রং ত্বয়া প্রোক্তং পুরা প্রভো ॥ ১২
ইদানীং স্ত্রীগুরোঃ স্তোত্রং কবচং ময়ি কথ্যতাম্ ।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৩

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং পরমগোপনম্ ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ ॥ ১৪

ভৈরবায় বষট্ [এইটী আনন্দ ভৈরবের মন্ত্র] হ স ক্ষ ম ল ব র যীঁ সুধাদেব্যৈ বষট্ [ইহা তদীয় শক্তি মন্ত্র] ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ । ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্‌সৌঃ তদাত্মকং সমর্পয়ামি । ইহাই পূজাবিধি ॥ ৬-১০

অনন্তর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স খ ফ্রেঁ হ্‌সৌঃ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া জপ সমর্পণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিবে ॥ ১১

দেবী বলিলেন, হে নাথ ! সম্প্রতি স্তব ও কবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ! গুরুস্তোত্র ও গুরুকবচ আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন । এক্ষণে স্ত্রীগুরুর স্তব ও কবচ আমাকে বলুন—যাহা জানিলে পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১২-১৩

"নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ১৫
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ১৬
ভববন্ধনপারস্য তারিণী জননী পরা।
জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ১৭
শ্রীনাথবামভাগস্থা সদা যা সুরপূজিতা।
সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ১৮
সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী।
মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ১৯
ব্রহ্মাবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্র-স্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ২০
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চ সদা ঘূর্ণিতলোচনা।
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ২১
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞান-বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ২২
ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ।
স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ২৩
প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্তু গুরুপূজাপুরঃসরম্।
স এব ধন্যো লোকেঽস্মিন্ দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥ ২৪

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরগৌরী-সংবাদে শক্তিরূপিগুরোঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্"।

শিব বলিলেন—হে দেবি! যাহা শ্রবণ করামাত্র লোকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় সেই পরম গোপনীয় স্তবটী বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৪

"নমস্তে দেব দেবেশি" হইতে "শক্তিরূপিগুরোঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্" পর্য্যন্ত স্ত্রীগুরুর স্তবটী ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে নিয়তই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গুরুপূজা পূর্ব্বক ইহা পাঠ করে সে ধন্য হয়, পৃথিবীতে দেবীর পুত্রের ন্যায় হয়॥ ১৫-২৪

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

স্তোত্রং সমাপ্তং দেবেশি কবচং শৃণু সাদরম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বাগীশ-সমতাং ব্রজেৎ॥ ২৫
"স্ত্রীগুরোঃ কবচস্যাস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
তদাখ্যা দেবতা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা॥ ২৬
ক্লীঁ বীজং মে শিরঃ পাতু তদাখ্যাতং ললাটকম্।
ক্লীঁ বীজং চক্ষুষোঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু॥ ২৭
ঐঁ বীজং মে মুখং পাতু হ্রীঁ জজ্ঘাং পরিরক্ষতু।
শ্রীঁ বীজং স্কন্ধদেশং মে বাগ্ভবং মে ভুজদ্বয়ম্॥ ২৮
হকারং মে দক্ষভুজং [১]ক্ষকারং বামহস্তকম্।
ক্ষ-মর্ণৌ তদধঃ পাতু লকারং হৃদয়ং মম॥ ২৯
বকারঃ পৃষ্ঠদেশঞ্চ রকারং দক্ষপার্শ্বকম্।
যূঙ্কারং বামপার্শ্বে তু সকারং মেরুমেব তু॥ ৩০
মকারং চাঙ্গুলীঃ পাতু লকারং মে নখোপরি।
বকারং মে নিতম্বং চ রকারং জানুযুগ্মকম্॥ ৩১
যীঙ্কারং পাদযুগলং হসৌঃ সর্ব্বাঙ্গমেব তু।
হ্সৌ লিঙ্গঞ্চ লোমঞ্চ কেশঞ্চ পরিরক্ষতু॥ ৩২
ঐঁ বীজং পাতু পূর্ব্বে তু হ্রীঁ বীজং দক্ষিণেঽবতু।
শ্রীঁ বীজং পশ্চিমে পাতু উত্তরে ভূতসম্ভবম্॥ ৩৩
শ্রীঁ পাতু চাগ্নিকোণে চ তদাখ্যাং নৈর্ঋতেঽবতু।
দেব্যম্বা পাতু বায়ব্যাং শম্ভোঃ শ্রীপাদুকাং তথা॥ ৩৪
পূজয়ামি তথা চোর্দ্ধং নমশ্চাধঃ সদাবতু।
ইতি তে কথিতং কান্তে কবচং পরমাদ্ভুতম্॥ ৩৫
গুরুমন্ত্রং জপিত্বা তু কবচং প্রপঠেদ্ যদি।
স সিদ্ধঃ স গণঃ সোঽপি শিবঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ॥ ৩৬

শঙ্কর বলিলেন—হে দেবেশি! স্তোত্র সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে কবচটি

১। লকারমিতি যুক্তঃ পাঠঃ।

পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ।
পূজাফলং ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি ॥ ৩৭
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভা মতাঃ ॥ ৩৯
বিবাদে জয়মাপ্নোতি রণে চ নির্ঝ্বতেঃ সমঃ ।
সভায়াং জয়মাপ্নোতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৪০
সহস্রারে ভাবয়ংস্তাং ত্রিসন্ধ্যং প্রপঠেদ্ যদি ।
স এব সিদ্ধো লোকেশো নির্ব্বাণপদমীহতে ॥ ৪১
সমস্তমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ৪২
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় চান্যথা পতনং ভবেৎ ।
অভক্তেভ্যস্তু দেবেশি পুত্রেভ্যোঽপি ন দর্শয়েৎ ॥ ৪৩
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা দশবিদ্যাশ্চ যো জপেৎ ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৪

ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরগৌরী-
সংবাদে স্ত্রীগুরোঃ কবচং সমাপ্তম্" ।

সমাপ্তং কবচং দেবি কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ।
তব স্নেহানুবন্ধেন কিং ময়া ন প্রকাশিতম্ ॥ ৪৫
কূর্চ্চবীজং সমুচ্চার্য্য প্রাণমন্ত্রং ততঃ প্রিয়ে ।
অনেন বায়ুযোগেন কুণ্ডলীক্রমণঞ্চরেৎ ॥ ৪৬
অষ্টোত্তরশতং মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা নমেৎ সুধীঃ ।
স্নানকর্ম্ম ততঃ কৃত্বা সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ পুরোদিতাম্ ॥ ৪৭

শ্রবণ কর। "স্ত্রীগুরোঃ কবচস্যাস্য" হইতে স্ত্রীগুরোঃ কবচং সমাপ্তম্" এই পর্য্যন্ত কবচটি সমাপ্ত হইল। এক্ষণে অন্য কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর। তোমার প্রতি স্নেহানুবৃত্তি বশতঃ তোমার নিকট সমস্তই ত' প্রকাশ করিয়াছি ॥ ২৫-৪৫

কূর্চ্চবীজ ও প্রাণমন্ত্র অর্থাৎ 'হুঁ হং সঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বায়ু-

শ্রীদেব্যুবাচ—

সন্ধ্যায়াঃ কীদৃশং ধ্যানং বদ মে পরমেশ্বর ।
শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নাথ বিশেষো ময়ি কথ্যতাম্ ॥ ৪৮

শ্রীশিব উবাচ—

ধ্যায়েচ্চ সুন্দরীং দেবীং ত্রিবিধাং বীজরূপিণীম্ ।
প্রভাতে বাগ্‌ভবাং দেবীং মধ্যাহ্নে মদনাত্মিকাম্ ॥ ৪৯
সায়াহ্নে শক্তিরূপাঞ্চ ত্রিবিধাং বিন্দুরূপিণীম্ ।
পূজাকালে মহাদেবীং ধ্যানানুরূপিণীং শিবাম্ ॥ ৫০
বাগ্‌ভবেনেন্দুসদৃশীং শুক্লবর্ণাং বিচিন্তয়েৎ ।
শক্তিবীজস্বরূপাঞ্চ রক্তবর্ণাং বিভাবয়েৎ ॥ ৫১
প্রভাতে শুক্লবর্ণাভাং মধ্যাহ্নে নীলসন্নিভাম্ ।
সায়াহ্নে রক্তবর্ণাভাং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৫২
এবং ধ্যাত্বা মহেশানি সন্ধ্যাং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ।
শিবপূজাং ততঃ কৃত্বা পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ৫৩

যোগে অর্থাৎ পূরক কুম্ভক রেচক সহকারে কুণ্ডলীচক্রে সংক্রমণ করিবে। অষ্টোত্তর শত মূল মন্ত্র জপ করিয়া প্রণাম করিবে। তারপর স্নান করিয়া পূর্ব্বোক্ত সন্ধ্যা করিবে ॥ ৪৬-৪৭

দেবী বলিলেন—হে পরমেশ্বর! সন্ধ্যার ধ্যান কিরূপ? শ্রীবিদ্যাবিষয়ে বিশেষ কি আছে—তাহা বলুন ॥ ৪৮

শিব বলিলেন—বীজমন্ত্রস্বরূপা ত্রিবিধা সুন্দরীদেবীর ধ্যান করিবে। প্রভাতে ঐঁ, মধ্যাহ্নে ক্লীঁ এবং সায়াহ্নে স্ত্রীঁ এই ত্রিবিধা বীজরূপিণীর ধ্যান করিবে। সন্ধ্যা করিবার সময়ে এইরূপ ধ্যান, পূজার সময়ে ধ্যানমন্ত্রোক্তরূপে ধ্যান করণীয়। ঐঁ বীজরূপিণীকে চন্দ্রসদৃশ শুক্লবর্ণারূপে চিন্তা করিবে। স্ত্রীঁ-রূপিণীকে রক্তবর্ণা চিন্তা করিবে। প্রভাতে শুক্লবর্ণা, মধ্যাহ্নে নীলবর্ণা এবং সায়াহ্নে রক্তবর্ণার ভাবনা করিবে ॥ ৪৯-৫২

হে মহাদেবি! এইরূপ ধ্যান করিয়া সন্ধ্যা করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি তদনন্তর শিবপূজা করিয়া পরদেবতার পূজা করিবে ॥ ৫৩

ততস্তু পূজয়েদ্দেবীং ত্রিপুরাং মোক্ষদায়িনীম্।
ত্রিপুরা পরমা বিদ্যা মহাবিদ্যা পতিব্রতা ॥ ৫৪
পতিপূজাং বিনা পূজাং ন গৃহ্ণাতি কদাচন।
অতএব মহেশানি আদৌ লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৫
পঞ্চাক্ষরং পঞ্চবক্ত্রং পূজয়েদ্ বহু যত্নতঃ।
ততস্তু পূজয়েদ্ দেবীং ত্রিপুরাং মোক্ষদায়িনীম্ ॥ ৫৬

শ্রীদেব্যুবাচ—

কিমাধারে যজেচ্ছম্ভুং কৃপয়া বদ শঙ্কর।
আধারভেদে দেবেশ সাধকঃ ফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৫৭

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

পূজয়েৎ পার্থিবে লিঙ্গে পাষাণে লিঙ্গকে তথা।
স্বর্ণলিঙ্গেঽথবা দেবি রৌপ্যে তাম্রে চ কাংস্যকে ॥ ৫৮
পারদে বাথ গঙ্গায়াং স্ফাটিকে মারকতেঽপি বা।
কার্য্যভেদে লৌহলিঙ্গে ভস্মনির্ম্মাণ-লিঙ্গকে ॥ ৫৯
বালুকানির্ম্মিতে লিঙ্গে গোময়ে বাথ পূজয়েৎ।
পার্থিবে পূজনং দেবি তোড়লাখ্যে ময়োদিতম্ ॥ ৬০

তারপর মোক্ষদায়িনী ত্রিপুরাদেবীর পূজা করিবে। শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যা ত্রিপুরা দেবী পরম পতিব্রতা। পতির পূজা ব্যতীত কখনও পূজা গ্রহণ করেন না। এইজন্য প্রথমে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে হয় ॥ ৫৪-৫৫

পঞ্চাক্ষর মন্ত্রময় পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের অতি যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে, তার পর ত্রিপুরাদেবীর পূজা করিবে ॥ ৫৬

দেবী বলিলেন—কোন্ আধারে মহাদেবের পূজা কর্ত্তব্য কৃপাপূর্ব্বক তাহা বলুন। হে দেবেশ্বর! পূজার আধারভেদে সাধকের বিভিন্ন ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৭

শিব বলিলেন—পার্থিব লিঙ্গে, প্রস্তর লিঙ্গে, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা কাংস্য লিঙ্গে, কিংবা পারদ নির্ম্মিত লিঙ্গে অথবা গঙ্গায়, কিংবা স্ফটিক অথবা মরকত লিঙ্গে পূজা করিবে। কার্যভেদে লৌহনির্ম্মিত, ভস্মনির্ম্মিত, বালুকানির্ম্মিত অথবা গোময়-নির্ম্মিত লিঙ্গেও পূজা করা যায়। পার্থিব লিঙ্গে পূজাপ্রণালী আমি তোড়লতন্ত্রে বলিয়াছি ॥ ৫৮-৬০

সংস্কারেণ বিনা দেবি পাষাণাদৌ ন পূজয়েৎ।
সংস্কারঞ্চ প্রবক্ষ্যামি বিশেষ ইহ যদ্ ভবেৎ ॥ ৬১
রৌপ্যং চ স্বর্ণলিঙ্গং চ স্বর্ণপাত্রে নিধায় চ।
তস্মাদুত্তোল্য তং লিঙ্গং দুগ্ধমধ্যে দিনত্রয়ম্ ॥ ৬২
ত্র্যম্বকেন স্থাপয়িত্বা কালরুদ্রং প্রপূজয়েৎ।
ষোড়শেনোপচারেণ বেদ্যাং তু পার্ব্বতীং যজেৎ ॥ ৬৩
তস্মাদুত্তোল্য তং লিঙ্গং গঙ্গাতোয়ে দিনত্রয়ম্!
ততো বেদোক্তবিধিনা সংস্কারমাচরেৎ সুধীঃ ॥ ৬৪

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

লিঙ্গপ্রমাণং দেবেশ কথয়স্ব ময়ি প্রভো!
পার্থিবে চ শিলাদৌ চ বিশেষো যদি বা ভবেৎ ॥ ৬৫

শ্রীশিব উবাচ—

মৃত্তিকাতোলকং গ্রাহ্যমথবা তোলকদ্বয়ম্।
এতদন্যং ন কর্ত্তব্যং কদাচিদপি পার্ব্বতি ॥ ৬৬
শিলাদৌ পরমেশানি স্থূলং চ ফলদায়কম্।
অঙ্গুষ্ঠমানং দেবেশি! যদ্বা হেমাদ্রিমানকম্ ॥ ৬৭

হে দেবি! সংস্কার ব্যতিরেকে পাষাণাদি লিঙ্গে পূজা করিবে না। সংস্কার-প্রণালী ও তাহার বিশেষ বিধান বলিতেছি ॥ ৬১

রৌপ্য ও স্বর্ণনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিয়া তারপর তাহা হইতে তুলিয়া তিনদিন যাবৎ দুগ্ধমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ত্র্যম্বকমন্ত্রে ষোড়শোপচারে কালরুদ্রের পূজা করিবে। বেদীতে পার্ব্বতীর অর্চ্চনা করিবে। ৬২-৬৩

তাহা হইতে উত্তোলন করিয়া তিন দিন গঙ্গাজলে স্থাপন করিবে। তার-পর বেদোক্ত বিধানে সংস্কার করিবে। ৬৪

চণ্ডিকা বলিলেন—হে দেবেশ্বর! লিঙ্গের পরিমাণ কিরূপ হইবে এবং পার্থিব লিঙ্গ ও পাষাণ লিঙ্গে যদি কিছু বিশেষ থাকে তাহা আমাকে বলুন। ৬৫

শিব বলিলেন—একতোলা অথবা দুইতোলা মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে, ইহার অন্যথা কখনও করিবে না। ৬৬

এবং ক্রমেণ দেবেশি ফলং বহুবিধং লভেৎ ।
স্থূলাৎ স্থূলতরং লিঙ্গং রুদ্রাক্ষং পরমেশ্বরি ।। ৬৮
পূজনাদ্ ধারণাদ্ দেবি ফলং বহুবিধং স্মৃতম্ ।। ৬৯

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরপার্ব্বতীসংবাদে সপ্তমঃ পটলঃ ।। ৭

হে পরমেশ্বরি! পাষাণাদিতে স্থূললিঙ্গই ফলদায়ক, সাধারণতঃ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ লিঙ্গই নির্ম্মাণ করিবে। অথবা হেমাদ্রিপ্রমাণ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপ করিলে বহুবিধ ফল লাভ হইবে। [হেমাদ্রি প্রমাণ তিন প্রকার। উত্তম সহস্র পল, মধ্যম পাঁচশত পল, অধম আড়াইশত পল,—মৎস্য পুরাণ ৮৬ অধ্যায়]

[শিলাদি নির্ম্মিত] শিবলিঙ্গ ও রুদ্রাক্ষ স্থূল হইতে স্থূলতরই প্রশস্ত। হে দেবি! স্থূললিঙ্গ পূজা করিলে স্থূলরুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে বহুবিধ ফল লাভ হয়। ৬৭-৬৯

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের
সপ্তম পটল সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

শৃণু নাথ পরানন্দ পরাপরকুলাত্মক !
ত্বাং বিনা ত্রাণকর্ত্তা চ মম জ্ঞানে ন বর্ত্ততে ।। ১
পূর্ণলিঙ্গং মহেশান ! শিববীজং ন চান্যথা ।
শিলামধ্যে তথা চক্রং লক্ষ্মীনারায়ণং পরম্ ।। ২
পারদস্য শতাংশৈকং মম জ্ঞানে ন বর্ত্ততে ।
শিববীজং মহাদেব শিবরূপং ন চান্যথা ।
লিঙ্গরূপং কথং দেব তদ্ বদস্ব ময়ি প্রভো ।। ৩

শ্রীশিব উবাচ—

যথা জ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং কৈলাসশিখরে মম ।
তস্যৈব ষোড়শাংশৈকঃ কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরঃ স্থিতঃ ।। ৪
পূর্ণলিঙ্গং মহেশানি শিববীজং ন চান্যথা ।
শিলামধ্যে তথা চক্রং লক্ষ্মীনারায়ণং পরম্ ।। ৫
পারদস্য শতাংশৈকং লক্ষ্মীনারায়ণং নহি ।
প-কারং বিষ্ণুরূপঞ্চ আ-কারং কালিকা তথা ।। ৬

দেবী বলিলেন—হে প্রভু, শ্রবণ করুন ! হে পরমানন্দময়, হে কৌলগণোপাস্য পরাপরকুলরূপিন্ ! আপনি ভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ আমার অজ্ঞাত। হে মহেশ্বর ! শিববীজ পারদ পূর্ণ লিঙ্গস্বরূপ, ইহাতে ভুল নাই। সেইরূপ শিলার মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ-চক্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহাতেও ভুল নাই। ১-২

পারদের শতাংশের একাংশতুল্য হইতে পারে এমন বস্তু আমার জানা নাই। হে মহাদেব! শিববীজ পারদ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, ইহাতেও ভুল নাই। হে প্রভু! কি প্রকারে তাহা লিঙ্গরূপে পরিণত হইতে পারে আমাকে তাহা বলুন। ৩

শিব বলিলেন—হে পরমেশ্বরি ! যেমন কৈলাসশিখরে আমার যে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আছে, কাশীর বিশ্বেশ্বর তাহার ষোড়শ ভাগের একভাগ স্বরূপ এবং শিলামধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ শিববীজ পারদ পূর্ণলিঙ্গস্বরূপ ইহাতেও ভুল নাই। লক্ষ্মীনারায়ণ পারদের শতাংশের একাংশতুল্যও নহে।

রেফং শিবং দ-কারঞ্চ ব্রহ্মরূপং ন চান্যথা।
পারদং পরমেশানি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্ ॥ ৭
যো যজেৎ পারদং লিঙ্গং স এব শম্ভুরব্যয়ঃ।
স এব ধন্যো দেবেশি স জ্ঞানী স তু তত্ত্ববিৎ ॥ ৮
স ব্রহ্মবেত্তা স ধনী স রাজা ভুবি পূজিতঃ।
অণিমাদিবিভূতীনামীশ্বরঃ সাধকোত্তমঃ ॥ ৯
স্ত্রিয়ঃ স্বভাবচপলা গোপিতুং নহি শক্যতে।
অতএব হি দেবেশি বিরতা ভব পার্ব্বতি ॥ ১০

শ্রীদেব্যুবাচ—

কথয়স্ব কৃপানাথ করুণা যদি বর্ত্ততে।
ত্বব বাক্যং বিনা নাথ ক মুক্তিঃ ক চ সাধুতা ॥ ১১

শ্রীশিব উবাচ—

পারদং শিববীজং হি তাড়নং নহি কারয়েৎ।
তাড়নাদ্ বিত্তনাশঃ স্যাৎ তাড়নাৎ সুতহীনতা।
তাড়নাদ্রোগযুক্তঃ স্যাৎ তাড়নান্মরণং ভবেৎ ॥ ১২

'প' বিষ্ণুস্বরূপ, আ-কার কালিকারূপিণী, 'র' শিব ও 'দ' ব্রহ্মস্বরূপ; পারদ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক। ৪-৭

যিনি পারদ-লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন তিনি সাক্ষাৎ শিবরূপী হইয়া থাকেন। হে দেবি! তিনিই ধন্য, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই তত্ত্ববিৎ। ৮

তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ও ধনবান হন, তিনি পৃথিবীতেও রাজার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হন। তিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন এবং উত্তম সাধক হইয়া থাকেন। ৯

স্ত্রীলোকেরা চপল-স্বভাবা, কিছু গোপন রাখিতে পারে না। হে পার্ব্বতি! এইজন্য তুমি এবিষয়ে নিবৃত্ত হও। ১০

দেবী বলিলেন—হে কৃপাময় প্রভু, যদি কৃপা থাকে বলুন। হে নাথ! আপনার বাক্য ভিন্ন মুক্তি কোথায়, সাধুতা কোথায়? ১১

শিব বলিলেন—পারদ শিববীজ, উহাতে আঘাত করিবে না। আঘাত করিলে বিত্তনাশ, পুত্রনাশ, রোগ ও মৃত্যু হইতে পারে। ১২

শ্রীদেব্যুবাচ—

এতদ্‌বিঘ্নাদিকং নাথ সত্যমেব ন সংশয়ঃ।
বিঘ্নাদিরহিতং নাথ কথয়স্ব দয়ানিধে ॥ ১৩

শ্রীশিব উবাচ—

পারদে শিবনির্ম্মাণে নানাবিঘ্নং যতঃ শিবে।
অতএব হি তত্রাদৌ শান্তিস্বস্ত্যয়নং চরেৎ ॥ ১৪
দ্বাদশং পার্থিবং লিঙ্গমুপচারৈশ্চ ষোড়শৈঃ।
পট্টাদিসূত্রনির্মাণং রচিতং শুক্লমেব বা ॥ ১৫
পুরুষস্য যথাযোগ্যং যুগ্মবস্ত্রং নিবেদয়েৎ।
ভোগযোগ্যং প্রদাতব্যং মধুপর্কং সুরেশ্বরি ॥ ১৬
অলংকারং যথাশক্তি দদ্যাৎ কল্যাণহেতবে।
পূজয়েদ্ বহুযত্নেন বিল্বপত্রেণ পার্ব্বতি ॥ ১৭
তোড়লোক্তেন বিধিনা প্রত্যেকমযুতং জপেৎ।
আদৌ পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেৎ ॥ ১৮
পূজান্তে প্রজপেৎ পশ্চাৎ প্রাসাদাখ্যং মহামনুম্।
দক্ষিণান্তং সমাচর্য্য হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯
তাম্বূলং চ তথা মৎস্যং বর্জ্জয়েন্ন কদাচন।
অস্মিংস্তন্ত্রে হবিষ্যান্নং তাম্বূলং মীনমুত্তমম্ ॥ ২০

দেবী বলিলেন—হে নাথ! এইরূপ বিঘ্নাদি সত্যই হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহাতে বিঘ্নাদি না হয় সেইরূপ প্রণালী বলুন। ১৩

শিব বলিলেন—হে পার্ব্বতি! পারদের শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণে যেহেতু নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে সেইজন্য প্রথমে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে। দ্বাদশটি পার্থিব শিবলিঙ্গের ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পুরুষের পরিধানযোগ্য পট্টাদি সূত্রনির্ম্মিত অথবা যে-কোন প্রকার শুক্লবর্ণ বস্ত্রযুগল নিবেদন করিবে। ভোগ-যোগ্য মধুপর্ক প্রদান করিবে। যথাশক্তি অলংকার প্রদান করিবে। বিল্বপত্র দ্বারা অত্যন্ত যত্ন-সহকারে পূজা করিবে। ১৪-১৭

তোড়লতন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে প্রতিটি শিবপূজায় অযুত সংখ্যক জপ করিবে। প্রথমে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ১০৮ জপ করিবে। পূজার শেষে প্রাসাদ মন্ত্র জপ করিবে। দক্ষিণান্ত করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও হবিষ্যাশী হইবে। ১৮-১৯

হোময়েৎ পরমেশানি দশাংশং বা শতাংশকম্ ।
হোমস্য দক্ষিণা কার্য্যা তদা বিঘ্নৈর্ন লিপ্যতে ॥ ২১
ততঃ পরস্মিন্ দিবসে পারদমানয়েদ্ বুধঃ ।
তস্যোপরি জপেন্মন্ত্রং সর্ব্ববন্দ্যনবাত্মকম্ ॥ ২২
ব্যোমবীজং শিবান্তঞ্চ বর্গাদ্যং বিন্দুমস্তকম্ ।
বায়ুবীজং চ ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং ত্র্যম্বকং প্রিয়ে ॥ ২৩
ইমং মন্ত্রং মহেশানি প্রজপেদৌষধোপরি ।
পারদে প্রজপেন্মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং যদি ॥ ২৪
তদেবৌষধযোগেন বদ্ধো ভবতি নান্যথা ॥ ২৫
ততঃ পরস্মিন্ দিবসে শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ।
বরয়েৎ কর্ম্মকর্ত্তারং যথোক্তবিভবাবধি ॥ ২৬
সুবর্ণং চম্পকাকারং কর্ণযুগ্মে নিবেদয়েৎ ।
চতুষ্কোণযুতং স্বর্ণং গ্রীবায়াং সুমনোহরম্ ॥ ২৭
হস্তদ্বয়ে মহেশানি দদ্যাদ্ বলয়-যুগ্মকম্ ।
বলয়ং শুক্লবর্ণং চ অঙ্গুরীয়ং তথৈব চ ॥ ২৮
ঊর্ম্মিং দদ্যাৎ পীতবস্ত্রং ক্ষৌমবস্ত্রযুগং শিবে ।
এবং কৃত্বা মহেশানি শিবরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৯

তাম্বূল ও মৎস্য বর্জ্জনীয় নহে। এই ক্রিয়ায় মৎস্য ও তাম্বূল হবিষ্যান্ন মধ্যে গণ্য। হে পরমেশ্বরি! দশাংশ বা শতাংশ হোম করিবে। হোমের দক্ষিণা দান করিবে। তাহা হইলে বিঘ্ন হইবে না। ২০-২১

তাহার পরদিন পারদ আনয়ন করিয়া তদুপরি নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। নবাক্ষর মন্ত্র—হং ক্ষং কং যং যং যং হং হং হং। ২২-২৩

হে পরমেশ্বরি! ঔষধের উপরে এই মন্ত্র জপ করিবে। পারদের উপর এই মন্ত্র অষ্টাধিক শতবার জপ করিলে ঔষধ-সংযোগে উহা জমাট বাঁধিয়া যাইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। ২৪-২৫

তাহার পরদিন কর্ম্মকর্ত্তাকে বিভবানুসারে যথোক্ত বিধানে বরণ করিবে। তাহার দুই কর্ণে চম্পকাকৃতি সুবর্ণ, গ্রীবাদেশে অতিমনোহর চতুষ্কোণাকার সুবর্ণ, হস্তদ্বয়ে স্বর্ণবলয় যুগল, শুক্লবলয় এবং শুক্ল অঙ্গুরীয় ও স্বর্ণাঙ্গুরীয় প্রদান

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি বিধানং শৃণু পার্ব্বতি !
প্রস্তরে চৈব সংস্থাপ্য ঝিণ্টীপত্ররসেন চ ।
প্রস্তরেণ সমালোড্য কুর্য্যাৎ কর্দ্দমবৎ প্রিয়ে ॥ ৩০
নির্ম্মাণযোগ্যং তত্রৈব যদি স্যাৎ সুরসুন্দরি !
তদা নির্ম্মায় তল্লিঙ্গং পুনর্দৃঢ়তরং চরেৎ ॥ ৩১
স্বপুষ্পসংযুতে বস্ত্রে অঙ্গারে চ করীষকে ।
কিঞ্চিদুষ্ণং প্রকর্ত্তব্যং যতো দৃঢ়তরো ভবেৎ ॥ ৩২
ততো নির্ম্মায় তং লিঙ্গং পুনর্দৃঢ়তরং চরেৎ ।
স্বপুষ্পসংযুতে বস্ত্রে স্থাপয়েৎ পার্থিবে পুনঃ ॥ ৩৩
কিঞ্চিদুষ্ণং প্রকর্ত্তব্যং যাবদ্ দৃঢ়তরো ভবেৎ ।
বিনা হ্যৌষধযোগেন ভস্মীভবতি নান্যথা ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরগৌরীসংবাদে
অষ্টমঃ পটলঃ ॥ ৮ ॥

করিবে। পীতবস্ত্র ও ক্ষৌমবস্ত্র যুগল দান করিবে। এইভাবে বরণ করিয়া শিবরূপে চিন্তা করিবে। ২৬-২৯

হে পার্ব্বতি! অতঃপর লিঙ্গ নির্ম্মাণের বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রস্তর মধ্যে ঐ পারদ স্থাপন করিয়া ঝিণ্টীপত্রের রসের সহিত প্রস্তর দ্বারা আলোড়ন করিয়া কর্দ্দমের ন্যায় করিবে। তাহাতেই যদি নির্ম্মাণযোগ্য হইয়া যায় তাহা হইলে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে পুনরায় দৃঢ়তর করিয়া লইবে। ৩০-৩১

স্বপুষ্প সংযুক্ত বস্ত্রে ঘুঁটের অঙ্গারে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিবে যাহাতে উহা শক্ত হইয়া যাইবে। ৩২

তাহার পর লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দেখিবে এবং প্রয়োজন হইলে পুনরায় শক্ত করিয়া লইবে। পুনরায় স্বপুষ্পযুক্তবস্ত্রে মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া লইবে। যতক্ষণ শক্ত না হয় ততক্ষণ ঐরূপ করিবে। ঔষধ সংযোগ না করিলে উহা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। ৩৩-৩৪

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের
অষ্টম পটল সমাপ্ত। ৮

নবমঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

ভস্মপ্রকারং দেবেশি ! শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ।
কর্ত্তারং বরয়েদাদৌ যথোক্তবিভবাবধি ॥ ১
সুবর্ণং মৌক্তিকযুতং কর্ণযুগ্মে নিবেদয়েৎ ।
হস্তযুগ্মে চ বলয়মঙ্গুরীয়ং তথৈব চ ॥ ২
তাড়দ্বয়ং বাহুযুগ্মে শুদ্ধকাঞ্চননির্ম্মিতম্ ।
গ্রীবায়াং দাপয়েৎ স্বর্ণং চতুষ্কোণং মনোরমম্ ॥ ৩
বস্ত্রযুগ্মং পট্টসূত্র-নির্ম্মিতং চ সুশোভনম্ ।
উষ্ণীষং পীতবস্ত্রঞ্চ পরীধানং চ বাসসম্ ॥ ৪
এবং হি বরয়েদ্দেবি কর্ম্মযোগ্যং বিচিন্তয়েৎ ।
চিন্তয়েচ্ছিবরূপঞ্চ চিন্তয়েৎ ত্রিগুণাত্মকম্ ॥ ৫
ততঃ পরস্মিন্ দিবসে শান্তিস্বস্ত্যয়নং চরেৎ ।
নির্ম্মিতং শুদ্ধস্বর্ণেন বিল্বপত্রেণ সুন্দরি ॥ ৬
সহস্রসংখ্যয়া জপ্যং পার্থিবং দ্বাদশং যজেৎ ।
ষোড়শেনোপচারেণ পট্টবস্ত্রযুগেন চ ॥ ৭
অলংকারবিচিত্রৈশ্চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ।
ভোগযোগ্যং মহেশানি মধুপর্কং নিবেদয়েৎ ॥ ৮

মহাদেব বলিলেন—হে সুরেশ্বরি। পারদভস্ম নির্ম্মাণের প্রণালী শ্রবণ কর। প্রথমে বিভবানুসারে কর্ম্মকর্ত্তাকে যথোক্তবিধানে বরণ করিবে। দুইকর্ণে মুক্তাযুক্ত সুবর্ণ, দুই হস্তে বলয় ও অঙ্গুরীয়, দুই বাহুতে স্বর্ণনির্ম্মিত তাড়ঙ্ক এবং গ্রীবাদেশে মনোরম চতুষ্কোণ সুবর্ণ প্রদান করিবে। ১-৩

পট্টসূত্র-নির্ম্মিত সুন্দর বরণ-বস্ত্রযুগল, পরিধানের বস্ত্র এবং পীতবস্ত্রের উষ্ণীষ প্রদান করিবে। ৪

এই ভাবে বরণ করিয়া কর্ম্মযোগ্য বলিয়া চিন্তা করিবে। তাঁহাকে শিবস্বরূপ ও ত্রিগুণাত্মক চিন্তা করিবে। ৫

তাহার পরদিনে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবে। শুদ্ধস্বর্ণ-নির্ম্মিত বিল্বপত্রে দ্বাদশ পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা করিবে এবং সহস্র সংখ্যায় জপ করিবে। ষোড়শ

স্বর্ণাসনে চ সংস্থাপ্য প্রত্যেকং পূজনং চরেৎ ।
পূজান্তে প্রজপেন্মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং সুধীঃ ॥ ৯
ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং প্রাসাদাখ্যং মনুং ততঃ ।
দিক্‌সহস্রং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং হুনেৎ প্রিয়ে ॥ ১০
হোমস্য দ্রব্যং দেবেশি ! শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ।
বালুকানির্ম্মিতে বাপি কুণ্ডে বা পরমেশ্বরি ॥ ১১
দ্বাত্রিংশদঙ্গুলির্মানং বিস্তৃতং তৎসমং প্রিয়ে ।
ষোড়শাঙ্গুলিমানং হি কণ্ঠং কুর্য্যাৎ সুলক্ষণম্ ॥ ১২
তদূর্দ্ধে পরমেশানি বেদনেত্রাঙ্গুলিং শিবে ।
এবং হি স্বর্ণকুম্ভং চ তাম্রকুম্ভাসমর্থিনা (?) ॥ ১৩
এতদন্যতরং কুম্ভং স্থাপয়েদ্ বেদিকোপরি ।
পট্টবস্ত্রেণ যুগ্মেন স্থাপয়েদ্ বহুযত্নতঃ ॥ ১৪
হোময়েদ্ বিল্বপত্রেণ যথোক্তেন সুরেশ্বরি ।
ত্রিমধ্বক্তেন বিধিনা ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৫
ততস্তু দক্ষিণা কার্য্যা যথোক্তবিভবাবধি ।
সর্ব্বদ্রব্যময়ং মূল্যং দ্বিগুণং বা প্রদাপয়েৎ ॥ ১৬

উপচারে পট্টবস্ত্রযুগল ও বিচিত্র অলংকার দ্বারা পূজা করিবে এবং ভোগযোগ্য মধুপর্ক নিবেদন করিবে। স্বর্ণাসনে স্থাপন করিয়া প্রত্যেকটির পূজা করিবে। পূজার পরে ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। ৬-৯

তাহার পরে ষড়ক্ষর মহামন্ত্র ও প্রাসাদ মন্ত্র দশ হাজার জপ করিবে এবং তাহার দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক হাজার হোম করিবে। ১০

হোমের দ্রব্য ও বিধান শ্রবণ কর। বালুকা-নির্ম্মিত স্থণ্ডিলে কিংবা কুণ্ডে হোম করিবে। উহার পরিমাণ বত্রিশ অঙ্গুলি এবং বিস্তারও তত্তুল্য। কুণ্ডের কণ্ঠদেশ ষোড়শ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। ১১-১২

হে পরমেশ্বরি ! তাহার উর্দ্ধদেশে বেদির উপরে ৩৪ অঙ্গুলি পরিমিত স্বর্ণ-কুম্ভ কিংবা তাম্র-কুম্ভ পট্টবস্ত্র-যুগল দ্বারা সযত্নে বেষ্টিত করিয়া স্থাপন করিবে। অতঃপর ত্রিমধ্বক্ত বিল্বপত্র দ্বারা যথোক্ত বিধানে হোম করিবে। তাহা হইলে নিশ্চিতই ফল লাভ হইবে। ১৩-১৫

(?) স্বর্ণকুম্ভহলে তাম্রকুম্ভে.হসমর্থস্তেতি প্রতিভাতি।

দক্ষিণাবিহীনা যজ্ঞাঃ সিদ্ধিদা ন চ মোক্ষদাঃ।
অতএব মহেশানি দক্ষিণা বিভবাবধি ॥ ১৭
বরাহবৎসমানীয় জন্মমাত্রেঽপি সুন্দরি!
পারদং তোলকং মানং ভক্ষয়েদ্ বহুযত্নতঃ ॥ ১৮
পুনস্তোলকমানং হি মাতৃদুগ্ধং ততঃ পরম্।
পুনশ্চ ভক্ষয়েদ্ ধীমাংস্ততো দুগ্ধং তু ভক্ষয়েৎ ॥ ১৯
ততশ্চ বৎসমানীয় নবদ্বারং প্রযত্নতঃ।
সূত্রযোগেন দেবেশি বদ্ধং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ২০
ততশ্চ হেলকীমন্ত্র-মষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
গজপ্রমাণং দেবেশি দীর্ঘপ্রস্থং তু খাতকম্ ॥ ২১
করীষকেণ দেবেশি পূর্ণং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
তন্মধ্যে স্থাপয়েদ্ বৎসং সন্দহেদ্ বহুযত্নতঃ ॥ ২২
বহ্নিস্থিতে মহেশানি ন স্পৃশেৎ কুণ্ডমুত্তমম্।
কুণ্ডে সুশীতলে জাত উত্থাপ্য বহুযত্নতঃ ॥ ২৩
সর্ব্বপ্রকাশকং মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
বিশ্বেশ্বরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু পার্ব্বতি সাদরম্ ॥ ২৪

অনন্তর বিভবানুযায়ী যথোক্ত দক্ষিণা দান করিবে। দক্ষিণা স্বর্ণাদি দ্রব্যময় হইবে। অথবা তাহার দ্বিগুণ মূল্য। ১৬

হে মহেশ্বরি! দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ ফলপ্রদ ও মোক্ষপ্রদ হয় না। এ জন্য বিভবানুযায়ী যথাযথ দক্ষিণা দান করিবে। ১৭

হে সুন্দরি! একটি বরাহবৎস জন্ম মাত্রেই আনয়ন করিয়া বহু যত্নে তাহাকে এক তোলা পরিমাণ পারদ ভক্ষণ করাইবে এবং তারপর এক তোলা পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ পান করাইবে। তার পরে পুনরায় এক তোলা পারদ ও মাতৃদুগ্ধ পান করাইবে। তার পরে সেই বৎসটিকে আনিয়া বহু যত্নে সূত্র দ্বারা তাহার নবদ্বার বন্ধন করিবে। ১৮-২০

অনন্তর হেলকী মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। হে দেবেশি! একটি হস্তীর পরিমাণ দীর্ঘ-প্রস্থ করিয়া একটি গর্ত্ত খনন করিবে। ঘুঁটে দ্বারা ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ বৎসটিকে স্থাপন করিয়া বহু যত্নে দগ্ধ করিবে। আগুন

পারদং তোলকং মানং তাম্রপাত্রে তু লেপয়েৎ।
চূর্ণং কুর্য্যান্মহেশানি গন্ধকং সার্দ্ধতোলকম্ ॥ ২৫
সমাচ্ছাদ্য প্রযত্নেন চূর্ণেন পরমেশ্বরি।
সন্দহেদ্ বহুযত্নেন মন্দমন্দেন বহ্নিনা ॥ ২৬
কৃষ্ণবর্ণং রেণুযুতং দৃষ্ট্বা উত্থাপ্য সুন্দরি।
রক্তিপ্রমাণং তদ্ দ্রব্যং ভক্ষয়েদ্ যদি সুন্দরি ॥ ২৭
সত্যং সত্যং সর্ব্বকুষ্ঠং ভক্ষণান্নাশমাপ্নুয়াৎ।
অনুপানমুষ্ণতোয়ং মৎস্যাদীন্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৮
এবং প্রয়োগং দেবেশি ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী।
প্রথমে দিবসে পুত্রান্ দ্বিতীয়ে দিবসে ধনম্ ॥ ২৯
তৃতীয়ে দিবসে শক্তিং চতুর্থে দিবসে গৃহম্।
পঞ্চমে দিবসে রোগং নাশং তু জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৩০
অতএব মহেশানি আত্মস্বস্ত্যয়নং চরেৎ।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা মন্ত্রী চতুর্গুণং সমাচরেৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরগৌরীসংবাদে নবমঃ পটলঃ ॥ ৯

থাকিতে থাকিতে ঐ কুণ্ডটি স্পর্শ করিবে না। কুণ্ডটি শীতল হইলে যত্ন সহকারে উত্তোলিত করিয়া সর্ব্বপ্রকাশক মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। ঐ বিশ্বেশ্বর মন্ত্রটি বলিব, সাদরে শ্রবণ করিও। ২১-২৪

পরে ঐ পারদ এক তোলা পরিমাণ লইয়া তাম্রপাত্রে লেপন করিবে এবং দেড় তোলা গন্ধক চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মন্দ মন্দ অগ্নিতে যত্ন পূর্ব্বক দগ্ধ করিবে। ২৫-২৬

উহা কৃষ্ণবর্ণ রেণুযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া উত্তোলিত করিবে। ঐ রেণু রেণু-ভস্ম এক রতি পরিমিত উষ্ণ জল অনুপানে ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ-ব্যাধি বিনষ্ট হইবে, ইহা অতি সত্য। মৎস্যাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক উহা সেবন করিতে হইবে। ২৭-২৮

হে দেবেশি! পুত্রবান্ গৃহস্থ এই [পারদভস্ম নির্ম্মাণ] কার্য্য করিবে না। করিলে প্রথম দিনে পুত্র, দ্বিতীয় দিনে ধন, তৃতীয় দিনে শক্তি, চতুর্থ দিনে গৃহ নষ্ট হইবে এবং পঞ্চম দিবসে রোগ ও মৃত্যু উপস্থিত হইবে। ২৯-৩০

হে মহেশ্বরি! এই জন্যই মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধানে নিজের জন্য চতুর্গুণ স্বস্ত্যয়ন করিবে। ৩১

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের নবম পটল সমাপ্ত। ৯

দশমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

নরাকৃতিং গুরুং নাথ মন্ত্রং বর্ণাত্মকং তথা।
ধ্যানানুরূপিণং দেবমেকত্বং বা কথং বদ ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

গুরুবক্ত্রান্মহামন্ত্রো লভ্যতে সাধকোত্তমৈঃ।
যদ্দেবাজ্জায়তে বীজস্তস্য মূর্ত্তির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২
দেবতায়াঃ শরীরঞ্চ বীজাদুৎপদ্যতে প্রিয়ে।
গুরোরাজ্ঞানুসারেণ চান্যমূর্ত্তিস্তু জায়তে ॥ ৩
গুর্ব্বাদিভাবনাদ্ দেবি ভাবসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
অতএব মহেশানি চৈকত্বং পরিকথ্যতে ॥ ৪

শ্রীদেব্যুবাচ—

যচ্চাক্ষুষং মহাদেব তদাকারং বিচিন্তয়েৎ।
অচাক্ষুষে মহাদেব ধ্যানং বা কীদৃশং ভবেৎ ॥ ৫

শ্রীশিব উবাচ—

শব্দব্রহ্মময়ং দেবি মম বক্ত্রাদ্ বিনির্গতম্।
আকাররহিতে দেবি যথা ধ্যানাদিকং ভবেৎ ॥ ৬

দেবী বলিলেন—হে নাথ! গুরু নররূপী, মন্ত্র বর্ণরূপী, দেবতা ধ্যানমন্ত্রের অনুরূপ রূপসম্পন্ন, ইহাদের একত্ব কেমন করিয়া সম্ভব তাহা বলুন। ১

শিব বলিলেন—সাধকগণ গুরুর মুখ হইতে মহামন্ত্র লাভ করেন। যদি একটি বীর্য্যবান বীজ হয় তাহার একটি আকৃতি [ধারণ] নিশ্চয় হইতে পারে। হে প্রিয়ে! দেবতার শরীরও ত বীজ [মন্ত্র] হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুরুর আদেশানুসারে বিভিন্ন মূর্ত্তিও হইতে পারে। হে দেবি! গুরু, মন্ত্র ও দেবতার ঐক্যভাবনায় ভাবসিদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্যই একত্ব কথিত হইয়াছে। ২-৪

দেবী বলিলেন—হে মহাদেব! যাহা চাক্ষুষ, তাহার আকার চিন্তা করা যায়। যাহা চাক্ষুষ নহে, তদ্বিষয়ে ধ্যান কিরূপে হইতে পারে? ৫

তথৈবোচ্চারণেনৈব ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
সত্যং সত্যং মহেশানি প্রত্যক্ষং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

শ্রীদেব্যুবাচ—

পশুপ্রদানে বাক্যং তু কীদৃশং বদ শঙ্কর।
যেন বাক্যেন দেবেশ দেবী তুষ্টা ভবত্যপি ॥ ৮

শ্রীশিব উবাচ—

মৃগে মহিষে চোষ্ট্রে চ পশুশব্দং ন যোজয়েৎ।
ছাগলে চ তথা সিংহে ব্যাঘ্রে চ পরমেশ্বরি ॥ ৯
পশুশব্দং যোজয়িত্বা মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
পশুভাবস্থিতো মন্ত্রী মহিষো দীয়তে যদি ॥ ১০
বলিদানং প্রকর্ত্তব্যং ন মাংসং ভক্ষয়েন্নরঃ।
সম্যক্ ফলং ন লভতে দশাংশং লভতে প্রিয়ে ॥
মহিষাদি প্রদাতব্যং দিব্যবীরমতে স্থিতৈঃ।
স এব সিদ্ধিমাপ্নোতি ফলং সম্যক্ প্রিয়ংবদে ॥ ১২
পশুদানং বিনা দেবি পূজয়েন্ন কদাচন।
তথা চ নিত্যপূজায়াং যদি শক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১৩

শিব বলিলেন—হে দেবি! যাহা আকৃতিশূন্য, তাহার ধ্যান যেরূপে সম্ভব হইতে পারে—তাদৃশ শব্দ-ব্রহ্মময় ধ্যানমন্ত্র আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। ভক্তিযুক্ত চিত্তে সেইরূপ ধ্যান-মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলেই তাহা সত্যই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৬-৭

দেবী বলিলেন—হে শঙ্কর! পশু বলিদানের বাক্য কিরূপ? যে বাক্যে দেবীর সন্তোষ হইয়া থাকে। ৮

শিব বলিলেন—মৃগ, মহিষ ও উষ্ট্র বলিতে পশু শব্দ উচ্চারণ করিবে না। হে পরমেশ্বরি! পশুভাবে অবস্থিত মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছাগল, সিংহ ও ব্যাঘ্রে পশু-শব্দ যোগ করিয়া মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। যদি মহিষ বলিদান করিতে হয়, তবে বলিদান করিবে, মাংস ভক্ষণ করিবে না। তাহাতে সম্পূর্ণ ফল লাভ না হইলেও দশাংশ ফল লাভ হইবে। ৯-১১

দিব্য ও বীরমতে অবস্থিত ব্যক্তিগণ মহিষাদি বলিদান করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে এবং সম্পূর্ণ ফল হইবে। ১২

কেবলং বলিদানেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
নির্ধনঃ পরমেশানি যদি পূজাদিকং চরেৎ ॥ ১৪
বৎসরান্তে প্রদাতব্যং বলিমেকং সুরেশ্বরি।
অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাদাজন্ম পূজনাদপি ॥ ১৫
বলিদানং মহাযজ্ঞং কলিকালে চ চণ্ডিকে।
অশ্বমেধাদিকং যজ্ঞং কলৌ নাস্তি সুরেশ্বরি ॥ ১৬
কেবলং বলিদানেন চাশ্বমেধফলং ভবেৎ।
যজ্ঞাবশেষং যদ্ দ্রব্যং ভোজনীয়ং ন চান্যথা ॥ ১৭
যজ্ঞাবশেষভোগেন স যজ্ঞী নাত্র সংশয়ঃ।
ন ভক্ষেদ্ যদি মোহেন ন যজ্ঞফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৮
ত্যাজ্যং দ্রব্যং কথং দেবি মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১৯
ব্রহ্মরূপং মহাতন্ত্রং মম বক্ত্রাদ্ বিনির্গতম্।
স পূতঃ সর্ব্বপাপভ্যো যদি চৈকাক্ষরং শ্রুতম্ ॥ ২০
মহাভক্তিযুতো ভূত্বা শৃণোতি পটলং যদি।
কিং তস্য ধ্যানপূজায়াং তীর্থস্নানেন তস্য কিম্ ॥ ২১

হে দেবি! পশু বলিদান ব্যতিরেকে কখনও পূজা করিবে না। এমন কি নিত্য পূজাতেও যদি শক্তি থাকে কেবল বলিদান করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। হে পরমেশ্বরি! দরিদ্র ব্যক্তি যদি পূজা করে, বৎসরান্তে অন্তত: একটি বলিদান করিবে। নতুবা আজন্ম পূজা করিলেও কোন ফল হইবে না। ১৩-১৫

হে চণ্ডিকে! কলিকালে বলিদান মহাযজ্ঞ। কলিতে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ নাই। ১৬

কেবল বলিদানের দ্বারাই কলিতে অশ্বমেধের ফল হইবে। যজ্ঞাবশিষ্ট যে দ্রব্য থাকিবে তাহা ভোজন করিতে হইবে। ইহার অন্যথা না হয়। ১৭

যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিলে সে যজ্ঞফলভাগী হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি মোহবশতঃ যজ্ঞশেষ ভোজন না করে, তাহা হইলে যজ্ঞফলভাগী হইবে না! হে দেবি। নিজের যাহা ত্যাজ্য অর্থাৎ নিজে যাহা ভোজন করে না, মহাদেবীকে তাহা কিরূপে নিবেদন করিবে? ১৮-১৯

এই ব্রহ্মরূপী মহাতন্ত্র আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহার একটি অক্ষরও যদি কেহ শ্রবণ করে তবে সে ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২০

শব্দব্রহ্মময়ং জ্ঞাত্বা সমস্তং যদি চণ্ডিকে।
কেবলং শ্রবণেনৈব স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২
অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণেনৈব যৎ ফলম্।
চতুর্ব্বেদেন সাঙ্গেন শ্রবণেনৈব যৎ ফলম্ ॥ ২৩
অস্য তন্ত্রস্য দেবেশি কলাং [1]নার্হতি ষোড়শীম্।
ব্রহ্মরূপমিদং তন্ত্রং সারাৎ সারং পরাৎ পরম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরগৌরীসংবাদে
দশমঃ পটলঃ ॥ ১০ ॥

অতিশয় ভক্তিযুক্ত হইয়া যদি কেহ একটী মাত্র পটল শ্রবণ করে তবে তাহার ধ্যান বা পূজার প্রয়োজন কি? তীর্থস্নানেই বা তাহার আবশ্যক কি? ২১

হে চণ্ডিকে! শব্দব্রহ্মময় সমগ্র তন্ত্র যদি শ্রবণ করে তবে শুধু শ্রবণের দ্বারাই সে ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২২

অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে যে ফল হয়, ষড়ঙ্গসমন্বিত চারিবেদ শ্রবণ করিলে যে ফল হয়, হে সুরেশ্বরি! তাহা এই তন্ত্রের শ্রবণফলের ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে। এই তন্ত্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা সমস্ত সারবস্তুর সারস্বরূপ, ইহা শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২৩-২৪

হরগৌরীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদ-তন্ত্রের দশম পটল সমাপ্ত। ১০

১। নার্হতীত্যাদর্শে দৃশ্যতে।

একাদশঃ পটলঃ

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

প্রাসাদং মণ্ডপং বাপি যদি দেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
বিধানং তস্য মাহাত্ম্যং বদ মে পরমেশ্বর ॥ ১
কূপাদিকং মহাদেব যদি দেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
বিধানং তস্য মাহাত্ম্যং বদ মে পরমেশ্বর ॥ ২

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যেন প্রাসাদমুৎসৃজেৎ।
তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে বেদিকাং চতুরস্রিকাম্ ॥ ৩
প্রকুর্য্যাদ্ বহু যত্নেন বস্ত্রেণ বেষ্টনং চরেৎ।
তদভাবে মহেশানি তৃণেনৈব চ বেষ্টয়েৎ ॥ ৪
কুম্ভযুগ্মং স্থাপয়িত্বা ক্ষৌমবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
যুগ্মং যুগ্মং ক্ষৌমবস্ত্রং কুম্ভযুগ্মে নিয়োজয়েৎ ॥ ৫
ঈশকুম্ভে যজেদ্দেবীমাগ্নেয্যামগ্নিদৈবতম্।
চতুঃষষ্ট্যুপচারেণ পূজয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৬
অভাবে পূজয়েদ্ দেবীং তদর্দ্ধেন প্রযত্নতঃ।
অথবা পরমেশানি যথাশক্ত্যুপচারতঃ ॥ ৭

শ্রীচণ্ডিকা দেবী বলিলেন—হে পরমেশ্বর! যদি কেহ প্রাসাদ বা মণ্ডপ দেবীকে নিবেদন করে, তাহার বিধান কি এবং ফল কি আমাকে বলুন। ১

হে মহাদেব! যদি কূপাদি জলাশয় দেবীকে উৎসর্গ করা হয়, তবে তাহার বিধান এবং ফলও আমাকে বলুন। ২

শঙ্কর বলিলেন—হে দেবি! যে বিধানে প্রাসাদ উৎসর্গ করিবে, তাহা বলিব, শ্রবণ কর। প্রাসাদের পশ্চিম দিকে চতুষ্কোণ বেদী নির্ম্মাণ করিবে। বস্ত্র দ্বারা উহা ঘিরিয়া দিবে। হে মহেশ্বরি! বস্ত্রাভাবে তৃণদ্বারাও বেষ্টন করা যায়। ৩-৪

দুইটী কুম্ভ স্থাপন করিয়া ক্ষৌমবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। এক এক জোড়া ক্ষৌমবস্ত্র ঐ দুইটী কুম্ভোপরি প্রদান করিবে। ৫

ঈশান কোণের কুম্ভটীতে দেবীর পূজা করিবে এবং অগ্নিকোণের কুম্ভটিতে

পূজয়েদ্ বহুযত্নেন ততো হোমাদিকং চরেৎ।
আগমোক্তেন বিধিনা কুর্য্যাৎ তত্র কুশণ্ডিকাম্ ॥ ৮
ত্রিমধ্বক্তেন দেবেশি বিল্বপত্রেণ হোময়েৎ।
সহস্রং হোময়েন্মন্ত্রী শতন্যূনং ন কারয়েৎ ॥ ৯
পূর্ণাহুতিং ততো দত্বা ততো বাক্যং সমাচরেৎ।
অদ্যেত্যাদি সমুচ্চার্য্য সৌরমাসং সমুচ্চরেৎ ॥ ১০
তিথিগোত্রং চামুকোঽহং ধর্ম্মার্থকামমেব বা।
প্রাপ্তয়ে পরমেশানি ততো মূলং সমুচ্চরেৎ ॥ ১১
[১]দেবতায়ৈ নমঃ পশ্চাদ্ দক্ষিণাং দাপয়েদ্ গুরৌ।
কুম্ভতোয়েন দেবেশি স্নাপয়েদ্ যজমানকম্ ॥ ১২
সুরাস্ত্বাদীন্ সমুচ্চার্য্য শান্তিং কুর্য্যাৎ ততো গুরুঃ।
সর্ব্বাদৌ গুরুদেবস্য বরণং কারয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৩
সুবর্ণং চম্পকাকারং কর্ণযুগ্মে নিবেদয়েৎ।
চতুষ্কোণযুতং স্বর্ণং গ্রীবায়াং পরিযোজয়েৎ ॥ ১৪

অগ্নিদেবতার পূজা করিবে। ইষ্টদেবতাকে চতুঃষষ্টি উপচারে অথবা দ্বাত্রিংশৎ উপচারে কিংবা যথাশক্তি উপচার দানে পূজা করিবে। ৬-৭

তারপর অতিশয় যত্ন সহকারে হোমাদি কার্য্য করিবে। আগমোক্ত বিধানে কুশণ্ডিকা করিবে। ৮

হে দেবেশি! মধুত্রয়যুক্ত বিল্বপত্র দ্বারা সহস্রসংখ্যক হোম করিবে। অন্ততঃ একশত হোমের কম করিবে না। ৯

তারপর পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া উৎসর্গ-বাক্য পাঠ করিবে। 'অদ্যে'ত্যাদি বলিয়া সৌরমাস উল্লেখ পূর্ব্বক তিথি গোত্র নিজনাম উচ্চারণ করিয়া 'ধর্ম্মার্থ-কামপ্রাপ্তয়ে' বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক 'অমুক দেবতায়ৈ নমঃ' এইবাক্যে উৎসর্গ করিবে। পরে গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে। গুরু কুম্ভোদকে যজমানকে স্নান করাইবেন। ১০-১২

গুরু "সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তি দান করিবেন। সর্ব্বপ্রথমে গুরুদেবের বরণ করিতে হয়। ১৩

১। কেষুচিৎ স্থানেষু কেচন 'অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা—ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ' ইত্যেবং বাক্যমুচ্চারয়ন্তি। আস্যাম্ভটস্য মূল-মিদানীং প্রাপ্তম্।

উষ্ণীষং চ ততো দদ্যাৎ কণ্ঠে মালাং নিযোজয়েৎ।
তাড়যুগ্মং ততো বাহৌ বলয়ং মণিবন্ধকে ॥ ১৫
অঙ্গুল্যামঙ্গুরী দেয়া দিব্যবস্ত্রং নিযোজয়েৎ।
এবং হি বরণং কৃত্বা কর্ম্মযোগ্যং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬
গুরুং বা গুরুপুত্রং বা বরয়েদ্ যত্নতঃ সুধীঃ।
সদস্যং নহি কর্ত্তব্যং তন্ত্রধারং ন তত্র বৈ ॥ ১৭
ব্রহ্মাণং নহি কর্ত্তব্যং কেবলং বরয়েদ্ গুরুম্।
গুরোর্ভৃত্যো মহেশানি ভৈরবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮
স্বীয়েন পরিধানেন বাসসা তোষয়েৎ স্বয়ম্।
স্বয়ং হোতা ভবেদ্ বিপ্রো গুরোরাজ্ঞানুসারতঃ ॥ ১৯
মায়াবীজং সমুচ্চার্য্য 'আধারশক্তয়ে নমঃ'।
অনেন মনুনা দেবি বেদিসংস্কারমাচরেৎ ॥ ২০
'ভূরসী'ত্যাদিমন্ত্রেণ ঘটযুগ্মাভিমন্ত্রিতম্।
অস্ত্রান্তেনৈব মূলেন উষ্ণীষং পরিযোজয়েৎ ॥ ২১

চম্পকাকার সুবর্ণ দুই কর্ণে নিবেদন করিতে হয়, গ্রীবাদেশে চতুষ্কোণ স্বর্ণ যোজনা করিতে হয়। ১৪

তারপর উষ্ণীষ ও গলদেশে মাল্যদান করিতে হয়। বাহুতে তাড়ঙ্কযুগল, মণিবন্ধে বলয়, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় দিয়া উত্তম বস্ত্র প্রদান করিতে হয়। এইভাবে বরণ করিয়া তবে কর্ম্মযোগ্য হইলেন ইহা চিন্তা করিতে হয়। ১৪-১৬

গুরু অথবা গুরুপুত্রকে যত্নপূর্ব্বক বরণ করিবে। ইহাতে সদস্য বা তন্ত্রধারক নিয়োগ করিতে হইবে না। ১৭

ব্রহ্মা বরণেরও আবশ্যকতা নাই। কেবল গুরুবরণ করিলেই হইবে। হে মহেশ্বরি! ভৈরব গুরুর ভৃত্য। ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৮

স্বীয় পরিধান-বস্ত্রতুল্য বস্ত্রদ্বারা স্বয়ং গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণ গুরুর আজ্ঞা লইয়া নিজেই হোতা হইবে। ১৯

হে দেবি! মায়াবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক 'আধারশক্তয়ে নমঃ' এই বলিয়া বেদী শোধন করিবে। ২০

'ভূরসি' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ঘটযুগল অভিমন্ত্রিত করিবে। মূলমন্ত্রের শেষে অস্ত্র মন্ত্র যোগ করিয়া উষ্ণীষ বন্ধন করিবে। ২১

বেদোক্তং চৈব স্মৃত্যুক্তং মন্ত্রং ন যোজয়েৎ সুধীঃ।
এবং কূপাদিদানেষু কর্ত্তব্যং পরমেশ্বরি ॥ ২২
অন্যৎ সর্ব্বং সমানং হি প্রাসাদাদিস্থলে পুনঃ।
কূপাদিযোজনং কুর্য্যাদ্ যষ্টিপ্রোতনমাচরেৎ ॥ ২৩
চতুর্হস্তপ্রমাণং চ মধ্যভাগে তু প্রোতনম্।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততো বহ্নিবধূং ন্যসেৎ ॥ ২৪
ততো যষ্টিং সমুচ্চার্য্য প্রোতয়ামি বদেৎ সুধীঃ।
তত্র সন্তরণং ধেনুং নৈব কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ২৫
ধেনুসন্তরণেনৈব ফলহানিঃ প্রজায়তে ॥ ২৬
স্বর্ণং রূপ্যং প্রবালঞ্চ দক্ষিণাং পরিযোজয়েৎ।
স্নাপয়িত্বা কুম্ভতোয়ৈঃ শান্তিং কুর্য্যাৎ ততো গুরুঃ ॥ ২৭
অনেনৈব বিধানেন কূপাদ্যুৎসর্গমাচরেৎ।
বাপীকূপতড়াগাদি হ্যনেনোৎসর্গমাচরেৎ ॥ ২৮
দীর্ঘিকাঞ্চ পুষ্করিণীং হ্যনেনৈব জলাশয়ম্।
উৎসৃজ্য পরয়া ভক্ত্যা মহাদেব্যৈ প্রযত্নতঃ ॥ ২৯
পুরুষং সপ্তমং কান্তে পিতৃবংশে চ মাতরি।
সপ্তমং পুরুষং কান্তে! মাতৃবংশে সমং প্রিয়ে ॥ ৩০

বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিবে না। হে পরমেশ্বরি! কূপাদি উৎসর্গও এই প্রকারে কর্ত্তব্য। ২২

অন্য সমস্তই সমান হইবে, কেবল প্রাসাদাদিস্থলে কূপাদি শব্দ যোগ করিবে এবং একটি যষ্টি প্রোথিত করিবে। ২৩

চারিহস্ত পরিমিত একটি যষ্টি মধ্যভাগে প্রোথিত করিবে। প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তারপর স্বাহান্তে 'যষ্টিং প্রোতয়ামি' বলিবে। তাহাতে ধেনুকে সন্তরণ করাইবে না। ধেনু সন্তরণের দ্বারা ফল হানি ঘটিয়া থাকে। ২৪-২৬

স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রবাল দক্ষিণা দিবে। তারপর গুরু কুম্ভোদকে স্নান করাইয়া শান্তি দান করিবেন। ২৭

কূপাদি উৎসর্গ এই বিধানেই করিবে। বাপী, কূপ, তড়াগ, প্রভৃতি সমস্তই এই বিধানেই উৎসর্গ করিবে। এই বিধানে দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, সাধারণ

কৈলাসে নিবসেন্নিত্যং দেব্যা বরপ্রসাদতঃ।
স্বয়ং দেবস্বরূপশ্চ জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
অশ্বমেধসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
যৎ ফলং লভতে দেবি তস্মাল্লক্ষগুণং ভবেৎ ॥ ৩২
মেরুতুল্যং সুবর্ণং তু ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি তস্মাল্লক্ষগুণং ভবেৎ ॥ ৩৩
পূর্ণশস্যেন দেবেশি সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্।
প্রদদ্যাদ্ বহুযত্নেন ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
তস্মাল্লক্ষগুণং পুণ্যমনেন পরমেশ্বরি ॥ ৩৪
সদক্ষিণং ব্রতং সর্ব্বং দানং যদ্ বেদসম্মতম্।
তস্মাল্লক্ষগুণং পুণ্যমনেন পরমেশ্বরি ॥ ৩৫

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

যজ্ঞসূত্র-ধারণেন ভূপূজ্যো নাত্র সংশয়ঃ।
ইদানীং যজ্ঞসূত্রস্য বিধানং ময়ি কথ্যতাম্ ॥ ৩৬

জলাশয় পরমভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবীকে উৎসর্গ করিয়া দেবীর বরপ্রভাবে পিতৃ-বংশের সাতপুরুষ ও মাতৃবংশের সাতপুরুষ সহ নিত্য কৈলাসে বাস করিবে। স্বয়ং দেবস্বরূপ ও জীবন্মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ২৮-৩১

সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞে যে ফল, তাহার লক্ষগুণ ফল লাভ হইবে। ৩২

হে পরমেশ্বরি! সুমেরু পর্ব্বততুল্য স্বর্ণরাশি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা লক্ষগুণ ফল লাভ হইবে। হে দেবেশি! পূর্ণশস্য-সমন্বিতা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা অপেক্ষা লক্ষগুণ পুণ্য ইহাতে হইবে। ৩৩-৩৪

দক্ষিণাযুক্ত সমস্ত ব্রত, বেদসম্মত যাহা কিছু দান, তাহা অপেক্ষা লক্ষগুণ পুণ্য ইহাতে লাভ হইবে। ৩৫

চণ্ডিকা দেবী বলিলেন—যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলে পৃথিবীতে পূজ্য হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। যজ্ঞসূত্রের বিধান আমার নিকট বলুন। ৩৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

যজ্ঞসূত্রস্য যন্মানং তচ্ছৃণুষ্ব বরাননে।
ঋগ্ বেদী ধারয়েৎ সূত্রং নাভেরূর্দ্ধং স্তনাদধঃ ॥ ৩৭
[1]যজুষাং সূত্রমানং হি আশ্চর্য্যং শৈলজে পরম্।
বাহুমূলপ্রমাণেন যজ্ঞসূত্রং দ্বিজাতিভিঃ।
ধারণীয়ং প্রযত্নেন নান্যদ্ দৈর্ঘ্যং কদাচন ॥ ৩৮
সামগস্য যজ্ঞসূত্রং ত্রিবিধং বরবর্ণিনি।
ব্রহ্মরন্ধ্রান্নাভিদেশপর্য্যন্তং যজ্ঞসূত্রকম্ ॥ ৩৯
অথবাপি চ গ্রীবায়ামারোপ্য নাভি-সংস্পৃশৎ[2]।
তস্মাৎ পৃষ্ঠে মেরুদণ্ডপর্য্যন্তং যজ্ঞসূত্রকম্ ॥ ৪০
অথবা পরমেশানি প্রকারান্তরকং শৃণু।
গ্রীবায়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠপর্য্যন্তং যজ্ঞসূত্রকম্ ॥ ৪১
অথবা ধারয়েৎ সূত্রং যত্নেন যজুষাং মতম্।
অথর্বী ধারয়েৎ সূত্রং সামগস্য প্রমাণতঃ ॥ ৪২

শঙ্কর বলিলেন—হে বরাননে! যজ্ঞসূত্রের পরিমাণ শ্রবণ কর। ঋগ্বেদীরা স্তনের নিম্নে ও নাভির উর্দ্ধে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে। ৩৭

হে শৈলজে! যজুর্ব্বেদীয়দিগের যজ্ঞসূত্রের পরিমাণ আশ্চর্য রকমের। যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণেরা বাহুমূলপ্রমাণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে। ইহা ভিন্ন অন্যরূপ দৈর্ঘ্যযুক্ত যজ্ঞসূত্র কদাচ ধারণ করিবে না। ৩৮

হে সুন্দরি! সামবেদীয়দিগের যজ্ঞসূত্র তিন প্রকার। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নাভি পর্যন্ত, অথবা গ্রীবা হইতে নাভিস্পর্শ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ড পর্যন্ত যজ্ঞসূত্র হইবে। ৩৯-৪০

হে পরমেশ্বরি! অথবা আর এক প্রকার শ্রবণ কর। সামবেদীর গ্রীবা হইতে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত যজ্ঞসূত্র হইবে। ৪১

১। যজ্ঞসূত্রস্যোপাদানমুক্তং মহানীলতন্ত্রে—
কার্পাসন্তু দ্বিজাতীনাং ক্ষৌমং চ ভূভুজাং তথা।
বৈশ্যানাং শণসূত্রং চ শঙ্করস্য মতেন চ।

২। সংস্পৃশেৎ—ইতি আদর্শে পাঠঃ।

অথবা ধারয়েদ্ যজ্ঞসূত্রং পরমমোহনম্ ।
আজ্ঞাচক্রান্নাভিদেশপর্য্যন্তং যজ্ঞসূত্রকম্ ॥ ৪৩
এতৎ সঙ্কেতমজ্ঞাত্বা যঃ কুর্য্যাৎ সূত্রধারণম্ ।
স চণ্ডালসমো দেবি যদি ব্যাসসমো ভবেৎ । ৪৪

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরগৌরীসংবাদে
একাদশঃ পটলঃ ॥ ১১

অথবা যজুর্ব্বেদীয়দিগের ন্যায় যজ্ঞোপবীত সামবেদীরাও ধারণ করিবে। অথর্ব্ববেদী সামবেদীর পরিমাণে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে। ৪২

অথবা অথর্ব্ববেদীরা ভ্রূমধ্য হইতে নাভি পর্যন্ত পরিমাণে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে। ৪৩

এই সঙ্কেত না জানিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, সে ব্যাসতুল্য হইলেও চণ্ডাল-সদৃশ গণ্য হইবে। ৪৪

হরগৌরীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের একাদশ পটল সমাপ্ত। ১১

দ্বাদশঃ পটলঃ

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি পূজাধারং সুদুর্লভম্ ।
শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমায়াং ঘটে জলে ॥ ১
পুস্তিকায়াং চ গঙ্গায়াং শিবলিঙ্গে প্রসূনকে ।
শালগ্রামে শতগুণং মণৌ তদ্বৎ ফলং লভেৎ ॥ ২
যন্ত্রে লক্ষগুণং প্রোক্তং মূর্ত্তৌ লক্ষং সুলোচনে ।
ঘটে চৈকগুণং প্রোক্তং জলে চৈকগুণং প্রিয়ে ॥ ৩
পুস্তিকায়াং সহস্রন্তু গঙ্গায়াং তৎসমং ফলম্ ।
শিবলিঙ্গে হ্যনন্তং হি বিনা পার্থিবলিঙ্গকম্[1] ॥ ৪
পুষ্পযন্ত্রে মহেশানি পূজনাৎ সর্ব্বসিদ্ধিভাক্ ।
শালগ্রামে চ পূজায়াং ন লিখেদ্ যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৫
মণৌ স্থিতে মহেশানি ন লিখেদ্ যন্ত্রমুত্তমম্ ।
প্রতিমায়াং চ পূজায়াং ন লিখেদ্ যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৬

শঙ্কর বলিলেন—অনন্তর পূজার আধারের কথা বলিব, যেকথা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। শালগ্রাম, মণি, যন্ত্র, প্রতিমা, ঘট, জল, পুস্তক, গঙ্গা, শিবলিঙ্গ, যন্ত্রপুষ্প—এইগুলি পূজার আধার। শালগ্রামে শতগুণ, মণিতেও শতগুণ ফল লাভ হয়। যন্ত্রে লক্ষগুণ ফলের কথাও উল্লেখ আছে। হে সুলোচনে! প্রতিমাতেও লক্ষগুণ ফল। ঘটে একগুণ এবং জলেও একগুণ ফলের কথা উক্ত আছে। ১-৩

পুস্তকোপরি পূজায় সহস্রগুণ ফল এবং গঙ্গাতেও তত্তুল্য ফল হইয়া থাকে। পার্থিব লিঙ্গ ভিন্ন অন্য শিবলিঙ্গে অনন্ত ফল হয়। হে মহেশ্বরি! পুষ্পাত্মক যন্ত্রে (অর্থাৎ যন্ত্রপুষ্পে) পূজা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। শালগ্রামে পূজাস্থলে যন্ত্র অঙ্কন করিবে না। ৪-৫

১। পার্থিব লিঙ্গে দোষশ্রুতিরস্তি গুপ্তসাধনতন্ত্রে—"ন কুর্য্যাৎ পার্থিবে লিঙ্গে দেবীপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। পার্থিবে পূজনাদ্ দেবি। সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে"। ইতি। দেবতাবিশেষে পার্থিবলিঙ্গপূজানুজ্ঞাতং প্রশংসিতং চান্যত্র—"কালিকাং তারিণীং চৈব ত্রিপুরাং ভুবনেশ্বরীম্। যোঽর্চয়েৎ পার্থিবে লিঙ্গে স যাতি পরমাং গতিম্"। ইত্যাদি।

প্রতিমায়াশ্চ পুরতো ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ।
পরিবারান্ যজেৎ তত্র ঘটে তু পরমেশ্বরি ॥ ৭
যন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবাংশ্চ ঘটবক্ত্রে প্রপূজয়েৎ।
সমস্তদেবতারূপং ঘটং তু পরিচিন্তয়েৎ।
সুরদ্রুমস্বরূপোঽয়ং ঘটো হি পরমেশ্বরি ॥ ৮
জন্মস্থানং মহাযন্ত্রং যদি কুর্য্যাৎ তু সাধকঃ।
তত্র মূর্ত্তিং ন কুর্য্যাৎ তু কদাচিদপি মোহতঃ ॥ ৯
যদি মূর্ত্তিং প্রকুর্য্যাত্তু তত্র যন্ত্রং ন কারয়েৎ।
যদি কুর্য্যাত্তু মোহেন যজেদ্ বারদ্বয়ং প্রিয়ে ॥ ১০
দ্বিগুণং পূজনং তত্র দ্বিগুণং বলিদানকম্।
দ্বিগুণং প্রজপেন্মন্ত্রং দ্বিগুণং হোময়েৎ সুধীঃ ॥ ১১
অন্যথা বিফলা পূজা বিফলং বলিদানকম্।
সর্ব্বং হি বিফলং যস্মাৎ তস্মাদ্ যন্ত্রং ন কারয়েৎ ॥ ১২
ইতি তে কথিতং কান্তে! পূজাধারং সুদুর্ল্লভম্।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি শিবলিঙ্গস্য লক্ষণম্ ॥ ১৩

হে মহেশ্বরি! পূজাধার মণি থাকিলে কিংবা প্রতিমাতে পূজা হইলেও যন্ত্র অঙ্কন করিবে না। প্রতিমার সম্মুখে যত্নপূর্ব্বক ঘট স্থাপন করিয়া ঘটেই পরিবারগণের পূজা করিবে। ৬-৭

ঘটের মুখে যন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের পূজা করিবে। ঘটকে সমস্ত দেবতারূপে চিন্তা করিবে। হে পরমেশ্বরি! ঘট কল্পতরুস্বরূপ। ৮

কোন সাধক যদি যোনিযন্ত্ররূপ মহাযন্ত্রকে পূজাধার করেন তবে সেস্থলে ভ্রমেও কখনও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন না। ৯

হে প্রিয়ে! যদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয় সে স্থলে যন্ত্র করিবে না, যদি ভ্রমবশতঃ যন্ত্র করা হয় দুইবার পূজা করিবে। ১০

সুধ ব্যক্তি সে স্থলে দ্বিগুণ পূজা, দ্বিগুণ বলিদান, দ্বিগুণ মন্ত্রজপ ও দ্বিগুণ হোম করিবে। নতুবা পূজা নিষ্ফল, বলিদান নিষ্ফল এবং সমস্তই নিষ্ফল হইবে। এই কারণে সেস্থলে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে না। ১১-১২

হে প্রিয়ে! এই তোমার নিকট পূজার আধারের কথা বলিলাম যাহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। অতঃপর শিবলিঙ্গের লক্ষণ বলিব। ১৩

পার্থিবে শিবপূজায়াং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।
পাষাণে শিবপূজায়াং দ্বিগুণং ফলমীরিতম্ ॥ ১৪
স্বর্ণলিঙ্গে চ পূজায়াং শত্রূণাং নাশনং মতম্।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো রৌপ্যে ফলং তস্মাচ্চতুর্গুণম্ ॥ ১৫
তাম্রে পুষ্টিং বিজানীয়াৎ কাংস্যে চ ধনসঞ্চয়ম্।
পারদস্য চ মাহাত্ম্যং পুরৈব কথিতং ময়া ॥ ১৬
গঙ্গায়াং চ লক্ষগুণং লাক্ষায়াং রোগবান্ ভবেৎ।
স্ফাটিকে সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ তথা মারকতে প্রিয়ে ॥ ১৭
লৌহলিঙ্গে রিপোর্নাশং কামদং ভস্মলিঙ্গকে।
বালুকায়াং কাম্যসিদ্ধির্গোময়ে রিপুহিংসনম্ ॥ ১৮
স্বর্ণলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্।
আধারভেদে যৎ পুণ্যং চাধিকং কথিতং তু তে ॥ ১৯
অতিরিক্তফলান্যেতদাধারস্য সুলোচনে।
শিবস্য পূজনাদ্দেবি! চতুর্ব্বর্গাধিপো ভবেৎ ॥ ২০

পার্থিব লিঙ্গে শিবপূজা করলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। পাষাণ লিঙ্গে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল কথিত হইয়াছে। ১৪

স্বর্ণনির্ম্মিত লিঙ্গে শিবপূজা করিলে শত্রুবিনাশ হয় ইহা জানা যায়। রজত লিঙ্গে সাধারণ লিঙ্গ অপেক্ষা চতুর্গুণ ফল হয়, সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর হইতে পারা যায়। ১৫

তাম্রনির্ম্মিত লিঙ্গে পৌষ্টিক ক্রিয়া সফল হয় জানিবে। কাংস্যলিঙ্গে পূজা করিলে ধনসঞ্চয় হয়। পারদলিঙ্গের মাহাত্ম্য ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৩

গঙ্গামৃত্তিকায় নির্ম্মিত লিঙ্গে লক্ষগুণ ফল হয়। লাক্ষানির্ম্মিত লিঙ্গে রোগযুক্ত হয়। স্ফটিক লিঙ্গে এবং মরকত মণিময় লিঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে সাফল্য হয়।১৭

লৌহ লিঙ্গে শত্রুনাশ, ভস্মলিঙ্গে কামলাভ, বালুকালিঙ্গে অভীষ্টসিদ্ধি, গোময়লিঙ্গে শত্রুবধ হইয়া থাকে। ১৮

স্বর্ণলিঙ্গের মাহাত্ম্য এই যে, উহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। আধারভেদে যে অধিক পুণ্য হয় তাহা তোমাকে বলিলাম। ১৯

হে দেবি! শিবপূজাতেই চতুর্ব্বর্গের অধীশ্বর হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত আধারের ফল অতিরিক্ত হইয়া থাকে। ২০

অষ্টৈশ্বর্য্যযুতো মর্ত্ত্যঃ শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ।
স্বয়ং নারায়ণঃ প্রোক্তো যদি শম্ভুং প্রপূজয়েৎ॥ ২১
স্বর্গে মর্ত্তে চ পাতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাঃ সদা।
তেষাং পূজা ভবেদ্ দেবি! শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ॥ ২২
স্বর্ণপুষ্পসহস্রেণ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তস্মাল্লক্ষগুণং প্রোক্তং ভগ্নৈকবিল্বপত্রকে॥ ২৩
ভগ্নৈকবিল্বপত্রস্য সহস্রৈকেন ভাগতঃ।
মেরুতুল্যসুবর্ণেন তৎ ফলং নহি লভ্যতে।
শুদ্ধাশুদ্ধবিচারোঽপি নাস্তি তচ্ছিবপূজনে॥ ২৪
যেন তেন প্রকারেণ বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজনাৎ।
সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভূত্বা স নরঃ শিব এব হি॥ ২৫
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে দেবাস্তদ্বাহ্যে যাশ্চ দেবতাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তি কেবলং শিবপূজনাৎ॥ ২৬
পুষ্পং গন্ধং জলং দ্রব্যং লিঙ্গোপরি নিযোজয়েৎ।
লিঙ্গমধ্যে মহাবহ্নিঃ সৈব রুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭

প্রভু শঙ্করের পূজা করিলে মানুষ অষ্টৈশ্বর্যশালী হইয়া থাকে। যদি শিবের পূজা করা যায় তবে স্বয়ং সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ হওয়া যায়। ২১

হে দেবি! স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালে যে সমস্ত দেবতা সর্বদা অধিষ্ঠিত, শিব-পূজা করিলে তাহাদের সকলের পূজা করা হয়। ২২

স্বর্ণ নির্ম্মিত সহস্র পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে যে ফল লাভ করা যায়, একটি ভগ্ন বিল্বপত্র দ্বারা শিবপূজা করিলে তাহার লক্ষগুণ ফল উক্ত হইয়াছে। ২৩

একটি ভগ্ন বিল্বপত্রের সহস্র খণ্ডের একটি খণ্ড দ্বারা পূজা করিলে যে ফল হয়, সুমেরুপর্ব্বত-প্রমাণ সুবর্ণ দ্বারা সে ফল লাভ করা যায় না। বিল্বপত্র দ্বারা শিবপূজায় শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারও নাই। যে-কোন প্রকারে বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিলে মানুষ সর্ব্বসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হইয়া থাকে। ২৪-২৫

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ও তাহার বাহিরে যত দেবতা আছেন, কেবল শিবপূজাতে তাঁহারা সকলে তৃপ্তিলাভ করেন। ২৬

গন্ধ, পুষ্প, জল ও অন্যান্য উপচার-দ্রব্য লিঙ্গের উপরে প্রদান করিবে।

রুদ্রোপরি ক্ষিপেদ্ যদ্ যৎ তদেব ভস্মতাং গতম্।
সাক্ষাদ্ধোমো মহেশানি শিবস্য পূজনাদ্ ভবেৎ॥ ২৮
মহাযজ্ঞেশ্বরো মর্ত্ত্যঃ শিবস্য পূজনাদ্ ভবেৎ॥ ২৯
কুশাগ্রমানং যত্তোয়ং তত্তোয়েন যজেদ্ যদি।
সত্যং সত্যং হি গিরিজে তজ্জলং সাগরোপমম্॥ ৩০
পুষ্পঞ্চ মেরুসদৃশং লিঙ্গোপরি নিযোজনাৎ॥ ৩১
লিঙ্গস্য মস্তকে দেবি যদন্নং পরিতিষ্ঠতি।
তদন্নস্য চ দানেন ক্ষিতিদানফলং লভেৎ॥ ৩২
একেন তণ্ডুলেনৈব যদি লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মাণ্ডপাত্রসম্পূর্ণমন্নদানফলং লভেৎ॥ ৩৩
একয়া দূর্ব্বয়া বাপি যোঽর্চ্চয়েচ্ছিবলিঙ্গকম্।
সর্ব্বদেবস্য শীর্ষে তু চার্ঘ্যদানফলং লভেৎ॥ ৩৪
সামান্যতোয়মানীয় যদি স্নায়ান্মহেশ্বরম্।
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থস্য স্নানস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥ ৩৫

লিঙ্গমধ্যে মহানল বিরাজিত, সেই অগ্নিই রুদ্ররূপে কীর্ত্তিত। রুদ্রের উপরে যাহা যাহা নিক্ষেপ করিবে তৎসমস্তই ভস্মীভূত হইবে। হে মহেশ্বরি। শিব-পূজাতে সাক্ষাৎ হোম হইয়া যায়। মানুষ শিবপূজা প্রভাবে মহা যজ্ঞেশ্বর হইয়া যায়। ২৭-২৯

হে পার্ব্বতি! কুশাগ্র-পরিমিত যে জল, সেইটুকু জল দ্বারাও যদি পূজা করা যায়, সে জল সাগরপ্রমাণ গণ্য হয়। লিঙ্গের উপরে প্রদান করিলে একটি-মাত্র পুষ্পও মেরুপ্রমাণ পুষ্পরাশিতুল্য গণিত হয়। ৩০-৩১

হে দেবি! লিঙ্গের মস্তকে যে-পরিমাণ অন্ন থাকিতে পারে, সেইটুকু অন্ন দিয়াও সমগ্র পৃথিবী দানের ফল লাভ করা যায়। ৩২

একটিমাত্র তণ্ডুল দ্বারাও যদি শিবলিঙ্গের অর্চনা করা যায়, ব্রহ্মাণ্ড-পাত্রপূর্ণ অন্নদানের ফল লাভ হয়। ৩৩

একটি মাত্র দূর্ব্বা দিয়াও যে-ব্যক্তি শিবলিঙ্গের অর্চনা করে, সে সমস্ত দেবতার মস্তকে অর্ঘ্যদানের ফল লাভ করে। ৩৪

সাধারণ জল আনিয়া যদি শিবকে স্নান করান হয় তবে সার্দ্ধত্রিকোটী তীর্থে স্নানের ফলভাগী হওয়া যায়। ৩৫

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

তারিণী ব্রহ্মণঃ শক্তিস্ত্রিপুরা বৈষ্ণবী পরা।
কথং শাকম্ভরী তারা ত্রিপুরা শাম্ভবী কথম্ ॥ ৩৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

কালীদেহাদ্ যদা জাতা সাবিত্রী বেদমাতৃকা।
ত্রিবর্গদাত্রী সা দেবী ব্রহ্মণঃ শক্তিরেব চ ॥ ৩৭
গুপ্তরূপা মহাবিদ্যা শৈবী সৈকজটা পরা।
তস্মাল্লক্ষ্মীর্বৈষ্ণবী যা ত্রিবর্গদায়িনী শিবা ॥ ৩৮
গুপ্তরূপা মহাবিদ্যা শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দরী।
শাম্ভবী পরমা মায়া ত্রিপুরা মোক্ষদায়িনী ॥ ৩৯
একৈব হি মহাবিদ্যা নামমাত্রং পৃথক্ পৃথক্।
তথৈব পুরুষশ্চৈকো নামমাত্রবিভেদকঃ ॥ ৪০

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

মন্ত্রধারণমাত্রেণ তদাত্মা তন্ময়ো ভবেৎ।
কথং বা বাতুলঃ সোঽপি কথং বা রোগবান্ ভবেৎ ॥ ৪১

শ্রীচণ্ডিকা বলিলেন—ব্রহ্মশক্তি তারা, ত্রিপুরা পরম বৈষ্ণবী। তারা কিরূপে শাকম্ভরী ও ত্রিপুরা কিরূপে শম্ভুশক্তি হইলেন ? ৩৬

শিব বলিলেন—কালীর শরীর হইতে বেদমাতা সাবিত্রী যখন উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তখন সেই দেবী ধর্ম্মার্থকামদায়িনী ব্রহ্মশক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনিই গুপ্তরূপা শিবশক্তিভূতা একজটা (তারা)-খ্যা দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা। ত্রিবর্গদায়িনী যে শিবশক্তি তিনিই আবার বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীস্বরূপিণী। ঐশ্বর্য্যশালিনী ত্রিপুরসুন্দরী মহাবিদ্যা গুপ্তরূপিণী। মোক্ষদায়িনী সেই ত্রিপুরাদেবী শম্ভুর পরা শক্তি। ৩৭-৩৯

মহাবিদ্যা মহাশক্তি বা মহাপ্রকৃতি একটিই, শুধু নামগুলিই ভিন্ন ভিন্ন। সেইরূপ শক্তিমান্ পুরুষও বস্তুতঃ এক বা অভিন্ন, শুধু [ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি] ভিন্ন ভিন্ন নামগুলিই ভেদবুদ্ধির জনক। ৪০

চণ্ডিকা বলিলেন—মন্ত্রগ্রহণ মাত্রই সাধক তন্ময় ও দেবতার সহিত তাদাত্ম্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে সে কেন উন্মত্ত বা রোগযুক্ত হইয়া পড়ে ? ৪১

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

মন্ত্রচ্ছন্নাদ্ বাতুলত্বং রোগো দেহে ন জায়তে।
মন্ত্রচ্ছন্নং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা ॥ ৪২
অভক্তিশ্চাক্ষরে ভ্রান্তির্লুপ্তশ্ছিন্নস্তথৈব চ।
হ্রস্বো দীর্ঘশ্চ কথনং স্বপ্নে তু চাষ্টধা স্মৃতঃ ॥ ৪৩
অভক্ত্যা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাৎ কল্পকোটিশতৈরপি।
এবং মন্ত্রশ্চান্যথা বা চেতি ভ্রান্ত্যা চ বাতুলঃ ॥ ৪৪
লুপ্তবর্ণে বুদ্ধিনাশশ্ছিন্নে নাশো ভবেৎ কিল।
হ্রস্বোচ্চারে ব্যাধিযুক্তো দীর্ঘজাপে বসুক্ষয়ঃ ॥ ৪৫

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—মন্ত্রচ্ছন্নতাবশতঃ বাতুলতা বা উন্মাদ অবস্থা হয়। বস্তুতঃ দেহে রোগ হয় না। হে দেবি, মন্ত্রচ্ছন্নতা কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৪২

অভক্তি, অক্ষরভ্রান্তি, লুপ্ততা, ছিন্নতা, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কথন ও স্বপ্নকথন এই আট প্রকার মন্ত্রচ্ছন্নতা। ৪৩ *

অভক্তিতে শতকোটিকল্পেও সিদ্ধিলাভ হয় না। মন্ত্রটী ঠিক এইরূপ, না অন্যরূপ,—এই ভ্রান্তির ফলে বাতুলতা হইয়া থাকে। ৪৪

মন্ত্রের বর্ণলোপে বুদ্ধিনাশ, বর্ণচ্ছেদে (অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণের একাংশ বিচ্ছেদে) মৃত্যু। দীর্ঘবর্ণের হ্রস্ব উচ্চারণে ব্যাধিযুক্ত, হ্রস্ব বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণে ধনহানি হইয়া থাকে। ৪৫

৪৩। অভক্তিরিত্যাদি। অভক্তিঃ—ভক্তেরভাবঃ, এষা "হিং টিং ছট্" ইত্যেবংবিধা অক্ষরযোজনা, 'মন্ত্র' ইতি কিমপীদমুচ্যতে—ইত্যেবংবিধোঽবিশ্বাস ইতি যাবৎ। অক্ষরে ভ্রান্তিঃ 'এবং মন্ত্রশ্চান্যথা বে'ত্যনুপদমেব বক্ষ্যমাণা। কেচিত্তু গুরোঃ শিষ্যস্য বা ভ্রান্ত্যা বর্ণানাং বৈপরীত্যং বর্ণাধিক্যং চেত্যপি বদন্তি। এবমুচ্চারণবৈগুণ্যেন শ্রুতিসাম্যাৎ 'ক' মিতিস্থানে 'খ' মিতি। লুপ্তঃ বর্ণন্যূনতাযুক্তঃ। ছিন্নঃ বর্ণৈকাংশবিচ্ছেদাচ্ছিন্নবর্ণঃ। যথা 'হ্রূং' স্থানে 'হ্রীং', 'ক্রোং' স্থানে 'কোং' ইত্যেবংরূপঃ। হ্রস্বঃ দীর্ঘস্থানে হ্রস্বোচ্চারণম্। 'দীর্ঘঃ' হ্রস্বস্থানে দীর্ঘোচ্চারণমিতি ব্যক্তং পরস্তাৎ। যদ্যপ্যেতদপ্যক্ষরভ্রান্তিতয়া শক্যং গণয়িতুং তথাপি হ্রস্বদীর্ঘয়োঃ সবর্ণত্বাৎ নেদং বর্ণবৈষম্যমপি তু মাত্রাবৈষম্যমাত্রম্। পৃথগ্ নির্দ্দেশো বক্ষ্যমাণপ্রায়শ্চিত্তভেদোপদেশার্থমিতি বেদিতব্যম্। কথনং স্বমন্ত্রস্যান্যেষু প্রকাশনম্। স্বপ্নে ত্বিতি। অস্যার্থঃ ৪৭শ শ্লোকে ব্যক্তমুক্তঃ। স্বপ্নে যদি দেবো বিপ্ররূপেণাবির্ভূয় প্রীতিপূর্ব্বকং কথমপি মন্ত্রং কথয়িতুং প্ররোচয়তি সাধকশ্চ তস্মৈ কথয়তি তদা তৎ ছলেন দেবতাকর্ত্তৃকং মন্ত্রহরণমিত্যুচ্যতে। তদানীং সাধকস্যাবস্থা চ ৪৮শ শ্লোকে বক্ষ্যতে।

কথনে মৃত্যুমাপ্নোতি স্বপ্নেঽপি শৃণু শৈলজে।
কালিকায়াশ্চ তারায়া মন্ত্রোঽপি জ্বলদগ্নিবৎ ॥ ৪৬
বিপ্ররূপেণ দেবোঽপি প্রেমভাবেন চেতসা।
যদি মন্ত্রং হরেদ্ দেবি শৃণু সাধকলক্ষণম্ ॥ ৪৭
সর্ব্বাঙ্গে বৈ ভবেজ্জ্বালা দেহমধ্যে বিশেষতঃ।
তোয়ে শৈত্যং ন জায়েত তথৈবৌষধসেবনে ॥ ৪৮
সদা বাতুলবৎ সর্ব্বং প্রত্যক্ষে স্বপ্নবদ্ ভবেৎ।
বর্ষমধ্যে ত্রিবর্ষে বা মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

মন্ত্রচ্ছন্নং চাষ্টবিধং তব বক্ত্রাচ্ছ্রুতং ময়া।
যদি দৈবাদ্ ভবেদ্দেব তস্যোপায়ং বদস্ব মে ॥ ৫০

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

বহুজ্জাপাৎ তথা হোমাৎ কায়ক্লেশাদিবিস্তরাৎ।
যদি ভক্তির্ভবেদ্ দেবি তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ৫১

অপরের নিকট মন্ত্র প্রকাশ করিলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। হে পার্ব্বতি! স্বপ্ন কথন বিষয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর। কালিকা এবং তারাদেবীর মন্ত্র প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায়। ৪৬

হে দেবি! দেবতা যদি ব্রাহ্মণরূপে [আসিয়া] প্রীতিযুক্ত চিত্তে [স্বপ্নে] মন্ত্রটী হরণ করিয়া লন তাহা হইলে সাধকের কি অবস্থা হয় শ্রবণ কর। ৪৭

সাধকের দেহমধ্যে সর্ব্বাঙ্গে অত্যধিক জ্বালা উপস্থিত হয়। জল ঢালিয়া বা ঔষধ সেবন করিয়া সে জ্বালা প্রশমিত হয় না। সর্ব্বদা বাতুলের ন্যায় হয়। প্রত্যক্ষদৃষ্ট সমস্ত বস্তুও স্বপ্নের ন্যায় মনে করে। এক বৎসর বা তিন বৎসর মধ্যে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ৪৮-৪৯

শ্রীচণ্ডিকা বলিলেন—অষ্টবিধ মন্ত্রচ্ছন্নতার কথা আপনার মুখে শুনিলাম। হে দেব! যদি দৈবক্রমে ইহা ঘটিয়া যায় তবে তাহার প্রতিকার কি তাহা আমাকে বলুন। ৫০

শঙ্কর বলিলেন—হে দেবি! অভক্তিরূপ মন্ত্রচ্ছন্নতায় অধিক সংখ্যায় জপ, হোম ও বিস্তর কায়িক ক্লেশ স্বীকার দ্বারা যদি ভক্তিলাভ হয় তবে, তাহার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী জানিবে। ৫১

গুরুণা তৎসুতেনৈব সাধকেন বরাননে।
অক্ষরে দূষণং হিত্বা পুনর্মন্ত্রং প্রকাশয়েৎ ॥ ৫২
গুরুণা তৎসুতেনৈব সাধকেন সমাহিতঃ।
লুপ্তবর্ণং সমুত্থাপ্য পুনর্মন্ত্রং প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৩
চক্রভেদেন ষট্‌কেন তথৈব যোনিমুদ্রয়া।
একোচ্চারে জপেন্মন্ত্রং লক্ষমেকং বরাননে।
গুর্ব্বাদিনা মহেশানি ছিন্নদোষনিকৃন্তনম্ ॥ ৫৪
গুরুণা লক্ষজাপেন তন্মন্ত্রং শ্রাবয়েৎ ত্রিধা।
দূষণে হ্রস্বদীর্ঘস্য শান্তিশ্চাত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫
গুরুণা তৎসুতেনৈব সাধকেনৈব শৈলজে।
উক্তমার্গেণ দেবেশি জপেল্লক্ষচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫৬
তদ্দশাংশং হুনেৎ পশ্চাৎ তর্পণাদি সমাচরেৎ।
ততোঽপি যদি নৈবাভূৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
চতুর্গুণং হি কর্ত্তব্যং শিষ্যস্য মুক্তিহেতবে ॥ ৫৮
যদি মৃত্যুর্ভবেৎ তস্য তথাপি মুক্তিভাগ্ ভবেৎ।
কথনস্য দোষশান্তির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৯

অক্ষরে ভ্রান্তি ঘটিলে সাধনরত গুরু বা গুরুপুত্র কর্ত্তৃক অক্ষরদোষ বর্জ্জন পূর্ব্বক পুনরায় বিশুদ্ধ মন্ত্রটী প্রকাশ (মন্ত্রোপদেশ) করাইয়া লইবে। ৫২

লুপ্তবর্ণ স্থলেও সাধক সমাহিত হইয়া শোধনরত গুরু বা গুরুপুত্রকর্ত্তৃক লুপ্তবর্ণটি উত্থাপিত করাইয়া পুনরায় মন্ত্রটি প্রকাশিত করাইয়া লইবে। ৫৩

হে বরাননে! গুরু প্রভৃতি দ্বারা ষট্‌চক্রভেদ করাইয়া লইয়া যোনিমুদ্রা সহকারে এক উচ্চারণে লক্ষমন্ত্র জপ দ্বারা ছিন্নদোষের শান্তি হইতে পারে। ৫৪

হ্রস্ব বা দীর্ঘতাদোষে গুরুকর্ত্তৃক লক্ষ জপ করাইয়া সেই মন্ত্র তিনবার শ্রবণ করাইয়া লইবে। তাহা হইলে হ্রস্ব বা দীর্ঘ দোষের শান্তি হইবে, সন্দেহ নাই। ৫৫

অন্যের নিকট মন্ত্রকথন দোষে সাধনরত গুরু বা গুরুপুত্র কর্ত্তৃক উক্ত রীতিতে চারি লক্ষ জপ করিয়া তদ্দশাংশ হোম ও পরে তর্পণাদি করিবে। তাহাতে যদি সাধক স্থিরচিত্ত হইতে না পারে, তবে শিষ্যের মুক্তির জন্য গুরু চতুর্গুণ জপাদি কার্য্য করিবেন। ৫৬-৫৮

স্বপ্নেঽপি মন্ত্রকথনে শ্মশানে চৈব শৈলজে।
উক্তমার্গেণ দেবেশি জপেল্লক্ষচতুষ্টয়ম্ ॥ ৬০
তদ্দশাংশং হুনেৎ পশ্চাৎ তর্পণাদি সমাচরেৎ ॥ ৬১
ততোঽপি যদি নৈবাভূৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
চতুর্গুণং হি কর্ত্তব্যং পূর্ব্বোক্তং পূজনং চরেৎ ॥ ৬২
কুজে বা শনিবারে বা প্রথমে গমনং চরেৎ।
সপ্তাহং বা যজেদ্ দেবীং তুরীয়ং বা দিনং যজেৎ ॥ ৬৩
শ্মশানসাধনং বক্ষ্যে শৃণু চৈকাগ্রচেতসা।
স্বর্ণং রৌপ্যং তথা বস্ত্রং দত্ত্বা বরণমাচরেৎ ॥ ৬৪
স্বর্ণপীঠং প্রদাতব্যং চতুরঙ্গুলিবিস্তৃতম্।
ভোগযোগ্যং প্রদাতব্যং মধুপর্কং যথোদিতম্ ॥ ৬৫
রাজপত্নী যেন তুষ্টা তোষয়েৎ তেন বাসসা।
অলংকারং যথাযোগ্যং তত্র তত্র নিযোজয়েৎ ॥ ৬৬
নৈবেদ্যং বিবিধং রম্যং নানাদ্রব্যসমন্বিতম্।
সামিষান্নং গুড়ং ছাগং সুরাপিষ্টক-পায়সম্ ॥ ৬৭

যদি তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলেও মুক্তিলাভ করিবে এবং মন্ত্রকথনের দোষ শান্তি হইবে সন্দেহ নাই। ৫৯

হে পার্ব্বতি! স্বপ্নে মন্ত্রকথনস্থলেও শ্মশানে ঐ প্রকার চারিলক্ষ জপ করিবে এবং পরে তদ্দশাংশ হোম করিবে ও তর্পণাদি করিবে। ৬০-৬১

তাহাতেও যদি সাধক স্থিরচিত্ত হইতে না পারে, তবে পূর্ব্বোক্ত জপাদি-কার্য্য চতুর্গুণ করিবে এবং পূজা করিবে। ৬২

শনি বা মঙ্গলবারে প্রথমে শ্মশানে গমন করিবে। সাতদিন ধরিয়া দেবীর পূজা করিবে অথবা চারিদিন ধরিয়া পূজা করিবে। ৬৩

এক্ষণে শ্মশান সাধনার কথা বলিব, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র দিয়া বরণ করিবে। চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত স্বর্ণপীঠ প্রদান করিবে। ভোগযোগ্য যথোক্ত মধুপর্ক প্রদান করিবে। ৬৪-৬৫

রাজপত্নী যাহাতে সন্তুষ্ট হয় সেইরূপ বস্ত্র দ্বারা তুষ্ট করিবে। তত্তৎস্থানে যথাযোগ্য অলংকার প্রদান করিবে। ৬৬

ভোগ্যদ্রব্যং জলে দদ্যাদ্ যদি ভোক্তা ন তিষ্ঠতি।
এবং পূজাং সমাপ্যাদৌ শিবপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৬৮
ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ লিঙ্গানাং চৈকবিংশতিম্।
অষ্টোত্তরশতেনৈব বিল্বপত্রৈঃ সচন্দনৈঃ ॥ ৬৯
প্রত্যেকং প্রজপেন্মন্ত্রং গজান্তকসহস্রকম্।
সহস্রং হোময়েৎ পশ্চাদ্ বিল্বপত্রৈর্ব্বরাননে।
এবং কৃতে লভেচ্ছান্তিং দীর্ঘায়ুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭০

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরগৌরীসংবাদে
দ্বাদশঃ পটলঃ ॥ ১২ ॥

নানাদ্রব্য-সমন্বিত বহুবিধ রমণীয় নৈবেদ্য, আমিষ অন্ন, গুড়, ছাগ, সুরা, পায়স, পিষ্টকাদি প্রদান করিবে। ৬৭

ভোক্তা কেহ না থাকিলে ভোগদ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিবে। প্রথমে এই ভাবে পূজা সমাপ্ত করিয়া পরে শিবপূজা করিবে। ৬৮

ষোড়শোপচারে এবং একশত আট সচন্দনবিল্বপত্রে একুশটী শিবলিঙ্গ অর্চনা করিবে। ৬৯

হে বরাননে! প্রত্যেকটী শিবপূজায় ২৮ হাজার করিয়া মন্ত্র জপ করিবে এবং পরে সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবে। এইরূপ করিলে শান্তি লাভ করিবে এবং দীর্ঘায়ুঃ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৭০

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের
দ্বাদশ পটল সমাপ্ত ॥ ১২

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

শৃণু নাথ পরানন্দ পরাপর জগৎপতে।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি মালায়াঃ কীদৃশো জপঃ?
কা মালা কস্য দেবস্য তদ্ বদস্ব সমাহিতঃ॥ ১

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

বৈষ্ণবে তুলসী মালা গজদন্তৈর্গণেশ্বরে।
কালিকায়া মহামন্ত্রং জপেদ্রুদ্রাক্ষমালয়া॥ ২
তারায়াশ্চ জপেন্মন্ত্রী মহাশঙ্খাখ্যমালয়া।
মহা-শঙ্খাখ্যমালায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং জপেৎ সুধীঃ॥ ৩
অকস্মাদ্ বৈ মহাসিদ্ধির্মহাশঙ্খাখ্যমালয়া।
তথৈব সকলা বিদ্যা মহাশঙ্খে বসেৎ সদা॥ ৪
স্ফাটিকী সর্ব্বদেবস্য প্রবালৈঃ সকলাং জপেৎ।
স্বর্ণরৌপ্য-সমুদ্ভুতাং সর্ব্ব দেবেষু যোজিতাম্॥ ৫
কালিকায়াশ্চ সুন্দর্য্যা রুদ্রাক্ষৈঃ প্রজপেৎ সদা।
ভৈরব্যাঃ প্রজপেন্মন্ত্রং শঙ্খপদ্মাখ্যয়োঃ প্রিয়ে॥ ৬

পার্ব্বতী বলিলেন—হে নাথ! হে জগদীশ্বর! হে পরাৎপর! হে পরমানন্দ-[illegible]! এক্ষণে আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, মালায় জপ কি প্রকার? কোন্ [illegible]বতার কি মালা—তাহা আমাকে স্থিরভাবে বলুন। ১

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—বিষ্ণুর জপে তুলসী মালা, গণেশের জপে গজদন্তের [illegible]লা। কালিকা দেবীর মহামন্ত্র রুদ্রাক্ষ মালায় জপ করিবে। ২

মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তারাদেবীর মন্ত্র মহাশঙ্খের মালায় জপ করিবে। সমস্ত মহাবিদ্যার মন্ত্রই মহাশঙ্খের মালায় জপ করিতে পারা যায়। ৩

মহাশঙ্খে মালায় অকস্মাৎ মহতী সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সমস্ত বিদ্যাই মহাশঙ্খে সর্ব্বদা বাস করেন। ৪

স্ফটিকের মালা সকল দেবতার সম্বন্ধে বিহিত, প্রবালের মালাতেও সকলের জপ করিতে পারা যায়। স্বর্ণ ও রজতের মালাও সকল দেবতার জপে বিহিত বলিয়া জানিবে। ৫

শ্মশানধুস্তুরৈর্মালাং জপেদ্ ধূমাবতীবিধৌ।
ইতি তে কথিতং কান্তে মহামালাবিনির্ণয়ম্॥ ৭
অথ গ্রন্থিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু কান্তে সমাহিতা।
যেন মালা সুসিদ্ধা চ নৃণাং সর্ব্বফলপ্রদা॥ ৮
মালায়াশ্চাধিকা কান্তে গ্রন্থিশ্চৈকা ফলপ্রদা।
একপঞ্চাশিকায়াং চ মালায়াং পরমেশ্বরি॥ ৯
ব্রহ্মগ্রন্থিযুতাং মালাং সার্দ্ধদ্বিতয়বেষ্টিতাম্।
সপাদবেষ্টনং দেবি নাগপাশং মনোহরম্॥ ১০
সর্ব্বদেবস্য মালায়াং সর্ব্বত্র পরমেশ্বরি।
ব্রহ্মগ্রন্থিং বিধায়েত্থং নাগপাশমথাপি বা॥ ১১
মালায়াং ত্বধিকাং দেবি চৈকাং গ্রন্থিং প্রদাপয়েৎ।
মূলেন গ্রথিতাং কুর্য্যাৎ প্রণবেনাথবা প্রিয়ে॥ ১২
গ্রন্থিমধ্যে চ গুটিকাং কুর্য্যাদতিমনোহরাম্।
সূত্রদ্বয়ং মহেশানি মিলনং কারয়েৎ ততঃ॥ ১৩

হে প্রিয়ে! কালিকা ও সুন্দরীর (ত্রিপুরা সুন্দরী) জপ রুদ্রাক্ষ মালায় করিবে। ভৈরবীর মন্ত্র শঙ্খের মালায় এবং পদ্মবীজের মালায় জপ করিবে। ৬

ধূমাবতীর বিষয়ে শ্মশানজাত ধুস্তুরের (ধুস্তুর-বীজের) মালায় জপ কর্ত্তব্য। হে কান্তে! মালা বিষয়ে এই বিস্তৃত সিদ্ধান্ত তোমাকে বলিলাম। ৭

অনন্তর মালার গ্রন্থির কথা বলিব, হে কান্তে! স্থির হইয়া শ্রবণ কর—যাহাতে মালা সুসম্পন্ন ও মানুষের সমস্ত অভীষ্ট ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ৮

হে প্রিয়ে! মালায় একটী অধিক গ্রন্থি ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বরি! একান্ন দানার মালাতেও (যাহাতে দানা একটিই অধিক রহিয়াছে, তাহাতেও) [একটি গ্রন্থি অধিক দিতে হয়]। ৯

মালার গ্রন্থি হইবে ব্রহ্মগ্রন্থি, উহাতে আড়াই ফেরের বেষ্টন থাকিবে। নাগপাশের ন্যায় মনোরম সপাদ বেষ্টনও হইতে পারে। ১০

হে পরমেশ্বরি! সর্ব্বত্র সমস্ত দেবতার মালাতেই এইভাবে ব্রহ্মগ্রন্থি অথবা নাগপাশগ্রন্থি দান করিয়া আরও একটি অধিক গ্রন্থি দিতে হয়। হে প্রিয়ে! মূল মন্ত্র অথবা প্রণব দ্বারা গ্রথিত ও গ্রন্থিযুক্ত করিবে। ১১-১২

মেরুঞ্চ গ্রথনং কুর্য্যাৎ তদূর্দ্ধে গ্রন্থিসংযুতম্ ।
এবং মালাং বিনির্মায় গোপয়েদ্ বহুযত্নতঃ ॥ ১৪
কম্পনং ধুননং শব্দং নৈব তত্র প্রকাশয়েৎ ।
করভ্রষ্টং তথা ছিন্নং মহাবিঘ্নস্য কারণম্ ॥ ১৫
কম্পনে সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ধুননং বহুদুঃখদম্ ।
শব্দে জাতে ভবেদ্রোগঃ করভ্রষ্টা বিনাশকৃৎ ॥ ১৬
ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুস্তস্মাদ্ যত্নপরো ভবেৎ ।
এবং জ্ঞাত্বা মহেশানি শান্তিস্বস্ত্যয়নং চরেৎ ॥ ১৭
কম্পনে যো জপেন্মন্ত্রং যদি সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি ।
যত্নেন গুরুমানীয় দ্বাত্রিংশদুপচারতঃ ॥ ১৮
কুম্ভস্থাপনকং কৃত্বা পূজয়েদিষ্টদেবতাম্ ।
ততো হুনেদ্ বিল্বপত্রৈরষ্টোত্তরশতাহুতিম্ ॥ ১৯

হে মহেশ্বরি। তারপর সূত্রদ্বয়ের মিলন ঘটাইয়া গ্রন্থিমধ্যে অতি মনোহর একটি গুটিকা নির্ম্মাণ করিবে। ১৩

তদুপরি গ্রন্থিযুক্ত মেরু গ্রথিত করিবে। এইরূপে মালা নির্ম্মাণ করিয়া অতি যত্নে গোপনে রাখিবে। ১৪

জপকালে মালাতে কম্পন, বিধুনন বা কোনরূপ শব্দ যেন প্রকাশ না পায়। মালা করভ্রষ্ট কিংবা ছিন্ন হইলে মহাবিঘ্নের কারণ হইয়া থাকে। ১৫

মালার কম্পনে সিদ্ধিহানি হয় এবং ধুননে অর্থাৎ নাড়ানাড়ি বা ঝাড়াঝাড়িতে বহু দুঃখ হইয়া থাকে। শব্দ হইলে রোগ হয় এবং করভ্রষ্টতা ঘটিলে মৃত্যুর কারণ হয়। ১৬

সূত্র ছিন্ন হইলেও মৃত্যু হয়। সুতরাং যত্নপরায়ণ হইবে [যাহাতে কম্পন, ছেদন ও পতনাদি না ঘটে]। এইরূপ ঘটিয়াছে জানিলে তজ্জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবে। ১৭

কম্পনের জন্য—যদি মন্ত্রজপ করা হয় তবে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। যত্ন পূর্ব্বক গুরুকে আনয়ন করিয়া ঘটস্থাপন পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎ উপচার যোগে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। তারপর বিল্বপত্র দ্বারা একশত আট আহুতি দিবে। ১৮-১৯

ত্রিমধ্বক্তেন বিধিনা ধুননেঽপি চ সুন্দরি ।
সশব্দে জপনে চণ্ডি ! হেবং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ২০
করভ্রষ্টে তথা ছিন্নে পুরশ্চরণমাচরেৎ ।
জপাদ্যন্তে যজেদ্ দেবীং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ২১
প্রত্যহং প্রজপেন্মন্ত্রং প্রত্যহং বলিদানকম্ ।
পঞ্চাঙ্গস্য প্রমাণেন সর্ব্বকর্ম সমাপয়েৎ ॥ ২২
দরিদ্রঃ পরমেশানি যদি বিঘ্নপরায়ণঃ ।
আদ্যন্তে মহতীং পূজাং দিক্‌সহস্রং জপেন্মনুম্ ॥ ২৩
সহস্রৈকং হুনেৎ পশ্চাৎ সর্ব্ববিঘ্নস্য শান্তয়ে ।
কুম্ভতোয়ৈঃ স্নাপয়িত্বা পুনর্মালাং প্রদাপয়েৎ ॥ ২৪
অনেনৈব বিধানেন বিঘ্নজালৈর্ন লিপ্যতে ॥ ২৫

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরগৌরীসংবাদে
ত্রয়োদশঃ পটলঃ ॥ ১৩

হে সুন্দরি। ধুনন ঘটিলেও ত্রিমধ্বক্ত বিল্বপত্র দ্বারা ঐরূপ বিধিমত হোম করিবে। হে চণ্ডি। জপকালে মালার শব্দ হইলেও বিচক্ষণ ব্যক্তি এইরূপ শান্তিবিধান করিবেন। ২০

করভ্রষ্ট হইলে ও সূত্র ছিন্ন হইলে পুরশ্চরণ করিবে। জপের আদিতে ও অন্তে ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করিবে। ২১

প্রতিদিন মন্ত্রজপ ও প্রতিদিন বলিদান করিবে। পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের বিধান অনুসারে সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবে। ২২

হে পরমেশ্বরি। দরিদ্র ব্যক্তি যদি বিঘ্ন ঘটাইয়া ফেলে, আদি ও অন্তে মহতী পূজা করিয়া দশ হাজার মন্ত্র জপ করিবে। ২৩

পরে সর্ব্ববিঘ্ন শান্তির জন্য এক হাজার হোম করিবে। কুম্ভ-সলিলে স্নান করিয়া পুনরায় মালা [গুরু কর্ত্তৃক স্বহস্তে] দান করাইয়া লইবে। এইরূপ করিলে বিঘ্নজালে লিপ্ত হইবে না। ২৪-২৫

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের
ত্রয়োদশ পটল সমাপ্ত। ১৩

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

মন্ত্রধারণমাত্রেণ তৎক্ষণে তন্ময়ো ভবেৎ।
জীবাত্মা কুণ্ডলীমধ্যে প্রদীপকলিকা যথা ॥ ১
নিজেষ্টদেবতারূপা দেহসংস্থা চ কুণ্ডলী।
ভুজ্যতে সৈব দেহস্থা কা চিন্তা সাধকস্য চ।
তন্মে ব্রূহি মহাদেব যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ২

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

ভোগস্তু ত্রিবিধো দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
নির্লিপ্তো দিব্যভাবস্থঃ কুণ্ডলী ভুজ্যতে যদি ॥ ৩
আজিহ্বান্তা কুণ্ডলিনী বীরস্য বীরবন্দিতে।
মহাদেব্যাঃ প্রীতয়ে চ প্রসাদং ভুজ্যতে পশুঃ ॥ ৪

শ্রীচণ্ডিকা বলিলেন—মন্ত্র ধারণ (গ্রহণ) করা মাত্রই জীবাত্মা তৎক্ষণাৎ কুণ্ডলিনী মধ্যে প্রদীপ কলিকার ন্যায় তন্ময় হইয়া যায়। ১

কুণ্ডলিনী দেহমধ্যে অবস্থিতা হইয়াও ইষ্টদেবতারূপিণী। তিনিই ত' দেহস্থিতা হইয়া সমস্ত (দুঃখ-রোগাদি) ভোগ করেন। তাহা হইলে সাধকের চিন্তা কি? হে মহাদেব! যদি আমি আপনার প্রীতিভাজন হই, তবে এ কথা আমাকে বলুন। ২

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে দেবি! দিব্য, বীর ও পশুভেদে সাধকের ভোগ তিন প্রকার। কুণ্ডলী (বা তদধিষ্ঠিতা জীবাভিন্না ইষ্টদেবতা) যদি সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন, দিব্যভাবস্থ সাধক তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন [এখানে "ইন্দ্রিয়াণী-ন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্" একথাও স্মরণ করা যাইতে পারে।]। ৩

হে বীরবন্দিতে! বীরভাবাপন্ন সাধকের কুণ্ডলিনী জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (অর্থাৎ সে ভোগে নির্লিপ্ত নহে।) আর পশু ভাবাপন্ন সাধক মহাদেবীর প্রীতির জন্য প্রসাদ ভোগ করে। (অর্থাৎ বীর সাধক দেবতার সহিত অভিন্ন বুদ্ধিতে নিজের ভোগকেই দেবতার ভোগ মনে করে, আর পশু-ভাবাপন্ন সাধক ভেদবুদ্ধিযুক্ত হইয়া দেবতার ভোগের পর তাহার প্রীতির জন্য প্রসাদ

দ্বিজাতের্দিব্যভাবশ্চ সদানির্ব্বাণদায়কঃ।
বিপ্রো বীরশ্চ নির্ব্বাণী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫
সাযুজ্যাদি মহামোক্ষং নিযুক্তং ক্ষত্রিয়াদিষু।
পশুনা ভক্তিযুক্তেন প্রসাদং ভুজ্যতে যদি ॥ ৬
স্বর্গভোগী ভবত্যেব মরণে নাধিকারিতা।
জন্মান্তরমবাপ্নোতি মহাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৭
দিব্যবীরমতে দৃষ্টির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
দিব্যবীরপ্রসাদেন নির্ব্বাণী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
প্রসাদভোগী যো দেবি স পশুর্নাত্র সংশয়ঃ।
মরণে নাধিকারোঽস্তি পশুভাবস্থিতস্য চ ॥ ৯
নৈব মুক্তির্ভবেৎ তস্য জন্ম চাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ১০

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

বদ মে পরমেশান দিব্যবীরস্য লক্ষণম্।
যৎকৃতে দিব্যবীরস্য মহামুক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১১

জ্ঞানে তাহা ভোগ করে।) ভাবভেদে ভোগের এই তিন প্রকার [সূক্ষ্ম] পার্থক্য। ৪

ব্রাহ্মণের দিব্যভাব সর্ব্বদাই নির্ব্বাণদায়ক (মোক্ষপ্রদ) হয়। বীরভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই। ৫

ক্ষত্রিয়াদি সাধকও বীরভাবে সাযুজ্যাদি মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে (অর্থাৎ সারূপ্যমুক্তি ব্রাহ্মণের, সাযুজ্য-সালোক্যাদি ক্ষত্রিয়াদির)। পশু-ভাবাপন্ন সাধক ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রসাদ ভোগ করিলে মরণের পর মহাদেবীর অনুগ্রহে অবশ্যই স্বর্গভোগী হইয়া থাকে। কিন্তু (মোক্ষের) অধিকারী হয় না। জন্মান্তর লাভ করিয়া থাকে। ৬-৭

দিব্যবীর মতে দেবতার দর্শন (অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভ) হইয়া থাকে—ইহাতে সংশয় নাই। দিব্যবীর-ভাব-প্রভাবে নির্ব্বাণ লাভ হয়, ইহাতেও সন্দেহ নাই। ৮

হে দেবি! যে প্রসাদভোজী সে পশুভাবাপন্ন, ইহাতেও সন্দেহ নাই। পশুভাবে অবস্থিত সাধকের মরণে মোক্ষ লাভের অধিকার নাই। তাহার মুক্তি হইবে না, জন্মান্তর লাভ হইবে, ইহা নিশ্চিত। ৯-১০

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ী দেবী চাভিশপ্তা চ বারুণী।
শাপমোচনমাত্রেণ ব্রহ্মরূপা সুধা পরা ॥ ১২
নিবেদনান্মহাদেব্যৈ তত্তদ্ দেবী ভবেৎ কিল।
মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীমাজিহ্বান্তাং বিভাবয়েৎ ॥ ১৩
তন্মুখে দানমাত্রেণ জ্ঞানবান্ সাধকো ভবেৎ।
যথৈব কুণ্ডলী দেবী দেহমধ্যে ব্যবস্থিতা ॥ ১৪
তথৈব বারুণীং ধ্যায়েৎ কলাঙ্গে স্বেষ্টদেবতাম্।
কুণ্ডল্যা সমভাবেন শক্তিবক্ত্রে প্রদাপয়েৎ ॥ ১৫
আত্মোচ্ছিষ্টং মহাপূতং তন্মুখাৎ পরমামৃতম্।
অবশ্যমেব গৃহ্ণীয়াৎ তাদাত্ম্যেন বরাননে ॥ ১৬

শ্রীচণ্ডিকা বলিলেন—হে পরমেশ্বর! আমাকে দিব্যবীরভাবী সাধকের লক্ষণ এবং যে জন্য দিব্যবীরের মহামোক্ষলাভ হয় তাহাও বলুন। ১১

শ্রীশঙ্কর বলিলেন—নিখিল প্রপঞ্চের সমস্তই ব্রহ্মময়, সুরাও সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী ইষ্টদেবতা হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, কিন্তু অভিশাপ বশতঃ মাহাত্ম্য হারাইয়াছে (কিংবা নিন্দিতা হইয়াছে)। শাপমোচন মাত্রেই সেই সুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী হইয়া সুধায় পরিণত হইয়া থাকে। মহাদেবীকে নিবেদন করা মাত্রই তাহা তত্তদ্দেবতাস্বরূপিণী হইয়া যায়। দেহব্যাপিনী কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত অবস্থিতা বলিয়া চিন্তা করিবে। ১২-১৩

সেই কুণ্ডলিনী-মুখে (সেই শাপমুক্ত শোধিত সুধারূপিণী সুরা) দান করা মাত্রই সাধক জ্ঞানাধিকারী হইয়া থাকে। কুণ্ডলীদেবী যেরূপ দেহমধ্যে অবস্থিতা সেইরূপ অর্দ্ধাঙ্গ (স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীর দেহ) মধ্যেও নিজ ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিবে এবং বারুণী (সুরা)কেও ইষ্টদেবতার সহিত অভিন্ন বলিয়া চিন্তা করিবে এবং কুণ্ডলীর সহিত সমভাবে নিজ শক্তির মুখমধ্যেও তাহা প্রদান করিবে। ১৪-১৫

হে বরাননে! তাহার মুখস্পর্শে নিজ উচ্ছিষ্টও পরম পবিত্র হইবে। তাহার সহিত একাত্মতা বশতঃ পরম অমৃতজ্ঞানে তাহার মুখ হইতে তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবে। ১৬। [এই যে শক্তির সহিত সাধনা ও সুরাপানাদির কথা

বলা হইল, ইহা নিজ শক্তি সম্পর্কেই বুঝিতে হইবে। নিজ অর্দ্ধাঙ্গিনীই সহধর্ম্মিণী। তাঁহার সাহচর্য্য ধর্ম্মাচরণে বাঞ্ছনীয়।

"তয়ৈব সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ —চারিটিই পুরুষার্থ। "যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ"। অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহিত অভেদ-ভাবনায় পূর্ণতা জন্মে। অন্যথা শক্তিহীনতায় অপূর্ণতা।

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।

শক্তি-শক্তিমানের অভেদ শাস্ত্রসিদ্ধ। এই অভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে আর উচ্ছিষ্টাদি বিচার থাকে না।

সাধনার অবলম্বনভূতা এই শক্তি যে স্বকীয়া, পরকীয়া নহে—সে কথা নিরুত্তর-তন্ত্রেও বলা হইয়াছে—

নিজশক্তিং বিনা দেবি শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেদ্ যদি।
রৌরবে নরকে ঘোরে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥

এমন কি, বীরচক্রেও পরশক্তির সহিত একাসনে উপবেশন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাধিকার পক্ষে শ্রীগুরুকে দেহ দান পূর্ব্বক পূজা করার কথা যে বলা হইয়াছে, তাহাও নিজপতি সম্পর্কেই। "পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাম্"। তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই তান্ত্রিক সাধনায় সহধর্ম্মচারিণী হওয়া যায়। তাহাতে দেহসম্পর্কও নিষিদ্ধ হয় না। তন্ত্রসার-ধৃত—

সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে! ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ ॥

ইত্যাদি বচন হইতেও পাওয়া যাইতেছে যে, নিষ্ঠাপূর্ব্বক জপাদি দ্বারা মন্ত্র-সিদ্ধ হইয়া বিশেষ সাধনার জন্য নিজ পত্নীকে দীক্ষা দান পূর্ব্বক শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। শক্তির অভাবে সুরা পান করিবে না। শক্তির অভাবে নিবেদিত সুরাও জলে ক্ষেপণ করিবে—এইরূপ আদেশও নিরুত্তর তন্ত্রে রহিয়াছে—

"বিনা শক্তিং পিবেদ্ দ্রব্যং বীরো গুরুপরায়ণঃ।
তথাপি নরকে ঘোরে পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
শক্ত্যভাবে কুলেশানি! তদ্ দ্রব্যং জলতঃ ক্ষিপেৎ।"

সাধিকার পক্ষে—

শিবং মত্বা স্বকান্তঞ্চ পূজাসাধনমাচরেৎ।
কদাচিন্ন যজেচ্চান্যং পুরুষং পরমেশ্বরি ॥ [৮৫ পৃঃ ২৫ শ্লোক]

উৎসৃষ্টাদিবিচারোঽপি কদাচিন্নাস্তি ব্রহ্মণি।
গঙ্গাতোয়ং পরং ব্রহ্ম প্রসাদং কস্য তদ্ বদ ॥ ১৭
গঙ্গাসাগরতোয়ং বা প্রসাদং কস্য বা ভবেৎ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তজ্জলে স্নানমাত্রতঃ ॥ ১৮
মুক্তিভাগী ভবেন্মর্ত্ত্যঃ স্নানাবগাহনাৎ কিল।
পাদাদি মস্তকান্তং বৈ স্নানকালে প্রমজ্জতি ॥ ১৯
পাদস্পর্শো ন দোষায় পরব্রহ্মণি শৈলজে।
পরমাত্মনি লীনে চ তথৈব পরমেশ্বরি ॥ ২০
ইতি তে কথিতং দেবি দিব্যবীরস্য লক্ষণম্।
বীরতন্ত্রে চ কথিতং মাহাত্ম্যং প্রাণবল্লভে ॥ ২১
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সাধিকায়াশ্চ লক্ষণম্।
দিব্যশক্তির্বীরশক্তির্গুরুশক্তিস্তথা পরা ॥ ২২
কুলশক্তিঃ কামিনী চ নবশক্তিঃ কুমারিকা।
শ্রীগুরুং পূজয়েদ্ ভক্ত্যা স্বদেহদানপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩

ইত্যাদি বচন দ্বারা নিজ পতিকেই দীক্ষা গ্রহণ দ্বারা গুরুকরণপূর্ব্বক পূজাঙ্গ-রূপে দেহোপচার প্রদানাদি করিবার কথা উক্ত হইয়াছে বুঝা যায়।]

["ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্" ইত্যাদি দৃষ্টি অনুসারে] ব্রহ্মেতে উচ্ছিষ্টের বিচার নাই। গঙ্গা জল পরম ব্রহ্ম, তাহা কাহার প্রসাদ বা উচ্ছিষ্ট হয় বল। ১৭

গঙ্গাজল বা গঙ্গাসাগরের জল কাহারও প্রসাদ বা উচ্ছিষ্ট হয় কি? হে দেবি! শোন, বলি—সেই জলে স্নান মাত্র করিয়াই মানুষ মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। অবগাহন স্নান করিলে স্নানকালে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। হে পার্ব্বতি! সেই জলরূপী পরব্রহ্মে (জলনারায়ণে) পাদস্পর্শও দোষের হয় না। যিনি পরমাত্মায় বিলীন হইয়াছেন তাঁহার সম্পর্কেও সেইরূপ (জানিবে)। ১৮-২০

হে দেবি! এই তোমাকে দিব্যবীর সাধকের লক্ষণ বলিলাম। হে প্রিয়ে! বীরতন্ত্রে ইহার মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। ২১

হে দেবি! দিব্যবীরাদি সাধিকার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। গুরুশক্তি (অর্থাৎ পতির নিকট দীক্ষিতা সাধিকাই) শ্রেষ্ঠ সাধিকা। সাধনার প্রকার-

অন্যথা তু স্বদেহস্য নিগ্রহো জায়তে ধ্রুবম্।
সপ্তজন্মনি সা দেবি পুক্কসী পতিবর্জ্জিতা ॥ ২৪*
শিবং মত্বা স্বকান্তং চ পূজাসাধনমাচরেৎ।
কদাচিন্ন যজেচ্চান্যং-পুরুষং পরমেশ্বরি ॥ ২৫
অন্যস্য যজনাচ্চণ্ডি সর্ব্বনাশো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
কান্তস্যায়ুর্বিহীনত্বং বিপত্তিশ্চ পদে পদে ॥ ২৬

ভেদে বা স্তরভেদে তিনিই কুমারী (অজাত-রজস্কা বা অজাত-পুংযোগা) শক্তি, নবশক্তি (প্রাথমিক সাধনায় নিরতা) কামিনী (সকামা) শক্তি, কুলশক্তি, বীরশক্তি ও দিব্যশক্তি ভেদে বিভিন্ন। এই সাধিকা শ্রীগুরুকে (দীক্ষাদাতা সাধনাসঙ্গী পতিকে) ভক্তিভরে দেহদান পূর্ব্বক পূজা করিবেন। অন্যথা (গুরু বলিয়া পতির সহিত দৈহিক সম্পর্ক ত্যাগ করিলে) স্বদেহের নিগ্রহ হইবে, সাতজন্ম পতিহীনা ও ব্যভিচারিণী হইবে। ২৪

[সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ ॥

ইত্যাদি তন্ত্রসারধৃত বচন হইতে জানা যায়, পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী মন্ত্রশিষ্যা হইলেও শক্তিরূপিণী হইবেন, কন্যাস্থানীয়া হইবেন না। সুতরাং তাঁহার সহিত দেহসম্পর্ক বর্জ্জনীয় নহে। বরং ভক্তিভরে গুরুপূজার একটি উপচাররূপে তাহা প্রদান করা যাইতে পারে। যেহেতু ইহা তাঁহার তৃপ্তিসাধক হইবে এবং এই উপচার অনন্যলভ্য।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥"

"যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো! তবারাধনম্"।

ইত্যাদি দৃষ্টিতে স্বকীয় সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ার্থোপভোগই ভগবদারাধনায় পর্য্যবসিত হইলে তাহা বন্ধনের হেতু না হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মফল হইতে বিমুক্তির হেতু হইয়া থাকে। এইরূপ আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত ঈশ্বরার্পিত ভোগই পরিশেষে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও নিষ্কাম কর্ম্মের সামর্থ্য আনিয়া দেয়।]

নিজ পতিকে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ জ্ঞান করিয়া পূজা করিবে এবং (যেহেতু তিনি পতি সেইজন্য) ইহাও তাঁহার পূজারই একটি উপচার মনে করিবে। হে

---

* কেষুচিৎ হস্তলিখিতপুস্তকেষু অত্রৈব চতুর্দ্দশপটলসমাপ্তির্দৃশ্যতে।

ধননাশো ভবেন্নিত্যং দেব্যাঃ ক্রোধশ্চ জায়তে ॥
অবশ্যং পূজয়েন্নিত্যং গুরুদেবং সনাতনম্ ॥ ২৭
ভদ্রাভদ্রবিচারং চ যা করোতি গুরুস্থলে।
তস্যা মন্ত্রং ক্রোধযুক্তং বিপত্তিশ্চ পদে পদে ॥ ২৮
বরং জনমুখান্নিন্দা বরং প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
তথাপি পূজয়েদ্দেবং সাক্ষান্নির্ব্বাণদায়কম্ ॥ ২৯
সদা ভয়ং চ কাপট্যং বর্জ্জয়েদ্ গুরুপূজনে ॥ ৩০

পরমেশ্বরি। সাধিকা কখনও অন্য পুরুষকে এইভাবে পূজা করিবে না। হে চণ্ডি! অন্য পুরুষের পূজা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। স্বামীর (পতির) আয়ুহানি ও পদে পদে বিপদ হইবে, নিত্যই ধননাশ হইবে এবং দেবীর ক্রোধ হইবে। সনাতনগুরু ও সনাতন দেবরূপী পতিকে অবশ্যই নিত্য পূজা করিবে। দীক্ষাদাতা গুরু বলিয়া সেস্থলে ভদ্রাভদ্র বিচার করিলে মন্ত্র ক্রোধ-যুক্ত হইবে এবং পদে পদে বিপদ হইবে। ২৫-২৮

[আমাদের আদর্শ পুস্তকে ফুটনোট দিয়া বলা আছে যে, কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে চতুর্দ্দশ পটল ও মাতৃকাভেদ তন্ত্রটি ২৪ শ্লোকেই সমাপ্ত হইয়াছে। আমাদেরও তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ, পরবর্ত্তী সমস্ত শ্লোকগুলি সদর্থে ব্যাখ্যা করা কিছু কঠিন। ঐগুলির আপাতলভ্য অর্থ কিছু কদর্য্য। তাই মনে হয়, ঐ শ্লোকগুলি তান্ত্রিক সাধনায় অধঃপতনের যুগে পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। তথাপি অনেক পুঁথিতে দৃষ্ট হয় বলিয়া আমাদের আদর্শ পুস্তকেও ঐগুলি মুদ্রিত করা হইয়াছে। এজন্য আমরাও ঐগুলির মুদ্রণ করিলাম এবং আমাদের বুদ্ধি অনুযায়ী তান্ত্রিক রহস্যের গোপনীয়তা লক্ষ্য করিয়া ২৮ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি যথাসাধ্য প্রকৃতার্থে অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিলে তাহা কষ্ট-কল্পিত বলিয়া বিরূপ সমালোচনার বিষয় হইতে পারে—এই আশঙ্কায় তাহা করিলাম না।

চতুর্থ পটলে মদ্য পানের অকর্ত্তব্যতা প্রসঙ্গে পার্ব্বতীর প্রশ্নে মহাদেব স্বয়ং গোপনীয়তার অবতারণা করিয়া পার্ব্বতীর প্রতি ইঙ্গিতে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাকেও গোপনীয়তার আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এই দেহ-দানাদির প্রসঙ্গও সেই ভাবে গোপনীয়তার আবরণে ৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ পর্য্যন্ত মুক্তি লাভের বাধা ঘটাইবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মনে করা যায়।]

শ্রীগুরোস্তেজসং ভক্ত্যা যদি ধারণমাচরেৎ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং কাশী সা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১
অভক্ত্যা পরমেশানি যদি ধারণমাচরেৎ।
জপপূজাদিকং তস্যাঃ সন্দহেৎ তেন তেজসা ॥ ৩২

শ্রীচণ্ডিকোবাচ—

সপত্নীকং যজেদ্দেবং গুরুং নির্ব্বাণদায়কম্।
তস্য সঙ্গং পরিত্যজ্য কথমাত্মনিবেদনম্ ॥ ৩৩

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুরোরাজ্ঞানুসারতঃ।
ধারয়েত্তেজসং ভক্ত্যা স্বয়ং লিপ্সাবিবর্জ্জিতা ॥ ৩৪
গুরুপত্ন্যাশ্চাত্মজশ্চ শ্রীগুরোরাত্মজো যতঃ।
গুরুপত্নী গুরুঃ সাক্ষাৎ গুরুপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫
একস্য পূজনাৎ কান্ত উভয়োঃ পূজনং ভবেৎ।
গুরুপুত্রো গণেশশ্চ গুরুপুত্রঃ ষড়াননঃ ॥ ৩৬
একং গুরুসুতং কান্তে পূজনে যা সদা রতা।
অন্যং গুরুসুতং কান্তে পূজয়েন্ন কদাচন ॥ ৩৭

বরং লোকমুখে নিন্দা হউক, বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হউক, তথাপি সাক্ষাৎ নির্ব্বাণদায়ক গুরুদেবের পূজা করিবে। ২৯

গুরুপূজায় সর্ব্বদা ভয় এবং কাপট্য ত্যাগ করিবে। শ্রীগুরুর তেজ যদি ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করে তবে সে কাশীস্বরূপা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই—একথা ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি। ৩০-৩১

হে পরমেশ্বরি! অভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করিলে সেই তেজে তাহার জপ ও পূজাদি সমস্তই দগ্ধ হইয়া যাইবে। ৩২

পার্ব্বতী বলিলেন—নির্ব্বাণদায়ক গুরুদেবকে সপত্নীক অর্চ্চনা করিতে হয়। সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আত্মনিবেদন কি প্রকারে সম্ভব? । ৩৩

শিব বলিলেন—বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরুর আজ্ঞা অনুসারে ভক্তির সহিত তাঁহার তেজ ধারণ করিবে। স্বয়ং লিপ্সা রাখিবে না। ৩৪

যেহেতু গুরুর যিনি পুত্র তিনি গুরুপত্নীরও পুত্র, গুরুপত্নী সাক্ষাৎ গুরু-

বীরং বা দিব্যমূর্ত্তিং বা কদাচিন্নহি পূজয়েৎ ।
একস্য পূজনাদ্ দেবি মহাসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।। ৩৮
উভয়োস্ত্রীণি চত্বারি যা নারী পূজনং চরেৎ ।
তস্যাঃ সমস্তং বিফলং ধ্যানাদি জপপূজনম্ ।। ৩৯
যদি ভাগ্যবশাদ্ দেবি একং গুরুসুতং লভেৎ ।
মনোজ্ঞং শাস্ত্রবেত্তারং নিগ্রহানুগ্রহে রতম্ ।। ৪০
সুন্দরং যৌবনোন্মত্তং গুরুতুল্যং জিতেন্দ্রিয়ম্ ।
প্রাণান্তেঽপি চ কর্ত্তব্যং পূজনং মোক্ষদায়কম্ ।। ৪১
নো যজেদ্ যদি মোহেন সৈব পাপময়ী ভবেৎ ।। ৪২

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে হরগৌরীসংবাদে
[১]চতুর্দ্দশঃ পটলঃ ।। ১৪

স্বরূপিণী, গুরুপুত্রও গুরুস্বরূপ, অতএব একের পূজাতেই উভয়ের পূজা হইবে। গুরুপুত্র সাক্ষাৎ গণেশ ও কার্ত্তিকেয় স্বরূপ, যিনি একটী গুরুপুত্রের সর্ব্বদা পূজা করেন তিনি কখনও অন্য গুরুপুত্রের পূজা করিবেন না। ৩৫-৩৭

অন্য গুরুপুত্র দিব্য বা বীরভাবের সাধক হইলেও তাঁহার পূজা করিবে না। হে দেবি! একের পূজাতেই মহাসিদ্ধির অধিকারিণী হইবে। ৩৮

যে নারী দুই তিন বা চারিজনের পূজা করে তাহার ধ্যান, জপ ও পূজাদি সমস্তই বিফল হয়। ৩৯

হে দেবি! যদি ভাগ্যবশে নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ সুন্দর যৌবনোন্মত্ত জিতেন্দ্রিয় গুরুতুল্য ও শাস্ত্রজ্ঞ একটী গুরুপুত্র কেহ লাভ করে, প্রাণ গেলেও তাহার পূজা করিবে, তাহা মোক্ষদায়ক হইবে। যদি মোহবশতঃ তাহার পূজা না করে, তবে সেই সাধিকাই পাপময়ী হইবে। ৪০-৪২

হরপার্ব্বতীর কথোপকথনে মাতৃকাভেদতন্ত্রের
চতুর্দ্দশ পটল সমাপ্ত। ১৪

১। 'পঞ্চদশঃ' ইতি পাঠান্তরং কচিদস্তি।

অথ শ্রীমদ্‌গুরুপাদুকাস্তোত্রম্ *

[আদিকাদিকিলথাদি তারকং বর্ণমণ্ডলমখণ্ডসিদ্ধিদম্ ।
অন্তরুল্লসিত হ-ক্ষ-লাক্ষরং লক্ষয়ন্তি পশবঃ কথং শিবে *]

ব্রহ্মরন্ধ্রসরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্ ।
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণসরসীরুহং ভজে ।। ১

তস্য কন্দলিতকর্ণিকাপুটে কৢপ্তরেখমকথাদিরেখয়া ।
কোণলক্ষিতহলক্ষমণ্ডলীভাব-লক্ষ্যমবলালয়ং ভজে । ২

[[ত্রিভুজাকারে পরিণতা কুণ্ডলিনীর ভুজত্রয়ে] 'আদি' অর্থাৎ 'অ' হইতে অঃ পর্য্যন্ত ষোলটী, 'কাদি' অর্থাৎ 'ক' হইতে 'ত' পর্য্যন্ত ষোলটী, 'থাদি' অর্থাৎ 'থ' হইতে 'স' পর্য্যন্ত ষোলটী এবং তন্মধ্যে [কোণত্রয়ে] 'হ' 'ক্ষ' ও 'ল' বর্ণত্রয়,—অখণ্ড সিদ্ধিদায়ক একপঞ্চাশৎ মাতৃকাত্মক এই যে তারকব্রহ্মস্বরূপ বর্ণময় [ত্রিকোণ] মণ্ডল, হে দেবি! সাধারণ জীবগণ তাহা কিরূপ লক্ষ্য করিবে?]

ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল কমলগর্ভে নিয়ত সংলগ্ন দ্বাদশবর্ণময় যে অত্যদ্ভুত শ্বেতপদ্ম রহিয়াছে,—কুণ্ডলীবিবর কাণ্ডরূপে যাহাকে অলংকৃত করিয়া আছে, তাহা ধ্যান করি। ১

তাহার বীজকোষযুক্ত কর্ণিকাগর্ভে অ-ক-থাদি (পূর্ব্বোক্ত আদি, কাদি ও থাদি) বর্ণবিন্যাসে যাহার রেখাত্রয় (ভুজত্রয়) কল্পিত হইয়াছে এবং কোণত্রয়ে পরিলক্ষিত হ-ল-ক্ষ এই বর্ণত্রয়ের দ্বারা যাহার একটী ত্রিকোণমণ্ডলে পরিণত হওয়া লক্ষ্য করা যায় [ত্রিকোণরূপিণী] সেই কুণ্ডলিনীর ভজনা করি। ২

---

* স্তোত্রমিদং বহুষু পুস্তকেষু ন দৃশ্যতে। প্রাণতোষিণ্যাং কুলমূলাবতার-কল্পসূত্রটীকায়ামিদং স্তোত্রমিত্যুক্তম্। তত্র চ আদাবেব তারকাচিহ্নিতঃ শ্লোকোঽয়মধিকো দৃশ্যতে। অতোঽস্মাভিরয়ং শ্লোকোঽপি মূলে সন্নিবেশিতঃ। কিন্তু অস্য শ্লোকস্য স্তোত্রান্তর্গতত্বে 'তস্য কন্দলিতে'ত্যাদি শ্লোকেন পুনরুক্তিঃ স্যাৎ।

তৎপুটেপটুতড়িৎকড়ারিমস্পর্দ্ধমানমণিপাটলপ্রভম্ ।
চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপুর্বিন্দুনাদমণিপীঠমণ্ডলম্ ॥ ৩
উর্দ্ধমস্য হুতভুক্‌শিখাসখং তদ্বিলাসপরিবৃংহণাস্পদম্ ।
বিশ্বঘস্মরমহোৎসবোৎকটং ব্যামৃশামি যুগমাদিহংসয়োঃ ॥ ৪
তত্র নাথ-চরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুমাসবঝরী-মরন্দয়োঃ ।
দ্বন্দ্বমিন্দুকরকন্দশীতলং মানসং স্মরতি মঙ্গলাস্পদম্ ॥ ৫
নিষক্তমণিপাদুকানিয়মিতাঘকোলাহলং
স্ফুরৎকিশলয়ারুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকম্ ।
পরামৃতসরোবরোদিতসরোজসদ্রোচিষং
ভজামি শিরসি স্থিতং শ্রীগুরুপদারবিন্দদ্বয়ম্ ॥ ৬
পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাদ্ বিনির্গতম্ ।
ষড়াম্নায়ফলোপেতং প্রপঞ্চে চাতিদুর্লভম্ ॥ ৭

ঐ ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে ;—অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুতের পিঙ্গলতার সহিত যাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে সেইরূপ রত্নের পাটল প্রভায় উদ্ভাসিত নাদ-বিন্দু স্বরূপ মণিপীঠমণ্ডল এবং ইষ্টদেবতার চিন্ময়মূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করি । ৩

উহার ঊর্দ্ধদেশে অগ্নিশিখাতুল্য, তদীয় (অর্থাৎ তদনুরূপ) লীলা ও লেলিহানতার (অর্থাৎ পরিব্যাপ্তির) আশ্রয় বিশ্বধ্বংসের (প্রপঞ্চবিলয়ের) মহোৎসবে মত্ত আদিহংস-যুগলের চিন্তা করি । ৪

মন সেইখানে,—যাহা চন্দ্রকিরণ ও মৃণালাদিকন্দের ন্যায় শীতল, যাহা মঙ্গলাস্পদ এবং কুঙ্কুমাভ [বা কুঙ্কুমবাসিত বা কুঙ্কুমজাত] মদ্য ধারা যাহার মকরন্দ-স্বরূপ, প্রভুর (শ্রীগুরুর) সেই চরণারবিন্দযুগল স্মরণ করে । ৫

যৎসংশ্লিষ্ট মণিময় পাদুকা সমস্ত পাপ, সমস্ত দুঃখ ও সর্ব্ববিধ বাগ্‌ব্যবহার সংযত করে, যাহা প্রস্ফুটিত নবপল্লবের ন্যায় অরুণবর্ণ, যাহার এক একটী নখে এক একটী চন্দ্র উল্লসিত, পরামৃত সরোবরে সমুৎপন্ন সরোজের ন্যায় যাহার উত্তম স্নিগ্ধ কান্তি, শিরোদেশে অবস্থিত শ্রীগুরুর সেই চরণারবিন্দদ্বয় ধ্যান করি । ৬

এই পাদুকাপঞ্চক স্তোত্র মহাদেবের পঞ্চবক্ত্র হইতে বিনির্গত । বিশ্বপ্রপঞ্চে

ইতি শ্রীমাতৃকাভেদতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরগৌরী-সংবাদে শ্রীশিববক্ত্র বিনির্গতং শ্রীমদ্‌গুরুপাদুকাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

ইহা অতিশয় দুর্লভ । ইহা পাঠ করিলে ষড়াম্নায় পাঠের ফল লাভ হইয়া থাকে । ৭ *

॥ সমাপ্ত ॥

---

* এই স্তোত্রটী এই তন্ত্রের অন্তর্গত নহে । ইহা কুলমূলাবতারকল্পসূত্রের টীকায় দৃষ্ট হয়—একথা প্রাণতোষিণীতে উক্ত আছে । সম্ভবতঃ কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকের শেষে লেখক এই দুর্লভ স্তোত্রটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন । এবং তদৃষ্টে এটী কোন কোন পুস্তকে মুদ্রিতও হইয়াছে । কিন্তু বিভিন্ন হস্তলিখিত পুস্তকে ইহা নাই । স্তোত্রের শেষে এখানে কোন পটলের উল্লেখ বা সংখ্যা নির্দ্দেশ নাই, ইহাও লক্ষণীয় ।

মূল্য ঃ- ৫০ টাকা মাত্র